



# ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর

## CHANDPUR CITY OF HILSHA

জেলা ব্র্যান্ডিং কমিটি

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর।

**District Branding Committee**

Office of the Deputy Commissioner, Chandpur.

## ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর

পাণ্ডুলিপি : প্রকাশনা উপ-কমিটি  
প্রকাশনায় : জেলা ব্র্যান্ডিং কমিটি

### উপদেষ্টা

মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল  
জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর।

### প্রধান সম্পাদক

ড. এ এস এম দেলওয়ার হোসেন

### সম্পাদকমণ্ডলী

প্রফেসর এম এ মতিন মিয়া  
রতন কুমার মজুমদার  
কাজী শাহাদাত  
মোঃ গোলাম মোস্তফা  
ডাঃ পীযুষ কান্তি বড়ুয়া  
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান

### সম্পাদনা সহযোগী

রাসেল হাসান

### ভাষান্তর

মোঃ গোলাম মোস্তফা  
ডাঃ পীযুষ কান্তি বড়ুয়া

### শিল্প নির্দেশক

মোহাম্মদ আবদুল হাই  
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), চাঁদপুর  
মোঃ মাসুদ হোসেন  
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চাঁদপুর

### প্রধান আলোকচিত্রী

সাইফুল আজম

### সহযোগী আলোকচিত্রী

কামরুজ্জামান টুটুল  
হাসান খান মিশু

### ছড়াকার

ডাঃ পীযুষ কান্তি বড়ুয়া

### প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স

উজ্জ্বল হোসাইন

### কপিরাইট

জেলা প্রশাসন, চাঁদপুর

### প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০১৭

### মুদ্রণ

গ্রাফোসম্যান রিপ্ৰোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.  
৫৫/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

### মূল্য

৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা  
২০ (বিশ) মার্কিন ডলার

গ্রন্থে ব্যবহৃত সকল তথ্যের সূত্রসমূহ  
প্রকাশকের নিকট সংরক্ষিত আছে

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া  
এ পুস্তকের কোনো অংশ কোনো মাধ্যমে  
পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

## Chandpur City of Hilsha

Script : Publication Sub-Committee  
Publisher : District Branding Committee

### Adviser

Md. Abdus Sabur Mondal  
Deputy Commissioner, Chandpur

### Chief Editor

Dr. A S M Delwar Hussain

### Editors

Prof. M A Matin Miah  
Ratan Kumar Majumder  
Kazi Shahadat  
Mohd. Golam Mostafa  
Dr. Pijush Kanti Barua  
Muhammad Farid Hasan

### Editorial Associate

Rasel Hasan

### English Translator

Mohd. Golam Mostafa  
Dr. Pijush Kanti Barua

### Art Directors

Mohammad Abdul Hai  
Addl. Deputy Commissioner (Education & ICT)  
Md. Masud Hossain  
Addl. Deputy Commissioner (General)

### Chief Photographer

Saiful Azam

### Associate Photographers

Kamruzzaman Tutul  
Hasan Khan Mishu

### Rhymer

Dr. Pijush Kanti Barua

### Design & Graphics

Ujjal Hossain

### Copyright

District Administration, Chandpur

### Published

January 2017

### Printed at

Graphosman Reproduction & Printing Ltd.  
55/1, Purana Paltan, Dhaka-1000

### Price

BDT 750 (Tk. Seven hundred and fifty only)  
US\$ 20 (Twenty dollars only)

All sources of information used in this book are  
preserved with the publisher

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced  
by any form without the prior written  
permission of the publisher.



ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর  
CHANDPUR CITY OF HILSHA

# মুখবন্ধ

হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির বহমান ধারায় সিন্ধু নদীমাতৃক এই বাংলাদেশ। ষড়ঋতুর রূপ বৈচিত্র্য আর পাহাড়-সমতলের সবুজ-শ্যামলিমার মায়া ছাপিয়ে রূপের অনন্ত বিভায় নিরন্তর আনন্দে উচ্ছল করে রেখেছে তেরশত নদীর অমৃত জলধারা। পদ্মা ও মেঘনা এই নদীমাতৃক বাংলাদেশেরই বৃহৎ দুটি ধারা। তার সাথে দুরন্ত ডাকাতিয়া দল বেঁধে গড়ে তুলেছে ত্রিনদীর সঙ্গম। নয়ন ভোলানো, মন জুড়ানো এই ত্রি-ধারার মিলনস্থলেই গড়ে উঠেছে কিংবদন্তীর শহর ‘ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর’।

লোককথার প্রসিদ্ধ চাঁদ সওদাগরের নাম কিংবা চাঁদ ফকিরের পুণ্য নামের স্মৃতিধন্য মেঘনার শ্রোতধারায় পুষ্টি চাঁদপুর পর্যটকদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে আজও। ভ্রমণপিপাসু মানুষের মনের জানালায় চাঁদপুরের ইতিহাস ঐতিহ্য পৌছে দিতেই এই ব্র্যাডিং প্রকাশনা।

ইলিশ এক অনন্য রূপালি সম্পদ, অনিন্দ্য জলজ সম্ভার, অতুলনীয় সমৃদ্ধি আর অফুরান গৌরবের আধার। বিশ্বজয়ী সুস্বাদু মাছ ইলিশ গভীর সমুদ্রের মাছ হলেও তার জীবনকালের বেশ কিছু সময় সে কাটায় চাঁদপুরের মেঘনার জলে। অনেকটা সন্তানবতী মেয়ে যেমন বাপের বাড়ি আসে তেমনি ডিম ছাড়ার সময়ে ইলিশ চলে আসে মেঘনায়, চলে আসে চাঁদপুরে। ডিম ছাড়ে মেঘনার মিঠা পানিতে। বাচ্চারা বড় হয় এখানে। তাই ইলিশের বাড়িই যেনো চাঁদপুর। চাঁদপুরকে পর্যটন শিল্পের আলোক-সম্পাতে আনতে ‘ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর’-ই হয়েছে এখন অদ্বিতীয় শ্লোগান।

কেবল ইলিশ নয়, মেঘনায় নৌ-বিহার ও জোছনা আশ্বাদন কিংবা মেঘনার চরে যান্ত্রিক জীবনের ক্রেশ এড়িয়ে দু’দিনের নির্মল অবকাশ যাপনের জন্যে চাঁদপুর অতুলনীয়। বিশ্বে অনন্য তিন নদীর সঙ্গমস্থল এবং চাঁদপুর শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বাংলাদেশের টেমস্ খ্যাত ডাকাতিয়া নদীতে রাতে আলো বলমলে রূপ-মাধুর্যে পর্যটন সত্যিই অপার্থিব। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে জেলার আটটি উপজেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইতিহাস-নন্দিত দর্শনীয় স্থাপনা ও কারুকার্য।

চাঁদপুর আরও খ্যাতিমান হয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীর সন্তানদের মহান অবদানের জন্যে। ইতিহাসের এমন গরবিনী নদী-বিধৌত চাঁদপুরকে বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিত করাই হচ্ছে এই আকর প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য। এই মহান কর্মযজ্ঞে যারা উদারচিত্তে সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ‘ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর’ প্রকাশনাটি ভ্রমণপিপাসু, পর্যটক, ইতিহাসপ্রেমী সুধীজন প্রমুখের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

নিশ্চিন্দ্র সতর্কতা সত্ত্বেও অবাঞ্ছিত প্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়, যা সময়, সামর্থ্য ও সাধের মানবীয় ব্যবহারের সীমাবদ্ধতাকে বিজ্ঞাপিত করে। সেক্ষেত্রে আগাম দায়মুক্তি কামনা করছি।

চাঁদপুর সত্যিকার অর্থেই পূর্ণিমা চাঁদের মতোই দীপ্যমান হয়ে উঠুক অনন্য বৈশিষ্ট্যে দেশি-বিদেশি সকলের কাছে।

মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল  
জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর।

# Preface

Riverine Bangladesh is enriched with the essence of Bengali culture and heritage of thousands of years. Myriad beauties of six seasons, lush greenery of hills and plains, endless nuances of colors and joys and the murmuring of the thousands of rivers have made Bangladesh unique and unparalleled. The Padma and the Meghna, the two great flowing streams of Bangladesh summit the dauntless Dakatia to form a confluence of three mighty roaring rivers at Chandpur. The 'City of Hilsha' is being developed here on this charming, sonorous and mind blowing tri-tidal congregation.

Chandpur, famous for the names of folk-tale figures such as Chand Sawdagar or Chand Fakir and being nourished with the flows of the Meghna, remains out of the focus of the tourists' thirsty sight till now. In order to take the culture, heritage and traditions of Chandpur to the windows of the tourists' mind, the book is an effort for branding Chandpur.

Hilsha is a unique product of Chandpur. It is a highly acclaimed and enticing aqua-treasure, an asset of immense prosperity and pride. World conquering tasty Hilsha, though a fish of deep sea, spends a pretty good time in the waters of the Meghna. Like a pregnant lady's returning home for parturition, egg bearing Hilsha comes to the Meghna to release her eggs, coming to Chandpur. The Hilsha lays her eggs at the sweet water of the Meghna. The Hilsha grows here with such ease and comfort as if Chandpur were her own home. That's why 'City of Hilsha' has become a unique and popular slogan to Brand Chandpur in the light of tourism.

Not only for the taste of Hilsha, Chandpur is also an ideal resort for making holidays for those nature loving people to overcome the fatigues and melancholy of the tiring city life. The boat riding and enjoying the silky beams of moonlit night, or the long silvery sands (chars) of the Meghna will certainly be amazing. Moreover, there are numerous sights and relics of archeological and historical significances in the 08 Upazilas of the district Chandpur. This unique confluence of the three mighty rivers and the river cruise at the moonlit night in the Dakatia, known as the Thames of Bangladesh, flowing by the town of Chandpur will make the tourists really spellbound and enchanted. Chandpur is also famous for her valiant sons in the War of Liberation.

The purpose of bringing out of this publication is to make the pride and glory of river-bound Chandpur acquainted to the world people in a broader perspective.

I express my heartfelt thanks and gratitude to those who extended their support in this noble effort in every stage. I think our labour will prove successful if this publication 'Ilisher Bari Chandpur' or 'City of Hilsha' meets the quest of the tourists and history loving people of both home and abroad.

We regret in advance for those unwanted faults or errors and encourage constructive opinions.

Let Chandpur be an ablazing full moon to all with her indigenous taste of Hilsha.

**Md. Abdus Sabur Mondal**  
Deputy Commissioner, Chandpur

# সূচি

চাঁদপুর জেলার মানচিত্র	০৯	<b>হাজীগঞ্জ</b>	পৃষ্ঠা
চাঁদপুর বড় স্টেশন মোলহেড	১০	অলিপুর শাহী মসজিদ, বিজয় স্তম্ভ	৭৩
রূপালি ইলিশ	১২	হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ	৭৪
চাঁদপুর জেলার পরিচিতি	১৪	নাসিরকোট স্মৃতিসৌধ, নার্গিস ফুড প্যাভিলিয়ন	৭৬
ইলিশের পরিচিতি	১৮	বাকিলা কফি হাউজ, বোয়ালজুরি রেলসেতু	৭৬
ইলিশ চত্বর	২০	মাদ্দাহ খাঁ (রঃ) মসজিদ, ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফ	৭৭
রক্তধারা	২১	<b>ফরিদগঞ্জ</b>	
অঙ্গীকার, শপথ চত্বর	২২	রূপসা জমিদার বাড়ি	৭৯
চাঁদপুর স্টেডিয়াম, অরণ্য নন্দী সুইমিংপুল	২৪	লোহাগড় মঠ	৮০
জেলা পরিষদ, পুলিশ লাইন ভাস্কর্য,	২৫	বধ্যভূমি, স্মৃতিস্তম্ভ ও ওনূআ স্মৃতিস্তম্ভ	৮২
কালাম-খালেক-সুশীল-শঙ্কর স্মৃতিস্তম্ভ	২৫	সাহেবগঞ্জ দুর্গ	৮৩
জেলা প্রশাসকের বাংলো	২৬	কড়িতলী জমিদার বাড়ি, সাধু যোসেফের গির্জা	৮৪
বাণিজ্যকেন্দ্র পুরাণবাজার ও হাজীগঞ্জ	২৭	ফরিদগঞ্জের মিষ্টি, ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা	৮৫
ভরা যৌবনে সুন্দরী মেঘনা	২৮	<b>হাইমচর</b>	
চাঁদপুর সরকারি কলেজ	৩০	নদী শাসন	৮৭
ডাকাতিয়ায় বেদেপল্লী	৩২	পান, সুপারি বাগান	৮৮
পুরাণবাজার বড় মসজিদ, চাঁদপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	৩৪	ঈশানবালা চর, মধ্যচর	৯০
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদীকেন্দ্র	৩৫	<b>কচুয়া</b>	
চাঁদপুরের ডাকাতিয়া-বাংলাদেশের টেমস্	৩৬	মনসা মুড়া	৯২
আব্দুল আউয়াল সেতু, খাঁচায় মাছ চাষ	৩৮	পালগিরি মসজিদ, এপি কমপ্লেক্স	৯৪
পুরাণবাজার ডিগ্রি কলেজ	৩৯	উজানী বখতিয়ার খাঁ মসজিদ	৯৫
যাযাবর স্মৃতি ভবন	৪০	সাচারের রথ	৯৬
পুরাণবাজার হরিসভা মন্দির কমপ্লেক্স ও অযাচক আশ্রম	৪১	সাচারের প্যারা সন্দেশ, সুদৃশ্য খাল	৯৭
মেঘনায় সূর্যাস্ত	৪২	<b>শাহরাস্তি</b>	
চাঁদপুর পৌরসভা	৪৪	রাস্তি শাহ (রঃ)-এর মাজার	৯৯
চাঁদপুর প্রেসক্লাব	৪৫	সাধক সর্বানন্দ ঠাকুরবাড়ি	৯৯
লন্ডন ঘাট, মুখার্জি ঘাট, স্টীমার ঘাট	৪৬	মেহের কালীবাড়ি	১০০
চাঁদপুর নৌবন্দর	৪৭	রাগৈ মসজিদ, নাওড়া মঠ	১০১
চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ	৪৮	<b>মতলব দক্ষিণ</b>	
হাইমচরে মেঘনায় সূর্যাস্ত, জেলে নৌকা	৪৯	দীপ্ত বাংলা, ক্ষীর	১০৩
চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	৫০	আইসিডিডিআর,বি	১০৪
চাঁদপুর সার্কিট হাউজ, পুলিশ সুপারের কার্যালয়	৫৩	কাশিমপুর রাজবাড়ি বারদুয়ারি, জগন্নাথ দেবের মন্দির	১০৬
সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, অটো রাইচ মিল, চাঁদপুর ব্যাপ্টিস্ট চার্চ	৫৪	<b>মতলব উত্তর</b>	
হাসান আলী, গণি মডেল ও মাতৃসীঠ উচ্চ বিদ্যালয়	৫৫	মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	১০৮
১৫০ মেঘাওয়াট কনসাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৬	ফরাজিকান্দি কমপ্লেক্স	১০৯
চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	৫৭	লেংটার মেলা	১১০
ঐতিহাসিক বেগম জামে মসজিদ, জুট মিল	৫৮	ঘাটনল পর্যটন কেন্দ্র	১১১
চাঁদপুর ক্লাব, চাঁদপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ	৫৯	<b>স্থানীয় ঐতিহ্য ও উৎসব</b>	
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল	৬০	মুক্তিসুদ্ধের বিজয় মেলা, চাঁদপুর	১১২
জেলা নির্বাচন কার্যালয়, চাঁদপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস	৬০	মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব	১১৩
মাজহারুল হক বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল, কোস্টগার্ড স্টেশন	৬০	চতুরঙ্গ সাংস্কৃতিক সংগঠনের ইলিশ উৎসব	১১৪
চাঁদপুর মেরিন একাডেমী, বিটাক	৬০	জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও সাহিত্য একাডেমী	১১৫
নাগলিঙ্গম	৬০	আগাম ঈদ ও রোজা পালন, ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠী	১১৬
মেঘনায় নৌ ভ্রমণ, হরিণা ফেরিঘাট	৬১	মাসব্যাপী ক্রীড়া উৎসব ও চিরঞ্জীব'৭১-এর চিত্র প্রদর্শনী	১১৭
<b>চাঁদপুর সদর</b>	৬২	বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও ছড়া উৎসব	১১৮
চাঁদপুর সেতু, নানুপুর স্টুইস গেট	৬৪	ডাকাতিয়ার তীরে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন	১১৯
রাজরাজেশ্বর চর	৬৫	মেঘনায় মাছ ধরা	১২০
ধীরে বহে মেঘনা	৬৬		
মেঘনায় ইলিশ ধরা	৬৮		
মেঘনায় গাংচিল	৭০		

# Contents

	<b>Page</b>		<b>Page</b>
District Map of Chandpur	09		
Chandpur Baro Station Molehead	10	<b>Hazigonj</b>	
The Silvery Hilsha	12	Olipur Shahi Mosque, Victory Monument	73
Introduction of Chandpur District	14	Hazigonj Big Mosque	74
Introduction Of Hilsha	18	Nasircoat War Monument, Nargis Food Pavilion	76
Ilish Chatwar	20	Boaljuri Rail Bridge, Bakila Coffee House	76
Raktodhara	21	Maddah Khan's Mosque, Imame Rabbani Dorbar Sharif	77
Aungikar, Shapath Chatwar	22		
Chandpur Stadium, Aurn Nandi Swimming Pool	24	<b>Faridgonj</b>	
Zila Parishad, Statue at Police line,	25	Rupsha Zaminder Bari	79
Kalam-Khaleq-Shushil-Shankar Monument	25	Lohaghor Moth	80
Residence of Deputy Commissioner	26	Slaughtering Spot, Monument, Onua Monument	82
Business centre, Puranbazar and Hazigonj	27	Shahebgonj Fort of 15th century	83
The Meghna in her beauty	28	Karotali Zamindar Bari, Saint Josheph's Church	84
Chandpur Govt. College	30	Famous Sweets of Faridgonj, Faridgonj Alia Madrasa	85
Gipsy People in Floating Boat	32		
Puranbazar Big Mosque, Central Shahid Minar of Chandpur	34	<b>Haimchar</b>	
Bangladesh Fish Research Institute	35	River Training	87
Dakatia of Chandpur-Thames of Bangladesh	36	Betel leaf, Betel Nut Orchards	88
Abdul Awal Bridge, Pisciculture in Pens	38	Eshan Bala Char, Madhya Char (Sands)	90
Puranbazar Degree College	39		
Yayabar Bhaban	40	<b>Kachua</b>	
Puranbazar Harishava Temple Complex , Ayachak Ashram	41	Manasa Mura	92
Sunset is the Meghna	42	Palgiri Mosque, AP Complex	94
Chandpur Pourashava	44	Ujani Bakhtiar Khan's Mosque	95
Chandpur Press Club	45	Rath (Chariot) at Shachar	96
London Ghat, Mukherjee Ghat, Steamer Ghat	46	Para Sandesh, Natural Beauty of Shachar	97
River Port of Chandpur	47		
Chandpur Govt. Women's College	48	<b>Shahrasti</b>	
Sunset in Meghna, Haimchar; Fisherman Boat	49	Mazar of Rasti Shah (R)	99
Office of the Deputy Commissioner	50	House of Devotee Sarbananda	99
Chandpur Circuit House	52	Meher Kali Bari	100
Office of the Police Super of Chandpur	53	Ragai Mosque, Naora Moth	101
Surface Water Treatment Plant, Auto Rice Mills,	54		
Chandpur Baptist's Church	54	<b>Matlab South</b>	
Hasan Ali, Gani Model and Matripeeth High School	55	Dipta Bangla, Khir	103
150 Megawatt Combined Cycle Power Plant	56	ICDDR,B	104
Chandpur Chamber of Commerce and Industry	57	Baroduari of Kashimpur Rajbari, Jagannath Temple	106
Historical Begum Jame Mosque, Jute Mills	58		
Chandpur Club, Chandpur Collectorate School and College	59	<b>Matlab North</b>	
250 bedded General Hospital, Chandpur Diabetic Hospital	60	Meghna-Dhonagoda Irrigation Project	108
Office of District Election Commission, Regional Passport Office	60	Faraji Kandi Complex	109
Mazharul Haq BNSB Eye Hospital, Coast Guard Station	60	Langter Mela	110
Chandpur Marine Academy, BITAC	60	Shatnal Tourist Spot	111
Nagalingom	61		
Boat Riding in Meghna, Harina Ferry Ghat	62	<b>Other Local Tradition and Festival</b>	
		Muktijuddher Bijoy Mela, Chandpur	112
<b>Chandpur Sadar</b>		Festival of Cultural Month, Chandpur	113
Chandpur Bridge, Nanupur Sluice Gate	64	Ilish Utsab by Chaturanga	114
Rajrajeshwar Char (Sands)	65	District Silpokala Academy, Shahitto Academy	115
Meghna Flows Silent	66	Advance Ramadan and Eid, Tipra Ethnic Group	116
Catching Hilsha in the Meghna	68	Month-Long Sports Festival, Chiranjib'71 Exhibition	117
The Albatross of Meghna	70	Debate Competition, Rhyme Festival	118
		Observing Pohela Boishakh by the bank of Dakatia	119
		Catching Fish in the Meghna	120



মেঘনা নদী

পদ্মা নদী

তিন নদীর মিলনস্থল

চাঁদপুর লঞ্চঘাট

চাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশন

বড় স্টেশন মোলহেড

জামুনা নদী

জামুনা নদী

উত্তর



৯০°৫০'

৯১°০০'

৯১°১০'

# চাঁদপুর জেলা Chandpur District

চট্টগ্রাম বিভাগ

৫ ০ ৫

কিলোমিটার



মুন্সিগঞ্জ জেলা

কুমিল্লা জেলা

কুমিল্লা জেলা

শরীয়তপুর জেলা

বরিশাল জেলা

লক্ষ্মীপুর জেলা

মেঘনা নদী

মেঘনা নদী

মতলব উত্তর

মতলব দক্ষিণ

চাঁদপুর

সদর

ফারিদগঞ্জ

হাইমচর

কচুয়া

হাজীগঞ্জ

শাহরাস্তি

পশ্চিম পাঁথের

উত্তর নায়েরগাঁও

দক্ষিণ নায়েরগাঁও

পশ্চিম সহদেবপুর

পূর্ব সহদেবপুর

উত্তর কচুয়া

দক্ষিণ কচুয়া

কাদলা

উত্তর উপাদি

উত্তর রাজারগাঁও

উত্তর কালচৌ

দক্ষিণ উপাদি

দক্ষিণ কালচৌ

হাটীলা

আশরাফপুর

উত্তর মেঘের

উত্তর রায়শ্রী

দক্ষিণ জয়শ্রী

উত্তর সূচিপাড়া

দক্ষিণ সূচিপাড়া

পশ্চিম চিতৌষী

পূর্ব চিতৌষী

ঘাটিনা

সাদুল্লাপুর

বাগানবাড়ী

দুর্গাপুর

ছেপারচর

কলাকান্দা

মোহনপুর

একলাসপুর

জহিরাবাদ

পূর্ব কিতৌষপুর

ফরাজিকান্দি

বিক্ষুপুর

আশিকটি

কল্যাণপুর

মৈশাদী

শাহ মাহমুদপুর

রামপুর

ইব্রাহিমপুর

লক্ষ্মীপুর

বাপাদী

বালিয়া

যানারচর

চান্দা

ইসলামাবাদ

সুলতানাবাদ

খাদেরগাঁও

নারায়ণপুর

উত্তর উপাদি

উত্তর রাজারগাঁও

উত্তর কালচৌ

দক্ষিণ উপাদি

দক্ষিণ কালচৌ

হাটীলা

আশরাফপুর

উত্তর মেঘের

উত্তর রায়শ্রী

দক্ষিণ জয়শ্রী

উত্তর সূচিপাড়া

দক্ষিণ সূচিপাড়া

পশ্চিম চিতৌষী

পূর্ব চিতৌষী

উত্তর হাইমচর

দক্ষিণ হাইমচর

উত্তর আলীগী

দুর্গাপুর

পূর্ব চর দুখিয়া

পশ্চিম পাঁথের

উত্তর নায়েরগাঁও

দক্ষিণ নায়েরগাঁও

পশ্চিম সহদেবপুর

পূর্ব সহদেবপুর

উত্তর কচুয়া

দক্ষিণ কচুয়া

কাদলা

উত্তর উপাদি

উত্তর রাজারগাঁও

উত্তর কালচৌ

দক্ষিণ উপাদি

দক্ষিণ কালচৌ

হাটীলা

আশরাফপুর

উত্তর মেঘের

উত্তর রায়শ্রী

দক্ষিণ জয়শ্রী

উত্তর সূচিপাড়া

দক্ষিণ সূচিপাড়া

পশ্চিম চিতৌষী

পূর্ব চিতৌষী

২৩°৩০'

২৩°৩০'

২৩°২০'

২৩°২০'

২৩°১০'

২৩°১০'

৯০°৫০'

৯১°০০'

৯১°১০'

৯০°৫০'

৯১°০০'

৯১°১০'

সূচক	
বিভাগীয় সীমারেখা	— — — — —
জেলা সীমারেখা	- - - - -
উপজেলা সীমারেখা	— — — — —
জেলা সদর	●
উপজেলা সদর	●
গুরুত্বপূর্ণ স্থান	●
জাতীয় সড়ক	— — — — —
অন্যান্য পাকা সড়ক	— — — — —
রেলপথ	— + + + —
নদী	~~~~~

শহরটা দেহ হলে আছে তার তিল  
তিলটাই নেয় কেড়ে মুসাফির দিল  
সরকারি নামে তারে ডাকে মোলহেড  
নদী ভেঙ্গে গড়ে তিল যেন রেডিমেড।  
অবারিত মিলনে তিনটি নদী  
ছুটে যায় সাগরে মহাজলধি।  
ত্রিনদীর সংযোগ নজর কাড়া  
আছে তরু, আকাশের নীলের সাড়া।  
শান্তির হাওয়া মেলে মন জুড়িয়ে  
বিনোদনে যায় দিন, কাল ফুরিয়ে।  
নগরীর মোলহেড স্বর্গবিলাস  
মেঘনার সঙ্গমে স্বস্তিনিবাস।  
এইখানে বসে খাও ইলিশ-মুড়ি  
পৃথিবীতে মোলহেড নেইকো জুড়ি।

### মোলহেড : ত্রিনদীর সঙ্গমস্থল

চাঁদপুর বড় স্টেশনের পশ্চিম পাশে পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়ার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ত্রিকোণাকার অংশটিই মোলহেড নামে পরিচিত। এ স্থান হতে পশ্চিম দিগন্তে খুব স্পষ্টভাবে সূর্যাস্ত দেখা যায়। ইংরেজি শব্দ মোলহেড (Molehead) মানে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ অভিঘাত হতে স্থল ভূমিকে রক্ষার জন্য পাথর বা কংক্রিট দ্বারা নির্মিত শক্ত প্রাচীর বা বাঁধ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়ার মিলিত প্রবল শ্রোত ও ঘূর্ণি হতে চাঁদপুর শহরকে রক্ষার জন্য বোল্ডার দ্বারা এটি নির্মিত হয়। এই মনোরম স্থানটি চাঁদপুরের শ্রেষ্ঠ নৈসর্গিক বিনোদন স্থান। তিন নদীর সঙ্গমস্থলে গড়ে ওঠা শহরের নজির হিসেবে চাঁদপুর অনন্য।

‘চাঁদপুর ভরপুর জলে আর স্থলে  
মাটির মানুষ আর সোনা ফলে’

### **Mole Head : Meeting point of three rivers**

A piece of triangular shaped land that rests to the west of Chandpur Baro Station, just kissing the congregational point of the three rivers named The Padma, The Meghna and The Dakatia, is known as ‘Molehead’. The beauty of the setting sun in the western sky is clearly visible from this spot. The word in English ‘Molehead’ means the strong fence or shield made of stone or concrete to save land from the blow of powerful tide and waves. Bangladesh Water Development Board made this strong shield with boulder to save Chandpur town from the hit of the strong current of three above mentioned mighty rivers.

This charming spot is the best natural spot for entertainment. Chandpur is a unique example of the town that stands by such congregation point of three mighty rivers.

ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর  
মেঘনা পাড়ের মেয়ে  
সাগর-জলে ডাগর হলে  
মেঘনাতে যায় খেয়ে।  
জাটকা-নাতি জন্ম দিতে  
আসলে মেয়ে বাড়ি  
যত্ন যে তার হয় নিতে খুব  
বাপ-ভাই আর মা'রই।  
ইলিশ তোমার বোন হয় গো  
ইলিশ আমার মেয়ে  
ডিমের ইলিশ আর খেয়ো না  
হাতের কাছে পেয়ে।  
আমার মেয়ে ইলিশ যদি  
ডিম ছেড়ে দেয় জলে  
এক ইলিশের বদলে ইলিশ  
মিলবে দলে দলে।  
জাটকারা চাঁদপুরের নাতি  
জাটকা ধরো না  
কিশোর ইলিশ বাড়তে দিও  
লালসা করো না।  
মা কিংবা জাটকা ইলিশ  
যত্ন নিলে তবে  
বাংলাদেশের কোণায় কোণায়  
ইলিশ সেদিন হবে।  
ইলিশ তোমার বোন হয় গো  
ইলিশ আমার মেয়ে  
চাঁদপুরে তার ঘরবাড়ি তাই  
ধন্য তারে পেয়ে।





রূপালি হিলিশ  
Silvery Hilsha

## চাঁদপুর জেলার পরিচিতি

প্রকৃতির নিবিড় মমতায় পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়া বিধৌত চাঁদপুর যেনো এক রূপনগরের রাজকন্যা যার রূপের যাদুতে মুগ্ধ হয়ে নেমে আসে আকাশের চাঁদ। মেঘনা-ডাকাতিয়ার জলজ জ্যোৎস্নার বিগলিত শ্রোতধারায় পুষ্ট, ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এক নিবিড় শ্যামল জনপদের নাম চাঁদপুর। যার আয়তন প্রায় ১৭০৪.০৬ বর্গ কিলোমিটার। চাঁদপুর হচ্ছে চাঁদের নগর। এ চাঁদ আকাশের বিন্দি যামিনী জাগা চাঁদ নয়-এ চাঁদ কোনো ব্যক্তির কাল-বিকীর্ণ নামের বিচ্ছুরণ।

## চাঁদপুরের নামকরণ

লোককথার বিখ্যাত সওদাগরের বাণিজ্য তরী সগুডিঙ্গা মধুকের একদিন এই উর্বর জনপদে ভিড়েছিলো। তারই সমৃদ্ধ নামে পরিচিত চাঁদপুর-এই লোকবিশ্বাস অনেকেরই মনে দৃঢ় হয়ে গেঁথে আছে। কারও কারও মতে শহরের পুরিন্দপুর (বর্তমানে কোড়ালিয়া) মহল্লার চাঁদ ফকিরের নাম হতে চাঁদপুর নামের উৎপত্তি। বারভুঁইয়াদের আমলে এই ভূখণ্ড বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের দখলে ছিলো। এই অঞ্চলে তিনি একটি শাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাই ইতিহাসবিদ জেএম সেনগুপ্তের মতে, চাঁদ রায়ের নামানুসারেই এই অঞ্চলের নাম হয়েছে চাঁদপুর।

## মানচিত্রে চাঁদপুর

ইংরেজ উপনিবেশকালে ১৭৭৯ সালে বৃটিশ জরিপকারী মেজর জেমস রেনেল তৎকালীন বাংলার যে মানচিত্র আঁকেছিলেন তাতে চাঁদপুর নামে এক জনপদ ছিলো। বর্তমান চাঁদপুরের আরো দক্ষিণে নরসিংহপুর (বর্তমানে নদীগর্ভে বিলীন) পর্যন্ত এই ভূখণ্ড বিস্তৃত ছিলো এবং পদ্ম-মেঘনার সঙ্গমস্থল প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিলো। মেঘনার ভাঙ্গা-গড়ায় নরসিংহপুর হারিয়ে গেছে জলের অতলে। বর্তমানে মানচিত্রে চাঁদপুর ০৮(আটটি) উপজেলা নিয়ে শোভিত এবং এই ০৮ (আট) উপজেলা যথাক্রমে চাঁদপুর সদর, হাইমচর, হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, শাহরাস্তি, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ ও কচুয়া।

## Introduction of Chandpur

History applauded Chandpur, which appears from the tri-tidal congregation of the Padma, the Meghna and Dakatia, being, closely lapped in the nursing nature, seems to be a princess of glamour-land. Her spell-bounding beauty brings down the moon of the sky into the water of reflecting tides. Chandpur is the name of densely green land that is developed with the extract of the flow of the Meghna, the Dakatia and the Dhonagoda. It is about 1704. 06 sq. km in area. Chandpur main town of the moon. This Chand is not the insomniuous, night-keeping mere light source, this chand is a beaming name brightened by the radiating time.

## Naming of Chandpur

Once upon a time, it is believed that folk-tale famous Chand Sawdagor with his seven commercial boats sailed here and his name contributes to the name of this land. Someone thinks that the name is derived from Chand Fakir of Purindapur (Koralia at present) mahalla of the town. During the ruling of BaroBhuiyan, this land was under the reign of Chand Roy, who was Zaminder of Bikrampur . He established a centre of governance here. This truth helped historian J. M. Sengupta to tell that Chandpur was named in the name of Chand Roy.

## Chandpur in the map

In 1779, during English Colony, an English surveyor Major James Renel drew a map of Bengal of that period and it showed a land named Chandpur. This land was expanded more to south as Norsinghapur (now abolished in the river) which was about 60 miles souther from mole head. The modern map shows Chandpur with her eight upazilas which are : Chandpur Sadar, Matlab, Matlab North, Hazigonj, Faridgonj, Haimchar, Shahrasti and Kachua.



ভোরের হিমের শেষে পূবের আকাশ  
আনে নতুন দিনের মুগ্ধ আভাস।  
আঁধারের গুহা ছেড়ে লালভ অরণ  
উঁকি মারে সাবধানে চায় সক্ররণ।  
ভোরের অরণ পেয়ে নগ্ন আঁধার  
হাত পেতে দিন হতে রোদ নেয় ধার।  
ডাকাতিয়া একা একা তাই চেয়ে থাকে  
মনে মনে সকলকে তার বুকে ডাকে।  
ইলিশের বাড়ি এসে সূর্যের ঘুম  
ভঙ্গিয়ে প্রভাত তার মুখে দেয় চুম।

বাংলাদেশের টেমস-ডাকাতিয়ায় সূর্যোদয়  
Sunrise in the Thames of Bangladesh-Dakatia

## চাঁদপুরের প্রশাসনিক গোড়াপত্তন

শাহ আহমেদ চাঁদ নামে একজন প্রশাসক পঞ্চদশ শতকে দিল্লি থেকে এখানে এসে একটি নদী বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। বৃটিশ আমলে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে ১৮৭৮ সালে প্রথম চাঁদপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৯৬ সালের ১ অক্টোবর চাঁদপুর শহরকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর জেলা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

চৈনিক পরিব্রাজক ওয়ান চোয়াং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত মোতাবেক চাঁদপুর প্রাচীন বঙ্গে সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। প্রাচীন বাংলার গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের রাজারা এই অঞ্চল শাসন করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেলেও এর কোনো স্বতন্ত্র আদি নাম সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ অধিকারের পর এই অঞ্চলও মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ এই অঞ্চল শাসন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাজীগঞ্জের ফিরোজ শাহী মসজিদ যেটি ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের দেওয়ান ফিরোজ খান লস্কর নির্মাণ করেছিলেন বলে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে, তা মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির অনন্য নিদর্শন। হাজীগঞ্জ উপজেলার অলিপুর গ্রামে প্রখ্যাত মোঘল শাসক আব্দুল্লাহর প্রশাসনিক দপ্তর ছিলো। এখানে রয়েছে বাদশাহ আলমগীরের নামাঙ্কিত পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট বিখ্যাত আলমগীরি মসজিদ। এছাড়াও আছে শাহ সুজা নামে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ও মোঘল আমলের বীর সেনাপতিদের মাজার যা বর্তমানে অলিদের মাজার নামে পরিচিত।

## Administrative Establishment of Chandpur

A ruler named Shah Ahmed Chand came Chandpur from Delhi at 1500 AD and founded a river-port. Due to administrative re-shuffling, Chandpur Sub division was created in 1878 AD and the town was declared as municipality in 1st October 1896. Chandpur was awarded the honour of a district in 15 February, 1984.

Chinese tourist Wang Chawang depicted in his travel history that Chandpur was part of Samatat in the ancient Bengal. It is evident that ancient Gupta, Pala and Sen Dynasty ruled Chandpur but no ancient name recorded. This region came under muslim rule after Ikhtiar Uddin Mohammed-Bin-Bakhtiar Khilzi's win. Evidence says that Sultan Fakhruddin Mobarak Shah ruled this region.

Stone-inscription says that Firoz Khan Lashkar, Dewan of Fakhruddin Mobarak Shah, built the Firozshahi Mosque at Hazigonj and it beseems with unparallel muslim architectural beauty.

Olipur village under Hazigonj bears the history of administrative office of renowned Mughal ruler Abdullah. Ancient Alamgiri Mosque with five domes stands still here with historic glamour. There is a three-dome mosque named by Shah Suja here along with the graves of heroic army commanders. These are now known as Shrines of Olis.

## ব্রিটিশ ও প্রাক-বাংলাদেশ সময়ে চাঁদপুর

জেএফব্রাইনী সিএস-এর মতে রাজা টোডরমল ১৫৫৮ সালে মোঘল প্রশাসনের জন্য ১৯টি বিভাগের প্রবর্তন করেন যার একটি বিভাগ হলো সোনারগাঁও সরকার। এই সোনারগাঁও সরকারে অন্তর্ভুক্ত ছিলো ত্রিপুরা ও নোয়াখালী। ১৯৬০ পর্যন্ত জেলার নাম ছিলো ত্রিপুরা জেলা যা তখনকার চারটি মহকুমা নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো : সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর। তখন ২১টি থানা ও ৩৬২টি ইউনিয়ন পরিষদ ছিলো। চাঁদপুর মহকুমায় ৫টি থানা ছিলো-চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, কচুয়া ও মতলব। ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল সকাল ৯টায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রথম চাঁদপুরের পুরাণবাজারে বিমান হামলা চালায়। চাঁদপুরের বেশ কয়েকটি স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের পাক হানাদার বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ সংঘটিত স্থানগুলোর মধ্যে বাবুরহাট, টেকনিক্যাল হাইস্কুল, বাখরপুর মজুমদার বাড়ি, ফরিদগঞ্জের গাজীপুর, উটতলী নামক স্থান উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১০টায় চাঁদপুর সম্পূর্ণভাবে হানাদার মুক্ত হয়।

## চাঁদপুরের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন

চাঁদপুর ভূ-তাত্ত্বিক গঠন হয়েছে প্লায়োস্টোসিন ও হলোসিন যুগে। এ জেলার ভৌগোলিক ইতিহাসের সন্ধান মেলে পাগিটার রচিত পূর্ব ভারতীয় দেশ সমূহের মানচিত্রে। এতে আজকের বাংলাদেশের এই অঞ্চলের দক্ষিণে সাগরনূপের, উত্তরে প্রাগজ্যোতিষ ও পূর্বভাগের পাহাড়ের পাদদেশের অঞ্চল কিরাতাস নামে অভিহিত ছিলো। তৎকালীন লোহিত নদীর (বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র নদ) পলি দ্বারা গঠিত কিরাতাস অঞ্চলের মধ্যেই ছিলো তৎকালীন কুমিল্লা। অর্থাৎ চাঁদপুরও কিরাতাস অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। টমাস ওয়াটারের মানচিত্রে পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের এ স্থানে তিতাস ও গোমতীর (সম্ভবত) গতিপথের দক্ষিণে শ্রীক্ষেত্র নামক এক স্থানের অবস্থান দেখানো হয়েছে এবং বর্তমানের চাঁদপুর ও নোয়াখালীর পশ্চিমাংশ শ্রীক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলো বলে অনুমেয়।

১৫৬০ সালে জীন (জাঁ) ডি ব্যারোসের মানচিত্রে নদী তীরবর্তী 'ট্রিপো'র অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই 'ট্রিপো'র মূলত তৎকালীন ত্রিপুরা বা কুমিল্লা অঞ্চল। অর্থাৎ নিকট অতীতে চাঁদপুর ত্রিপুরার অংশ ছিলো। ১৬৫২ সালে পতুগীজ নাবিক স্যামসন দ্যা আবেভিল অঙ্কিত মানচিত্রে বান্দের নামে একটি স্থান চিহ্নিত ছিলো যাতে একটি বড় নদী বন্দর ছিলো। এটিই চাঁদপুর নদী বন্দর। ১৭৭৯ সালে ব্রিটিশ শাসন আমলে জরিপকারী মেজর রেনেল তৎকালীন বাংলার যে মানচিত্র এঁকে ছিলেন তাতে কেবল ত্রিপুরাই নয়, চাঁদপুর ও কুমিল্লার সঠিক অবস্থানও চিহ্নিত করা হয়েছে।

## Chandpur in British and Pre-Bangladesh Period

According to the C. S. of J. F. Braine, King Todormal in 1558, during Mughal empire, declared 19 divisions of this region for ruling. One of these divisions is known as Sonargaon Sarker, Tripura and Noakhali were under this division. Till 1960, the name of the district was Tripura with 4 sub-divisions namely Sadar north, Sadar south, Brahminbaria and Chandpur. The district comprised of 21 thanas and 362 union councils. In Chandpur Sub-division, there were 5 thanas namely Chandpur, Faridgonj, Hazigonj, Kachua and Matlab.

On 7 April 1971 at 9 am in the morning, Pakistani fighter plane attacked Puranbazar, Chandpur and bombed from the plane. In some places of Chandpur, freedom fighters faced Pakistani army and those places were Baburhat, Technical High School, Bakharpur Mazumder Bari, Gazipur Utthaliu under Faridgonj etc.

Chandpur was liberated completely from the invading Pakistani army at 10 pm on 8 December 1971.

## Geological structure of Chandpur

Geological formation of Chandpur was taken place in Pliostocin and Holocin Era. Geographical history of Chandpur was found in the East-Indian country-map of Perguitar. In the map, south to Bangladesh, Sagornoooper, to the north Pragjyotish and the Eastern plain beside hills was known as 'Kiratas.' The then Red River (Bramhmaputra of today) borne alluvial soil contributed the formation of 'Kiratas' and Comilla was under it. That is Chandpur was under 'Kiratas.' In the map of Tomas Water, a land named 'Srikhetra' was shown to the south of the combined course of both the Titas and Gomati (probably). It is guessed that Chandpur and the west part of Noakhali were under 'Srikhetra.'

In the map of Jean De Baros in 1560, 'Tropo' was shown by river banks. This 'Tropo' was actually Tripura or comilla region. That is, Chandpur was a part of Tripura. In the map of Portugese sailor Sanson de Azevedo in 1652, Bander, a place was marked where there was a big river port. This port was actually Chandpur. In 1779, English surveyor Major Renel drew a map where not only Tripura, but also Chandpur and Comilla were rightly spotted.



জাল দিয়ে ইলিশ আহরণ  
Catching Hilsha using fishing net



চাঁদপুর মাছঘাটে বিদেশি প্রতিনিধিগণের ইলিশ পর্যবেক্ষণ  
Foreign representatives watching hilsha at Chandpur ghat



*Photo Courtesy : Dr. Md. Anisur Rahman*



ভরা মৌসুমে ইলিশের সমারোহ  
Hilsha gathering in peak season



ইলিশা নৌকা  
Hilsha boat



ইলিশের পশরা  
Hilsha display



রূপালি ইলিশ  
Silvery Hilsha

## ইলিশের পরিচিতি

রূপালি-লাবণ্যের দ্যুতি ছড়ানো ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনন্য বিজ্ঞাপন। আবহমান কাল থেকে অতুলনীয় স্বাদে বিশ্বজয়ী ইলিশ আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও আমিষের চাহিদা পূরণ, জাতীয় অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। সারা বিশ্বে মোট পাঁচ প্রজাতির ইলিশ মাছ উৎপন্ন হয়। যার মধ্যে Tenulosa ilisha (হিলশা ইলিশ বা পদ্মা ইলিশ), Tenulosa toli (টলি ইলিশ বা চন্দনা ইলিশ) এবং Tenulosa kelee (কেলি ইলিশ)-এ তিন প্রজাতির ইলিশ চাঁদপুরে পাওয়া যায়। Tenulosa ilisha বা পদ্মার ইলিশই অধিকতর সুস্বাদু এবং বাংলাদেশে প্রায় এ মাছের মোট উৎপাদনের ৫০%-৬০% ধৃত হয়। ইলিশের মোট উৎপাদন বাংলাদেশে জিডিপিতে প্রায় ১% অবদান রাখে।

হিলশা ইলিশের দেহ বেশ চাপা ও পুরু। মাথার উপরিতল পুরু তুকে ঢাকা। ধাতব রূপালি শরীরে সুবিন্যস্ত মাঝারি আকারের আঁশ। ইলিশের স্বাদ ও গন্ধ মাছের তেল ধরার স্থানের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ইলিশে উচ্চ মানের আমিষ, চর্বি ও খনিজ উপাদান (জিং ও সেলেনিয়াম) পাওয়া যায়। এতে ভিটামিন এ, ডি ও ই পাওয়া যায়। ইলিশের চর্বিতে প্রায় ৫০% অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে। যার প্রায় শতকরা ২ ভাগ ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড। এ ফ্যাটি এসিড রক্তের কোলেস্টেরল (VLDL)-এর মাত্রা কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। উপরন্তু ইলিশের আমিষে ১০ ধরনের এমাইনো এসিড পাওয়া যায় যা মানব দেহে উৎপন্ন হয় না। এতে আরজিনিন আছে, যা বিষণ্ণতা কমায়। বিদ্যমান জিংক ডায়াবেটিক রোগীর জন্য উপকারী। মাছের চর্বির অনন্যতার কারণে চাঁদপুরের ইলিশ অত্যন্ত সুস্বাদু।

## The Hilsha

The glamorous silvery Hilsha, the national fish of Bangladesh, is an embodiment of Bengali culture, tradition and heritage. Since our modern civilization, Hilsha, for its unique taste and flavour has become the king of fishes in the world especially in Bangladesh neighboring India and all other Bengali societies. Hilsha is making immense contribution in developing our food habit, culinary culture, providing the need of protein and creating employment opportunities to thousands of people. In the world, there are five species of Hilsha of which Tenulosa ilisha (Hilsha of Padma), Tenulosa toli (Chandana Hilsha) and Tenulosa kelee (Keli Hilsha) are found in Chandpur. Tenulosa ilisha or Hilsha of Padma is tastier than of all other Hilshas and of the total production, 50%-60% Hilshas are produced in Chandpur. The total production of Hilsha contributes about 1% of the GDP of Bangladesh.

The body of Hilsha is very wide and thick. The surface of the head is covered with thick skin. The body of the Hilsha is covered with medium sized flakes of metallic silver hue. The taste of Hilsha and its flavour depends on the oil of the fish and the place of the catch of Hilsha. High quality protein, fat and minerals (Zink and Selenium) are found in Hilsha including vitamin A, D and E. There is 50% unsaturated fatty acid in the fat of Hilsha of which 2% is Amino acid. This Fatty acid reduces the risk of cardio-vascular disease by lowering the level of cholesterol (VLDL). Moreover, there are ten types of Amino acids in the Protein of Hilsha which are not produced in human body. There is Arginin which reduces anxiety and melancholy. The Zink found in the Hilsha is beneficial for diabetic patients. Besides, the Hilsha is unique or unparallel in taste for its uncommon fat.



Photo courtesy : Dr. Md. Anisur Rahman

ইলিশ গভীর সমুদ্রের মাছ, যা কেবল ডিম পাড়ার সময় হলে মেঘনায় আসে এবং ডিম ছেড়ে ঐ ডিম কিশোর ইলিশে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত মেঘনায় বিচরণ করে। ইলিশের খাদ্য মূলত প্লাংকটন বা ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ। ইলিশের আকার, বয়স ও পরিবেশ ভেদে খাদ্য গ্রহণের মাত্রার তারতম্য ঘটে। প্রজনন ঋতুতে ইলিশ প্রায় খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকে। ৮-১০ মাস কিংবা এক বছর বয়সে ইলিশ পরিপক্বতা লাভ করে। জাটকা বা কিশোর বয়স অর্ধ ইলিশের নারী-পুরুষের বৃদ্ধি সমান এবং এর পরই স্ত্রী ইলিশের দেহ বাড়তে থাকে। ২৮-৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধির সমান হার বজায় থাকলেও ৪৪ সেন্টিমিটারের উর্ধ্ব সকল মাছই স্ত্রী। সারা বছর ডিম পাড়লেও অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমায় এর ডিম পাড়ার হার অধিক। পরিপক্ব ইলিশ প্রায় ৩-২১ লক্ষ ডিম ছাড়ে। সাধারণত সাক্ষ্যকালীন সময়ে এরা ডিম ছাড়ে। অত্যন্ত দ্রুত সাঁতারফ ইলিশ দিনে প্রায় ৭১ কিলোমিটার পর্যন্ত সাঁতারাতে পারে। টলি ইলিশ লিঙ্গান্তরিত হয়ে পুরুষ হতে পারে।

নধরকান্তি ইলিশ সাধারণত ৮০০ গ্রাম ওজনের কাছাকাছি হলেই সুস্বাদু হয়। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের ভাষায় এরা গাদা পুরা ইলিশ। অর্থাৎ তর্জনী এবং বুড়ো আঙ্গুলের মাঝখানে ধরলে ইলিশের পিঠ পরিপুষ্ট কিনা বোঝা যায়। এই ইলিশে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের মাত্রা বেশি থাকে। চাঁদপুরের ইলিশকে বলা হয় জলজ্যোৎস্না যা এতদঞ্চলের মূল জলজ শস্য। রজত রূপের চোখ ধাঁধানো অপরূপ দেহ বল্লরী নিয়ে তরুণী ইলিশ যখন ধীবরের জালে আটকে চকচক করে তখন মনে হয় অসংখ্য চাঁদে ছেয়ে গেছে মেঘনার জল। তার গলিত রূপের শোভে বলমল করে উঠে সমৃদ্ধি।

The abode of Hilsha is originally in the sea and it arrives to the river Meghna only to release its eggs and these eggs roam in the river bed of Meghna until they are grown up as adolescent Hilsha. The Hilsha lives basically on planktons or miniature water plants. The Hilsha gets matured in 8-10 months or one year. The growth of male and female Hilsha is similar during the adolescent period or Jatka phase and after this phase, the female Hilsha grows faster, though the mother Hilsha lays eggs all the year round. The amount of eggs is much higher at the full moon of October. A fully matured Hilsha lays about 2.1 millions of eggs at a time. The Hilsha swims very fast and a faster Hilsha can swim almost 71 kilometres a day. Toli Hilsha can be transformed from female to male.

The Hilsha usually becomes delicious in taste when it reaches up to 800 gm. In such type of Hilsha abounds in Omega-3 acid. The Hilsha of Chandpur is called water beam which is the water crop of this locality. When the splendid Hilsha with its dazzling beauty is caught in the net of the fishermen and shines brightly, it seems that the Meghna is inundated with numerous moons. The Hilsha is a symbol of pride and prosperity for not only of Chandpur but also of Bangladesh.



ইলিশ চত্বর  
Ilish Chatwar

## রক্তধারা

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর শহরের পশ্চিম প্রান্তে মেঘনা ডাকাতিয়া নদীর মোহনায় পুরাণবাজার এবং বড় স্টেশনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কয়েকটি নির্যাতন কেন্দ্র (টর্চার সেল) স্থাপন করে। নৌকা-লঞ্চ-স্টিমার ও রেলগাড়িসহ বিভিন্ন যানবাহনে যারা চাঁদপুরে পৌঁছাতো, সন্দেহ হলে তাদেরকে এবং জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে স্বাধীনতার পক্ষের লোকজন ও নারীদের এই টর্চার সেলে নিয়ে এসে অমানুষিক নির্যাতন করে হাত-পা বেঁধে জীবন্ত, অর্ধমৃত অথবা হত্যা করে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর খরশ্রোতে ফেলে দিতো। হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসররা এ হত্যাযজ্ঞে সহযোগিতা করতো। পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতার শিকার শহীদদের স্মরণে ২০১১ সালে মোলহেডের সল্লিকটে নির্মিত হয় স্মৃতিসৌধ ‘রক্তধারা’। এ স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

## Raktodhara

In 1971, during the great war of Independence, the Pakistan army of invasion set few torture cells at western end of the meeting point of the Meghna and the Dakatia at Puranbazar and at baro rail station molehead. They used to capture the persons, whom they doubted to be dangerous for them, from boat, launch, steamer and trains as well as the people from different places, who supported war of liberation and took them to the torture-cells, they would kill them or keep them half-killed or fastening their feet and hands threw them alive into the river Dakatia. The local collaborators of the Pakistani army would help them in this killing. In the year 2011, a monument near molehead was built in reminiscence of the mournful memories of the martyrs which was named ‘Raktodhara’. This mausoleum was inaugurated by Sheikh Hasina, the Prime Minister of the country at present.





## ইলিশ চত্বর

চাঁদপুর স্টেডিয়ামের মূল ফটকের বিপরীতে তিন রাস্তার মোড়ে গোলাকার বেদীর ওপর স্টিল স্ট্রাকচার নির্মিত দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্যটিই 'ইলিশ চত্বর'। নদী বিধৌত জনপদ হিসেবে ইলিশের ঐতিহ্যকে ধারণ করে ভাস্কর স্বপন আচার্যের পরিকল্পনায় চাঁদপুর পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত এ ভাস্কর্যটি পর্যটকদের সহজেই আকৃষ্ট করে।

## Ilish Chatwar

There is an eye-catching artistic statue made of steel structure on a round base situated opposite to main entrance of Chandpur Stadium, which is known as 'Ilish Chatwar'. Architect Swapan Acharya made the plan and Pourashava of Chandpur constructed this statue which upholds the tradition of Hilsha of river-bound Chandpur and it can easily attract tourists.



মোলহেডের মাটির নিচে এবং পাশে নদী একান্তরে কন্তো মানুষ লুকিয়ে রাখে বধি লাকসাম আর চাটগাঁ হতে রেলগাড়িতে চড়ে আসতো যারা ঢাকা হতে আনতো তাদের ধরে সেই স্মৃতিতে 'রক্তধারা' আলোয় জ্বলে রাখে চার পংক্তি আছে লেখা নামফলকের গায়ে পাক হানাদার আর রাজাকার খুন করেছে যাদের 'রক্তধারা' শ্রদ্ধা জানায় রক্তে লেখা তাদের 'রক্তধারা' চাঁদপুরে আজ একান্তরের স্মৃতি বীর শহীদে শ্রদ্ধা ভরে ইলিশ জানায় প্রীতি।

## অঙ্গীকার

মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্ব, আমাদের অহঙ্কার। চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সড়কে লেকের উপর স্বাধীনতা যুদ্ধে চাঁদপুরের শহীদদের স্মরণে ১৯৮৯ সালে এ মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য অঙ্গীকার নির্মিত হয়। যার স্থপতি প্রফেসর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ। এর উদ্বোধক ছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এটি চাঁদপুর কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধ হিসেবে বিবেচিত। প্রতি বছর মহান স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের সূচনায় অর্থাৎ রাত ১২টা ১ মিনিটে এ 'অঙ্গীকার' বেদীতে মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গীকৃত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

## Aungikar

Our great War of Independence is our pride and glory. To keep the memory of the martyrs of Chandpur alive, a statue in memory of Liberation War was built in 1989 in the heart of the town, on the lake that runs along the Shahid Muktijhuddah Sarak (Martyr Freedom Fighter Road). The architect of this statue was Professor Abdullah Khalid. Hussain Muhammad Ershad, the then President of the country innugurated this statue. This is honoured as the central mausoleum of the district. Every year on both Independence Day and Victory Day, floral offerings are offered at zero hour at the altar-stand of 'Aungikar' to show respect to the martyrs who sacrificed their lives in the War for Independence.



অঙ্গীকার  
Aungikar





ইলিশের বাড়ি এলে পাবে তার দেখা  
 রাতদিন জল হতে জেগে থাকে একা।  
 জল ফুঁড়ে লেক হতে উঠল সে বীর  
 তছনছ করে যেন শত্রু-শিবির।  
 দৃঢ় হাতে ধরা তার অস্ত্র-শপথ  
 জিততেই হবে আর নেই কোনো পথ।  
 শিকলের বেড়ী খুলে মায়ের হাসি  
 মুক্তি লুটাবে যেনো পায়ের দাসী।  
 আকাশের দিকে বীর মুষ্টি হেনে  
 শত্রুর শক্তিকে নেয় সে জেনে।  
 শহরের বুক জুড়ে দেখেছে কে না  
 পাথরের শিল্প এক 'মুক্তিসেনা'।  
 জলভরা লেকখানি ঘর যেন তার  
 স্বাধীনতা আনবেই এই অঙ্গীকার।



### শপথ চত্বর

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা ও সংগ্রামের পটভূমিকে সম্মুখ রাখতে চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে পাঁচ রাস্তার মোড়ে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্যটি শপথ চত্বর নামে অভিহিত। এ ভাস্কর্যে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা ও চাঁদপুরের ঐতিহ্য রূপালি ইলিশের বিমূর্ত প্রতীক স্থান পেয়েছে। চাঁদপুর পৌরসভার অর্থায়নে প্রখ্যাত ভাস্কর স্বপন আচার্য এটি নির্মাণ করেন। দৃষ্টিনন্দন এ ভাস্কর্যটি সকলেরই নজর কাড়ে।

### Shapath Chatwar

To uphold the spirit and background of our great War of Independence, a vast statue with meaningful architectural design was built in the zero point of Chandpur where five roads congregate. This square is known as Shapath Chatwar or Oath Square. This architectural statue reflects the spirit of war of independence and abstract symbol of local silvery Hilsha of Chandpur. Renowned architect Swapan Acharya created it which was financed by Chandpur municipality and it attracts everybody's eye-sight.

শপথ চত্বর  
 Shapath Chatwar



চাঁদপুর স্টেডিয়াম  
Chandpur Stadium

### চাঁদপুর স্টেডিয়াম

চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে ১৪.২৯ একর জমির ওপর আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চাঁদপুর স্টেডিয়ামের ১৯৯৮ সালের ২৮ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

### Chandpur Stadium

A stadium of international standard was built in the heart of Chandpur in 14.29 acres of land area and it was inaugurated in June 28, 1998.



অরুণ নন্দী সুইমিংপুল  
Arun Nandi Swimming Pool

### অরুণ নন্দী সুইমিংপুল

চাঁদপুরের সাঁতারের ঐতিহ্যকে লালন করে কৃতী সাঁতারু সৃষ্টির লক্ষ্যে চাঁদপুর স্টেডিয়ামের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে আউটার স্টেডিয়াম ঘেঁষে ২০০২ সালে একটি সুইমিংপুল নির্মাণ করা হয়। অরুণ নন্দীর নামানুসারে সুইমিংপুলের নামকরণ করা হয়, যিনি ছিলেন চাঁদপুরের কৃতী সন্তান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাঁতারু।

### Arun Nandi Swimming Pool

To uphold the tradition of Chandpur, with a view to generating accomplished swimmer, a swimming pool was built in 2002 to the South-East of Chandpur Stadium and just adjacent to the outer stadium. It was named by the name of the glorious son of Chandpur Late Arun Nandi, who was a famous swimmer in both home and abroad.



জেলা পরিষদ  
Zila Parishad (District Council)

## জেলা পরিষদ

স্থানীয় সরকার গঠনে বৃটিশ সরকারের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৮৮৫ সালে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট এক্ট-এর আওতায় সৃষ্টি হয় জেলা বোর্ড। যা পরবর্তীতে ১৯৫৯ সালে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এবং ১৯৭৬ সালে জেলা পরিষদ নামে অভিহিত করা হয়। সড়ক পথে চাঁদপুর শহরের প্রবেশ মুখে দৃষ্টিনন্দন এ প্রতিষ্ঠানটি সবার নজর কাড়ে।

## Zila Parishad (District Council)

As a preliminary step to establish local government, District Board was formed under the Local Self Government Act in 1885 by the British Government later in 1959. It was termed as District Council and finally in 1976 as Zila Parishad. The Zila Parishad lies by the Chandpur-Comilla highway and this beautiful institution attracts all.

## পুলিশ লাইনে ভাস্কর্য ‘চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ’

চাঁদপুর পুলিশ লাইনে অবস্থিত ‘চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ’ ভাস্কর্যটি চাঁদপুরের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশিল্প। ২০১৬ সালের ২২ আগস্ট এ ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয়। ভাস্কর্যটিতে প্রথমে ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের প্রতিকৃতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের প্রতিকৃতি, বাংলাদেশের মানচিত্র ও সবার উপরে একটি গ্লোব রয়েছে। গ্লোবটিতে ৫০০টি লাইট রয়েছে। এসব প্রতিকৃতির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, ‘আমরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি। আর আমরা আগামীতে সারা বিশ্বে আলো ছড়াবো।’

## Statue at Police Line, ‘War of Liberation in Spirit’

The statue ‘War of Liberation in Spirit’ at Police Line, Chandpur, is one of the enchanting art of architectures of the district. It was built in August 22, 2016. It contains the portraits of seven Bir Sreshthas at the bottom and then the replica of epic speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in 7 March, a map of Bangladesh next and a globe above all that bears 500 lights. It is said through all these portraits and figures that ‘We have conquered a piece of independent land in the great leadership of Bangabandhu and through the noble sacrifice of the the freedom fighters who are the worthiest sons of the nation. And we are determined to radiate light in the whole world in future.’



পুলিশ লাইনে ভাস্কর্য ‘চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ’  
Sculpture at Police lines ‘War of Liberation in Spirit’



মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুরের প্রথম চার শহীদ কালাম, খালেক, সুশীল ও শঙ্করের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ‘মুক্তিসৌধ’

Memorial Monument for 1st four martyrs of Chandpur in the Liberation War (Kalam, Khaleq, Sushil and Shankar)



ডিসির বাংলো জুড়ে তরুণদের ভিড়  
তারই শাখে মগডালে পাখিদের নীড়।  
প্রতিদিন সন্ধ্যায় কিচির-মিচির  
নীড়ে ফেরা পাখিদের কলহ নিবিড়।  
নদী হতে নেয়ে উঠে পানকৌড়ি  
ডিসির বাগানে উড়ে যায় দৌড়ি।  
বকগুলো দল বেঁধে মাছের আহার  
খেয়ে গাছে মিলেমিশে রাত করে পার।  
নদী হতে ইলিশের খেয়ে ভুরিভোজ  
পাখিগুলো বিশ্রাম নেয় গাছে রোজ।  
ভালোবেসে জড়াজড়ি গাছের শাখায়  
পাখির প্রেমের নীড়ে পথিক তাকায়।



জেলা প্রশাসকের বাংলো  
Residence of the Deputy Commissioner



দেশখ্যাত প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র পুরানবাজার  
Countrywide renowned business center Puranbazar



ডাকাতিয়ার তীরে জমজমাট বাণিজ্যকেন্দ্র হাজীগঞ্জ  
Hazigonj, business hub at the bank of Dakatia



*Photo Courtesy : Ahmed Russell*



ভরা যৌবনে সুন্দরী মেঘনা  
The Meghna in her beauty



## চাঁদপুর সরকারি কলেজ

চাঁদপুর সরকারি কলেজ দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) শেষ দিকে জাপানীদের আক্রমণে মিত্রবাহিনী যখন পরাস্ত হচ্ছিলো তখন বৃটিশ সেনাবাহিনীর ঘাঁটি ছিলো কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। বৃটিশ সরকার বিমান হামলার আশঙ্কায় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ১৯৪৩ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজের ইন্টারমিডিয়েট শাখাটি চাঁদপুর হাসান আলী স্কুলে স্থানান্তর করে। ১৯৪৬ সালে যুদ্ধাবসানে চাঁদপুর থেকে ভিক্টোরিয়া কলেজের ইন্টারমিডিয়েট শাখা পুনরায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে স্থানান্তর করা হলে চাঁদপুরের তৎকালীন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ চাঁদপুরে স্থায়ীভাবে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমাবস্থায় যুদ্ধের সময় বৃটিশ সৈনিকগণ কর্তৃক ব্যবহারের জন্য পূর্বের অ্যাভারসন গ্রাউন্ডের অর্থাৎ আজিজ আহাম্মদ ময়দানের (বর্তমান কলেজ মাঠ) পশ্চিম প্রান্তে তরজা দিয়ে নির্মিত যে সেনা ছাউনিটি ছিলো, সে সেনা ছাউনিতেই চাঁদপুর কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৪৬ সালের ১ জুন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিভিন্ন মহানুভব ও দানশীল ব্যক্তিবর্গের আর্থিক অনুদানে কলেজের বৃহদায়তনের ত্রিভুজ মূল ভবনটি নির্মিত হয়-যা নান্দনিক স্থাপত্য-শৈলীর অনন্য নিদর্শন হিসেবে আজো সকলের দৃষ্টি কাড়ে। কলেজটির প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী (১৯৪৬-১৯৫২)। এ কলেজে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি (পাস) সহ ১৭টি বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং ১৩টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। কলেজটিতে বর্তমানে ১৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত।



চাঁদপুর সরকারি কলেজ  
Chandpur Government College

## Chandpur Government College

Chandpur Government College is one of the renowned centers of education of the country. The establishment of the college is full of historic events related to the World War-II. During the fag end of World War-II (1939-1945), when the allied forces were about to be beaten by the Japanese soldiers, the British army were camped in Comilla Victoria College. Thinking of the safety from air attack, the British Government shifted the Intermediate Section of the Victoria College to Chandpur Hassan Ali School in 1943. When the war had come to an end, again the Intermediate Section returned from Chandpur to the Comilla Victoria College in 1946. At that time the education supporting civil society of Chandpur took decision to set up a college permanently in Chandpur. At the primary stage of the activities of the college, the schedules were started in the left out army camp made of bamboo west to the Anderson Ground i.e. Aziz Ahamed ground (at present the college field) which was made for the British army.

In 1 June, 1946, Hussain Shaheed Suhrawardy (1882-1963), the Prime minister of United Bengal, laid the foundation stone of the college. The three storied palace-like college building was built with the donation of the benevolent and charitable persons especially the businessmen of Chandpur. The first-ever Principal of the college was Sree Poresh Chandra Ganguly (1946-1952), a renowned educationist. Now the college has Honours course in 17 subjects, Masters course in 13 subjects along with the Intermediate and Degree (Pass) sections. At present, around 14 thousands students are pursuing their study in the college.



কোন্ টানে ছেড়ে তারা ভিটে-বাড়ি-ঘর  
নৌকায় চলে ভেসে বছর বছর  
তরী বেয়ে চলে জলে দলে সারি বেঁধে  
আদিকাল হতে তারা পরিচিত বেদে ।  
ডাকাতির মতো নাম নরম মনন  
ডাকাতিয়া বেদেদের করেছে আপন  
ভয় নয় ক্ষয় নয় পেয়ে আশ্রয়  
ইলিশের বাড়ি বেদে চিরসুখে রয় ।



ডাকাতিয়ায় বেদেপল্লী  
Gipsy people in floating boat in Dakatia



পুরাণবাজার বড় মসজিদ  
Puranbazar Big Mosque

### পুরাণবাজার বড় মসজিদ

পুরাণবাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বজলুল গণি পাটওয়ারী ও ওসমান বেপারী ১৯০১ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রায়পুরের বড় পীর সাহেবের অনুরোধে নদী বন্দরের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে প্রয়োজনীয় ভূমি ওয়াক্ফ করে দেন। ওয়াক্ফকৃত ভূমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কালক্রমে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, বিশেষ করে মুম্বাই থেকে আগত নাখোদা ব্যবসায়ীদের অনুদানে এ বৃহদাকার মসজিদটি নির্মিত হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সহায়তায় মসজিদটি বর্তমান দৃষ্টিনন্দন অবয়ব লাভ করে।

### Puranbazar Big Mosque

Mr Fazlul Gani Patwary and Mr Osman Bapary, the two distinguished business men of Puranbazar donated waqfa land to build a mosque for the people of Chandpur riverport being requested by the Baro Pir in 1901 to 1906. A mosque was built on that waqfa land. In course of time, this mosque became larger day by day with the charity of the Nakhoda businessmen from Mumbai. Later on, the mosque attained this charming structure.



চাঁদপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার  
Chandpur Central Shahid Minar



## বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীর মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, প্রজনন এবং সর্বোপরি এদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্রটির কার্যক্রম শুরু হয়। চাঁদপুর জেলা শহরের পূর্বপ্রান্তে ১৭.২ হেক্টর এলাকা নিয়ে ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্র অবস্থিত। এই নদী কেন্দ্রে ০৩টি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ১) ইলিশ গবেষণাগার ২) লিমনোলজি গবেষণাগার ৩) রোগতত্ত্ব গবেষণাগার রয়েছে। ইলিশ গবেষণাগারে ইলিশের জীববিদ্যা, GSI, ইকোলজি, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। লিমনোলজি গবেষণাগারে নদীর পানির ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলি নির্ণয় বিষয়ে গবেষণা করা হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রে একটি Gas Chromatography Mass Spectrophotometer (GCMS) স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন জলাধারের মাটি, পানি, মাছ, প্লাংকটন ইত্যাদিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও কীটনাশকের উপস্থিতি ও মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব। রোগতত্ত্ব গবেষণাগারে মৎস্য রোগ নির্ণয় এবং তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। নদীকেন্দ্রে বর্তমানে ২টি হ্যাচারী (কার্প ও ক্যাটফিশ হ্যাচারি) রয়েছে। হ্যাচারিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন করা হয়। এছাড়া নদীকেন্দ্রে বর্তমানে প্রায় ৩০০ প্রজাতির সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছসহ বিভিন্ন ক্রাস্টাসিয়ান ও সরীসৃপ সমৃদ্ধ মিউজিয়াম রয়েছে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রটিতে প্রায় ৬০০০ বই, সাময়িকী, জার্নাল ও রিপোর্ট সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার রয়েছে যা বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্রের রয়েছে একটি আধুনিক গবেষণা জাহাজ ‘এমডি রূপালি ইলিশ’ যেখানে ইলিশের প্রজননকালীন ও বিভিন্ন সময়ে প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রজনন ক্ষেত্র সমূহে এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলেও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক। জাহাজটিতে একটি আধুনিক গবেষণাগার এবং ইলিশের ব্রিডিং ট্রায়ালের জন্য একটি অন-বোর্ড মিনি হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে Echo-sounder ও Echo-ranger যা বিভিন্ন গভীরতায় মাছের বিস্তার ও বিস্তৃতির সংকেত, জিপিএস পয়েন্ট এবং পানির গভীরতা নির্দেশ করে।

নদীকেন্দ্রে রয়েছে দুটি অফিস ভবন, আবাসিক এলাকা, অতিথি ভবন, খেলার মাঠ ও মসজিদ সমৃদ্ধ পরিপাটি ও মনোরম পরিবেশ। নদীকেন্দ্র চাঁদপুরের অধীনে রয়েছে আরো দুটি উপ-কেন্দ্র-একটি রাঙ্গামাটিতে ও অন্যটি পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায়। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার (Chief Scientific Officer) অধীনে প্রায় ২৫ জন বিজ্ঞানী ও ৭৫ জন সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী নদীকেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

## Bangladesh Fish Research Institute River Centre, Chandpur

To preserve fish-resources of rivers of riverine Bangladesh, their breeding and overall to ensure their sustainable management, Bangladesh Fish Research Institute River Centre started to work in 1984. The centre is situated to the East end of the town on 17.2 acres of area. This centre consists of three laboratories equipped with modern machineries and they are the Hilsha lab, the Lymnology lab and Pathology lab. The biology of Hilsha, GSI, ecology, nutrition-these topics are researched in the Hilsha lab. In the Lymnology lab, the physio-chemical and organic character of river water are researched. Very recently a Gas Chromatography mass spectrophotometer (GCMS) has been installed and it becomes possible to measure the level of toxicity and presence of pesticides and other harmful chemicals in the soil of different water sources, water, fish and in planktons etc. In the lab of Pathology, different diseases of fish are diagnosed and their measures are studied and research run on its prevention. There are two hatcheries for carp and catfish here. National and foreign, different types of fish are produced in the hatcheries through their breeding. Besides this, there is a museum enriched with 300 types of sea-fish and river-fish with different Crustaceans and reptiles. It is to be noted that approximately 6000 books, supplements, journals and reports of researches are found in a library here which play a great role in the scientist's research.

There is a modern research ship named ‘MV Rupali Ilish’ in this centre so that it becomes possible to continue the research and to reach the risky areas during bad weather to look after the breeding area of Hilsha. The ship contains a modern laboratory and on-board mini hatchery for breeding trial of Hilsha. There are also devices which determines the depth of water, GPS point and roaming area of fish. Two office buildings, residential areas, guest house, play ground and a mosque are there in the river centre. Under the responsibilities of this centre, there are two sub-centres, one in Rangamati and the other at Khepupara, Patuakhali. A total of 25 scientists are there and 75 associates help it to run the activities under the Chief Scientific Officer.

বাংলার আছে নদী ডাকাতিয়া নাম  
বাড়ি তার চাঁদপুর, ইলিশের ধাম  
তার বুকে আছে সেতু আর ডিঙ্গি নায়  
বিকেলে ভ্রমণে লোকে কী আনন্দ পায়!  
রাতের আলোর নাচে টুরিস্ট পরাণ  
ইলিশকে তাজা ভেজে উদর ভরান  
সবার আদুরে নদী একাধিক নেমস্  
ডাকাতিয়া দেশজুড়ে বাংলার টেমস্ ।  
টেমস্ যায় শহরের মাঝখানে বেয়ে  
ডাকাতিয়া কম নয় কিছু তার চেয়ে  
টেমস্‌র চেয়ে তার আরো আছে বেশি  
তার আছে মেঘনা, সে ইলিশের দেশি ।



মেঘনার স্বচ্ছ জলধারায় পরিপুষ্ট চাঁদপুরের বুক চিরে বহমান ডাকতিয়া। এ যেন টেমস্ অব বাংলাদেশ।

A river named the Dakatia, enriched with clear water flow of the Meghna runs through the town of Chandpur. As if it were the Thames of Bangladesh.



নতুনের বাঁধে সেতু পুরানের সাথে  
এপাড়ের হৃদয়কে ওপাড়ে গাঁথে  
সেতু শুধু লোকজন আনে না এপাড়ে  
আনে স্মৃতি-ভালোবাসা প্রতি পারাপারে  
ডাকাতিয়া বয়ে যায় সেতুর নিচে  
গিয়ে মেশে মেঘনার শ্রোতের পিছে  
দিন শেষে রাতে নামে চাঁদের আলো  
সেতু বলে ওগো চাঁদ জোছনা ঢালো  
নদীর ইলিশ নেয়ে জোছনা শোভায়  
রূপো-রঙ গায়ে মেখে উপরে তাকায়।



আব্দুল আউয়াল সেতু (নতুনবাজার-পুরাণবাজার সংযোগ সেতু)  
Abdul Awal Bridge (Natunbazar-Puranbazar connecting bridge)



খাঁচায় মাছ চাষ • Pisciculture in Pens

### খাঁচায় মাছ চাষ

পুকুর, দিঘি ও ডোবায় মাছ চাষ করে সাফল্য পাওয়ার পর এবার বাংলাদেশের টেমস্ বলে খ্যাত ডাকাতিয়া নদীতে ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ করে সাফল্য পেতে শুরু করেছে চাঁদপুরের মাছ চাষীরা। এটি মাছ চাষীদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

### Pisciculture in Pens

After getting success with pisciculture in pond, tank and ditches, the fish-farmers of Chandpur are now achieving success too cultivating fish in the floating drum-pens in the river Dakatia, which is known as the `Thames of Bangladesh.`



পুরাণবাজার ডিগ্রি কলেজ  
Puranbazar Degree College

### পুরাণবাজার ডিগ্রি কলেজ

ডাকাতিয়া নদীর ডান তীর ঘেঁষে চাঁদপুর পুরাণবাজার ডিগ্রি কলেজটি মনোমুগ্ধকর পরিবেশে অবস্থিত। ছায়া সুনিবিড় পরিবেশ প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষার একটি পরিশীলিত পরিবেশ দিয়েছে। বর্তমানে কলেজটিতে ৭টি বিষয়ে অনার্স কোর্সসহ স্নাতক (পাস) ও উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু রয়েছে।

### Puranbazar Degree College

The Puranbazar Degree College is situated along the right side of the river Dakatia in a naturally beautiful and charming atmosphere. The calm and quiet natural environment has created a refined and friendly environment of study. The college was founded in 1981 with the initiative of the Chamber of Commerce and Industry of Chandpur.



কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার  
Shahid Minar at college campus

## যাযাবর স্মৃতি ভবন

বিনয় মুখোপাধ্যায় ১৯০৮ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম মনোরমা দেবী। শৈশব জীবনে বাবার কর্মস্থল চাঁদপুরের জুবিলী স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি সেন্টপলস কলেজ থেকে আইএ এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। বাংলার পাঠক সমাজের কাছে তিনি যাযাবর ছদ্মনামে অধিক পরিচিত। চাকুরি জীবনে তিনি ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিসের একজন পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। প্রেস কাউন্সিলের কার্যাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি অবসরে যান। কর্মজীবনে তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন। সুরসাগর হিমাংশু দত্ত সুরারোপিত তাঁর সঙ্গীতের রেকর্ডের সংখ্যা ছয়টি। হিমাংশু দত্তের অকাল প্রয়াণে এ সাহিত্যিকের গীতিকার জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এ বরণীয় সাহিত্যিক যুগান্তর পত্রিকায় যোগ দিয়ে তাঁর সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেছিলেন। তিনি 'শ্রী পথচারী' ছদ্মনামে রাজনৈতিক কলাম লিখতেন। যাযাবরের প্রথম উপন্যাস 'দৃষ্টিপাত' প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। দৃষ্টিপাত উপন্যাস ১৯৫০ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় হতে নরসিংহ দাস পুরস্কারে ভূষিত হয়। ১৯৬০ সালে এ উপন্যাসটির হিন্দি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য কয়েকটি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। এ উপন্যাসটি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ২০০২ সালের ২২ অক্টোবর দিল্লিতে এ সাহিত্যিকের জীবনাবসান হয়। চাঁদপুর পুরাণবাজারে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত শৈশব কেটেছে। তাঁর বাবা পুরাণবাজার আরসিএন জুট কোম্পানিতে যখন চাকুরি করতেন তখন তিনি পুরাণবাজার জুট কোম্পানির কোয়ার্টারে থাকতেন। বর্তমানে যেখানে পুরাণবাজার ডিগ্রি কলেজটি অবস্থিত সেখানেই তাঁর শৈশব কেটেছে। পুরাণবাজার কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বরণীয় সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত ভবনটিকে 'যাযাবর স্মৃতি ভবন' নামকরণ করেছেন।

## Yayabar Memorial Building

Yayabar was actually the pen name of famous writer, lyricist and journalist Mr Binoy Mukhopadhyaya. He was born in January 10, 1908 in Dhaka. His father was Fanivhushan Mukhopadhyaya and his mother was Mrs Manorama Devi. He passed matriculation from Jubilee School (now it is Hassan Ali School) in Chandpur where his father was posted for job during his childhood. Then he passed IA from St. Paul's and BA from Bangabashi College. He is more known to his readers of Bengal by his pen name Yayabar. He was an high official in Indian Information Service in his professional life. He retired as the Head of Press Council. He started his literary works in professional life. The number of records of his lyrics, turned to song by Sursagara Himangshu Dutta, are six. This writer's lyricist-life ended early due to the premature death of Himangshu Dutta. This adorable literateur started his journalist-life joining The Jugantar. He used to write political columns in newspaper in the pen name of 'Sree Pathochari'. His first novel 'Drishtipath' was published in 1946 and awarded with 'Norsingha Das Reward' in 1950 by University of Delhi. The novel was translated into Hindi in 1960. Then it was translated into some other languages too. The novel was talk of the educated society then. He breathed his last on October 22, 2002. He spent his memorable childhood in Chandpur. He lived in Puranbazar Jute Company Quarter during his father's service in Puranbazar RCN Jute Company. Puranbazar Degree College Campus of today bears the memory of his childhood where the Jute Company Quarter was. With deep respect to him, Puranbazar College Authority named the building 'Yayabar Bhaban' where his sweet memory of childhood inscripted.



যাযাবর স্মৃতি ভবন  
Yayabar Memorial Building



পুরাণবাজার হরিসভা মন্দির  
Puranbazar Harishava Temple

### পুরাণবাজার হরিসভা মন্দির কমপ্লেক্স

চাঁদপুরের পুরাণবাজার এলাকার হরিসভা রোডে হরিসভা মন্দির কমপ্লেক্স অবস্থিত। দেশ-বিদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিকট এটি মহাপবিত্র ধর্মস্থান হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে। বাংলাদেশ পূর্ব সময়ে এই স্থানটি সাহাপাড়া নামে পরিচিত ছিলো। সনাতনধর্মী অধ্যুষিত এই এলাকায় একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার অতি প্রিয় দেবতা শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহনের নামে একটি মন্দির স্থাপন করেন যা কালক্রমে হরিসভা মন্দির নামে পরিচিতি পায়। এতে শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহনের মন্দির ব্যতীত শ্রী শ্রী দুর্গা, শ্রী শ্রী কালী, শ্রী শ্রী শিব, শ্রী শ্রী শীতলা মা, শ্রী শ্রী জগন্নাথ, শ্রী শ্রী লোকনাথসহ মোট আঠারো দেবতার মন্দির রয়েছে। প্রতিটি মন্দিরই দৃষ্টিনন্দন। এই মন্দির কমপ্লেক্স ভক্তবৃন্দের কাছে দিন দিন আকর্ষণীয় ও দেশ-বিদেশে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছে। শ্রী শ্রী লোকনাথের উৎসবই সর্ববৃহৎ সমাগমের উৎসব এবং এই সময় মেঘনা নদীতে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ভাসানো হলে স্বর্গীয় এক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

### Puranbazar Harishava Temple Complex

Puranbazar Harishava Temple Complex is situated in the Harishava road at Puranbazar, Chandpur. It is a very sacred place of belief to the Sanatan community here. It is very well known both nationally and abroad. The place where the temple is built was known as Shahapara in pre-Bangladesh period. In British period, a devotee established a temple for his beloved god Sree Sree Radha Madan Mohan in the Sanatan community leading area of this locality. It became well known as Harishava Temple in home and abroad. At present besides the temple of Radha Madan Mohan, there are the temples of Sree Sree Durga, Sree Sree Kali, Sree Sree Shiva, Sree Sree Shitala Maa, Sree Sree Jagannath and Sree Sree Loknath. A total of eighteen gods are being worshipped in this temple-complex. Each and every temple is built very beautifully. Now a days, the place has become very attractive and religiously important for devotees around and abroad. During the festival of Baba Loknath it becomes the greatest gathering here and looks charming and divine when lights in clay-trays are sailed in the Meghna.



অযাচক আশ্রম  
Ayachak Ashram

### অযাচক আশ্রম

‘তুমি কতটুকু হিন্দু, কতটুকু মুসলিম, কতটুকু বৌদ্ধ, কতটুকু খৃষ্টান তা আমি জানিতে চাহিনা বন্ধু। আমি জানিতে চাহি তুমি কতটুকু মানুষ।’ এ দর্শনের যিনি প্রবক্তা তিনি অখণ্ডগুণেশ্বর শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। আজন্ম ব্রহ্মচারী যোগীপুরুষ অখণ্ডগুণেশ্বর শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব চাঁদপুর জেলা শহরের কেন্দ্রভূমি পুরাতন আদালত পাড়ার প্রসিদ্ধ গাঙ্গুলী পরিবারে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ভক্ত অনুসারীরা তাঁর পুণ্য জন্মভূমিতে একটি পাঁচ তলা ভবনে উপাসনালয়, হলরুম, ছাত্রাবাস ও অতিথিশালা গড়ে তুলেছেন।

### Ayachak Ashram

‘I do not intend to know how much you are a Hindu, a Muslim, a Buddhist or a Christian. I only want to know how much a human you are. ‘The Saint who introduced this ask, is a great philosopher Akhando Mandoleshwer Sree Sree Swami Swarupananda Paramhansa Deva. From birth to till death Swami Swarupananda led a life in pure brahmmacharya and was born in a renowned Ganguly family at Puran Adalatpara in 1887. His followers built a five storyed building where there are prayer hall, hallroom, student-hostel and guest house besseeming with the temple.

ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর  
শুনলেই অবসাদ দূর  
এক জেলা এক নাম  
চাঁদপুর ইলিশ-ধাম।  
চীন-মার্কিন পর্যটক  
ইলিশ যাদের খেতে শখ  
আর না ঝরুক গায়ের ঘাম  
ইলিশ খাও আজ চায়ের দাম।  
জোছনা রাতে নৌবিহার  
ইলিশ খেতে চাই কি আর!  
মেঘনা পাড়ে একটু থাম  
দিস্ না রে ভাই চাঁদের দাম।  
ইলিশের সাথে জোছনা ফাও  
ইলিশ খেতে আর কি চাও  
ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর  
ইলিশ খেয়ে সাধ পুর।



## মেঘনায় সূর্যাস্ত

অস্তায়মান সূর্যের শেষ আভা ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত-প্লাবিত মেঘনার বুকে—যেখানে আকাশ তার সীমানা টেনেছে।

## Sunset in the Meghna

The setting glow of the good-bye sun elaborated in the heart of the horizon spating The Meghna where the sky drew his limit.





চাঁদপুর পৌরসভা  
Chandpur Pourashava

## চাঁদপুর পৌরসভা

ব্রিটিশ সরকারের সরকারি পরিপত্রের মাধ্যমে, ১ অক্টোবর ১৮৯৬-এ চাঁদপুর পৌরসভার যাত্রা শুরু হয়। প্রথম অবস্থায় এই পৌরসভাটি 'গ' শ্রেণিভুক্ত ছিলো। এতে ৪ জন ইংরেজ ও ৫ জন স্থানীয় নাগরিক নিয়ে মোট ৯ সদস্য বিশিষ্ট পৌর পরিষদ গঠিত হয়। ১৯২০ সালের আগে পৌর পরিষদে ভোটের ব্যবস্থা ছিলো না। ১৯২০ সালে নির্বাচিত ভোটারদের ভোটে রমণীমোহন রায় পৌর পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। স্বাধীনতোর চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আবদুল করিম পাটোয়ারী শহরের উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। সময়ের আবর্তনে বর্তমানে চাঁদপুর পৌরসভা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির শ্রেষ্ঠ পৌরসভা হিসেবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ক্ষেত্রে যিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে চলেছেন তিনি হচ্ছেন চাঁদপুর পৌরসভার সর্বশেষ চেয়ারম্যান ও প্রথম মেয়র (বর্তমান মেয়র) আলহাজ্ব নাছির উদ্দিন আহমেদ।

## Chandpur Pourashava

Chandpur Pourashava Started journey on October 1, 1896 by the Gazette notification of the British Government. At the beginning, the Pourashava was under 'c' category. At first a 9-members Municipal Council was formed with 4 British and 5 local representatives. There was no system of voting for electing representatives before 1920. Romony Mohan Roy was elected as the first Chairman of the Municipal Council by the elected voters. The Chairman of the Chandpur Municipality council after Liberation War, was uniquely respected personnel Abdul Karim Patwary, who took the needful steps for massive development of the town. With the passage of time, Chandpur Pourashava has been upgraded to the 1st class Pourashava in greater Comilla of Bangladesh and win the prize of the best Pourashava. In this case the man who played a remarkable role is the last Chairman and 1st Mayor (Presently Elected Mayor) Alhaj Nasir Uddin Ahmed.



## চাঁদপুর প্রেসক্লাব

চাঁদপুরের সাংবাদিকদের সংগঠন চাঁদপুর প্রেসক্লাব ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। চাঁদপুর পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান আঃ করিম পাটোয়ারী স্ট্র্যাণ্ড রোডে (বর্তমান কবি নজরুল সড়ক) প্রেসক্লাব করার জন্যে ভূমি দান করেন। পরবর্তীতে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ সালে প্রেসক্লাবের প্রথম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন চাঁদপুরের মহকুমা প্রশাসক এ এইচ এম ফজলুল হক। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে প্রেসক্লাবের দ্বারোদ্বাটন করেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য উপদেষ্টা আকবর কবির। প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন ৭ জন। প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি (১৯৭৫-২০০১) ছিলেন কামরুজ্জামান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন খান। ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট তিন তলা ভবনে বর্তমান প্রেসক্লাব দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদপুর প্রেসক্লাবের নামানুসারে কালীবাড়ির মোড় এবং ওয়ান মিনিটের মোড় থেকে জেলা প্রশাসকের বাংলোর দক্ষিণ সীমানা দেয়াল পর্যন্ত রোডটিকে 'প্রেসক্লাব সড়ক' নামকরণ করা হয়েছে।

## Chandpur Press Club

Chandpur Press Club, the summit place of the journalists of Chandpur was established in 1975. The then Chairman of Chandpur Pouroshava, Mr Abdul Karim Patwary allotted a piece of land in the Strand road (now Kabi Nazrul Road ) to build a building for Press Club. Next on 1975, September 15, the foundation stone of the Press Club was first laid by the SDO, Chandpur AHM Fazlul Haq. In December 1976, Akbar Kabir, Information Advisor to the Government of Bangladesh, inaugurated the club. The Club consists of seven Charter Members. Late Kamruzzaman Chowdhury was the President during establishment (1975-2001) while Mohammed Hossen Khan was the Secretary. The club is now placed on the second floor of a building which has the foundation for four-storyed building. The road from Kalibari and One Minute point upto the south boundary wall of D.C. Banglow has been named 'Press Club Road'.

## লন্ডন (ল্যানটার্ন) ঘাট

বৃটিশ জুট কোম্পানির অফিসার ল্যানটার্ন ক্লার্কের নামানুসারে তৎকালীন পাটকল সমৃদ্ধ এ ঘাটটি ল্যানটার্ন ঘাট নামকরণ করা হয়। কালের বিবর্তনে লোকমুখে এ ঘাটটির নাম পরিবর্তন হয়ে লন্ডন ঘাট হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

## London (Lantern) Ghat

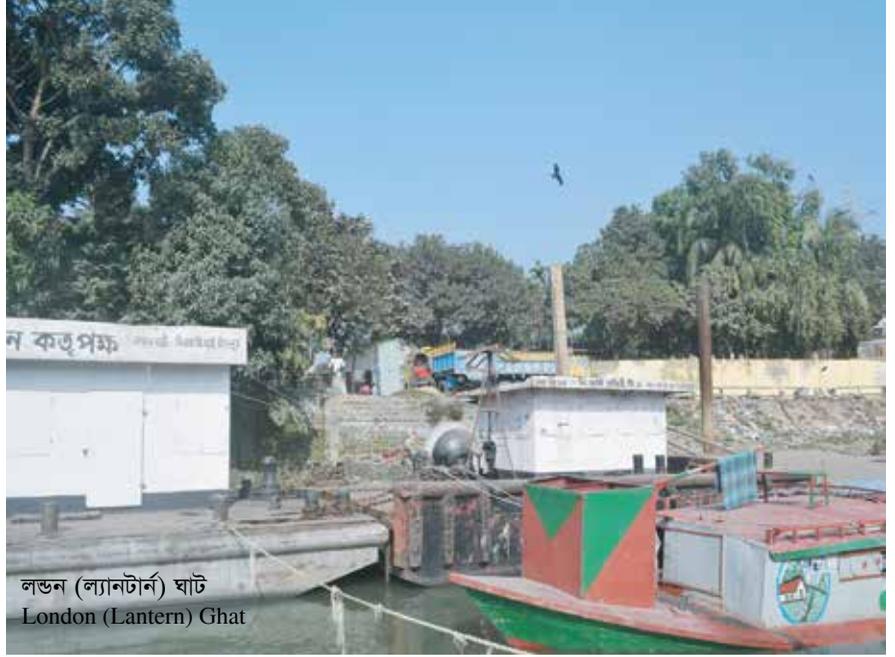
According to the name of Lantern Clerk, an officer in British Jute Company, the Jute-mill adjacent Ghat was named as Lantern Ghat. In course of time local people call it London Ghat and this identity remains popular.

## মুখার্জি ঘাট

ডাকাতিয়ার কোল ঘেঁষে ঐতিহ্যবাহী মুখার্জি পরিবারের নামানুসারে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখার্জি ঘাট। নয়নমুগ্ধকর এ ঘাটটি বর্তমানে বিনোদনের একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রা শেষে এই ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়।

## Mukharjee Ghat

Mukharjee Ghat, which is a tongueless evidence of time, is a point by the bank of the Dakatia, named under a traditional Mukharjee Family. This attractive Ghat is now known as a point of enjoyment. After the processions of Bijoya Dashomi, the statue of Durga is left into water here.



লন্ডন (ল্যানটার্ন) ঘাট  
London (Lantern) Ghat



মুখার্জি ঘাট  
Mukharjee Ghat



স্টীমার ঘাট  
Steamer Ghat

শহরের বুক চিরে ডাকাতিয়া যায়  
 চাঁদপুরে দুই ভাগ দুই তীরে পায়  
 পশ্চিমে পড়ে আছে পুরাণবাজার  
 অতীতের স্মৃতি নিয়ে কাটে দিন তার  
 এই পাড়ে নতুনো ভিড়ে প্রতিদিন  
 এইভাবে চাঁদপুর হয়েছে রঙিন  
 মাঝখানে নৌপথে লাগলে পিয়াস  
 ভ্রমণের পিপাসুরা পুরে অভিলাষ  
 নদীতে উঠলে নেয়ে পূর্ণিমা চাঁদ  
 বেড়ে যায় জোছনায় ইলিশের স্বাদ  
 চাঁদপুর চাঁদপুর নদীর নগর  
 নদীর বরাতে সে ইলিশের ঘর।



দেশের অন্যতম বৃহত্তম চাঁদপুর নৌবন্দর  
 Chandpur River Port

## চাঁদপুর নৌবন্দর

আসাম বেঙ্গল গেটওয়ে খ্যাত চাঁদপুর দেশের বৃহত্তম নৌবন্দর। এটি ঢাকা মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে নৌপথে যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের অন্যতম বন্দর হিসেবে পরিগণিত। ঢাকা থেকে চাঁদপুর নদীর দু'তীরের মনোহর দৃশ্য নদীপথে চলাচলকারী যাত্রী ও পর্যটকদের হৃদয়কে এক অন্যরকম আনন্দে ভরে দেয়।

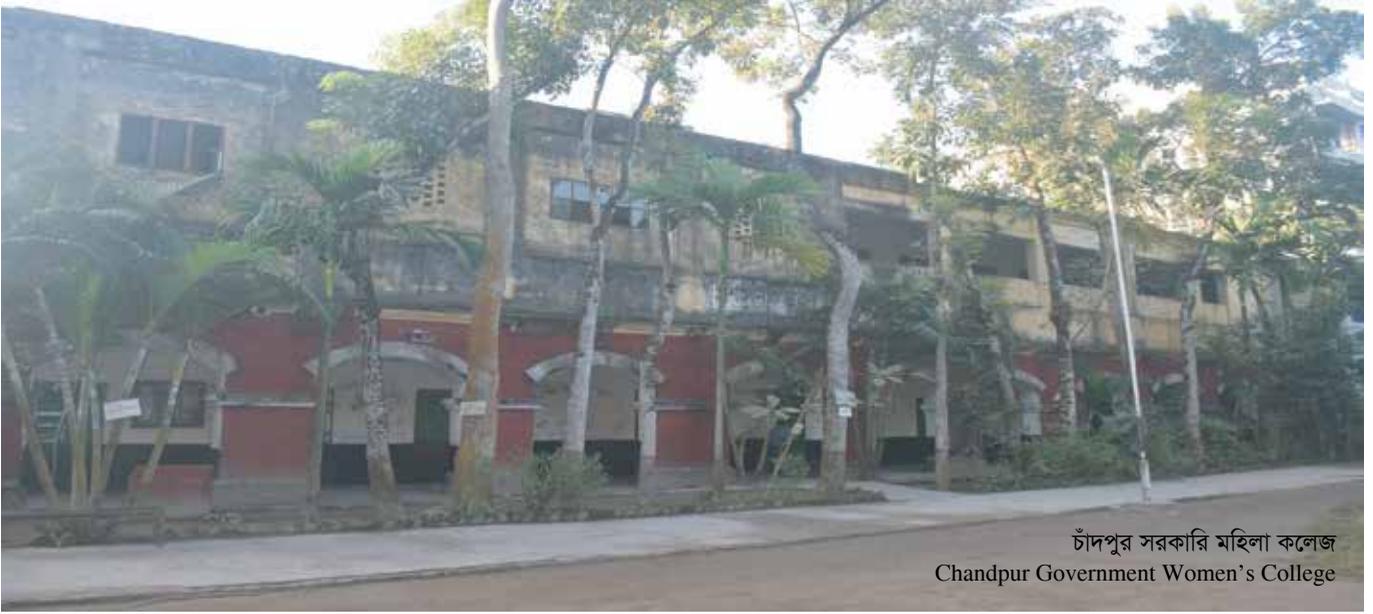
## Chandpur River Port

Being as Aasam-Bengal gate way, Chandpur is the largest river port in Bangladesh. It is one of the known river ports that act as a port to transport passengers and products from Dhaka, Munshigonj and Narayangonj to the south region of the country. The charming scenery in the both banks of the water-way from Dhaka to Chandpur fills the heart of the passengers and tourists full to the brim with different types of joy.



Photo Courtesy : Ahmed Russell

অপার হয়ে বসে আছে...  
 Waiting for passenger...



চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ  
Chandpur Government Women's College

### চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ

চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে আব্দুল করিম পাটোয়ারী সড়কের দক্ষিণ পাশে চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজটি অবস্থিত। নারী শিক্ষা বিস্তারের মহান লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালের ২৪ আগস্ট কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলেজটিতে রয়েছে ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি একাডেমিক ভবন ও ৩টি ছাত্রীনিবাস। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। তারই স্মৃতি স্বরূপ এখানে একটি ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করা হয় যার নাম দেয়া হয় 'স্মৃতি ৭১'। বর্তমানে কলেজটিতে ৪টি বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতক (পাস) ও উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু রয়েছে।

### Chandpur Government Women's College

Chandpur Government Women's College is situated to the south side of Abdul Karim Patwary Sarak in the heart of Chandpur. The college was founded in 24 August, 1964 with a view to spreading women-education. There are an administrative building, two academic buildings and three women hostels. During great war of our independence, there was a training centre for the freedom fighters. In the memory of that truth, a women hostel was built here and given the name 'Smriti 71'. At present there are courses for honours in four subjects, Degree (pass) and Intermediate courses etc.





বিকেলের আলো শেষে সন্ধ্যার আগে  
 মেঘনার বুকে নামে আকাশটা রাগে  
 টকটকে লাল চোখ নির্ঘুম রোষ  
 জলে নামা আভা তার মানে না তো পোষ।  
 অস্তুর এলে কাল আঁধারের তলে  
 টুপ করে সূর্যটা ডুব দেয় জলে  
 সন্ধ্যার মায়ী-মাখা দিনের শেষে  
 সূর্যের পায় ঘুম ইলিশের দেশে  
 নৌকায় মেঘনায় ইলিশের ফ্রাই  
 খেতে খেতে বলে দিও সূর্যকে বাই।

মেঘনায় সূর্যাস্ত  
 Sunset in Meghna



জেলে নৌকা  
 Fisherman Boat



জেলা প্রশাসকের কার্যালয়  
চাঁদপুর।

শীলয়





চাঁদপুর সার্কিট হাউজ  
Chandpur Circuit House

ফরিদগঞ্জে সাহেববাজার পর্তুগীজের দুর্গ  
হাজীগঞ্জের বড় মসজিদ বিখ্যাত বুজুর্গ  
অলিপুর্নে আলমগিরি ঐতিহাসিক মসজিদ  
এসব জানে প্রবীণ এবং জানে ইতিহাসবিদ  
রূপসার জমিদার বাড়ি অমূল্য এক সম্পদ  
রক্ষা তারে করতে পারে আমজনতার সংসদ  
কচুয়ার কোলে দোলে বেহুলার বাসর  
মতলবে বসে মেলা লেংটার আসর  
সাচারের রথ জেনো বিখ্যাত বিদেশে  
মেহারের কালী মাকে দেখবে না কি শেষে?  
রাস্তি শাহ্ আছে জেনো কালী মা'র নিকটে  
সম্প্রীতি কখনোই কেউ ভাঙ্গে নি বটে  
সাহাপুর আছে এক জমিদার বাড়ি  
কালে ভেঙ্গে গেছে কিছু নামে কাড়াকাড়ি  
আরো আছে টুকটাক এখানে সেখানে  
তারে নিয়ে ঘুরো এসে সবটা যে জানে।  
ঘোরাঘুরি হলে শেষ যেও নাকো ভুলে  
ইলিশের তাজা ছবি নিও কিছু তুলে।





আটখানি উপজেলা আট নামে চেনা  
দুনিয়ায় চাঁদপুর চেনে আজ কে না!  
চারখানা নদী তার গোসলের ঘর  
ত্রিনদীর সঙ্গম বিধাতার বর  
হাইমচর ভেঙ্গে ঘর নদীতে বিলীন  
তবু তার আছে লেখা সোনার সেদিন  
ইলিশের জেলে আর ধীবরের দল  
এইখানে আছে বেঁচে জালে সম্বল  
কচুয়ার কৈ আর মুড়ির কদর  
মতলবে হয় ফীর দারুণ খবর  
ফরিদগঞ্জে আছে জমিদার বাড়ি  
কাল্ তার দেহজুড়ে করে বাড়াবাড়ি  
শাহরাস্তি আছে এক প্রীতির বাঁধন  
রাস্তি শাহ্ মা-কালী অতুল সাধন  
হাজীগঞ্জ খ্যাত বটে বড় মসজিদ  
নিত্য দিয়েছে তারে প্রাণ্ডি বিবিধ  
নদী ও নিসর্গ শোভা মতলব উত্তর  
প্রকৃতির রূপে সে এখনো অনুত্তর  
চাঁদপুর সদরের নদীর কদর  
মেঘনার জলে মেলে ইলিশ নখর।  
আট উপজেলা জেলা ঘুরে পেট পুরে খাও  
শয়নে স্বপনে শুধু ইলিশকে পাও।  
ইলিশের বাড়ি এসে ইলিশ দেখে  
মনে রেখো চাঁদপুর দু'দিন থেকে।



পুলিশ সুপারের কার্যালয়  
Office of the Police Super



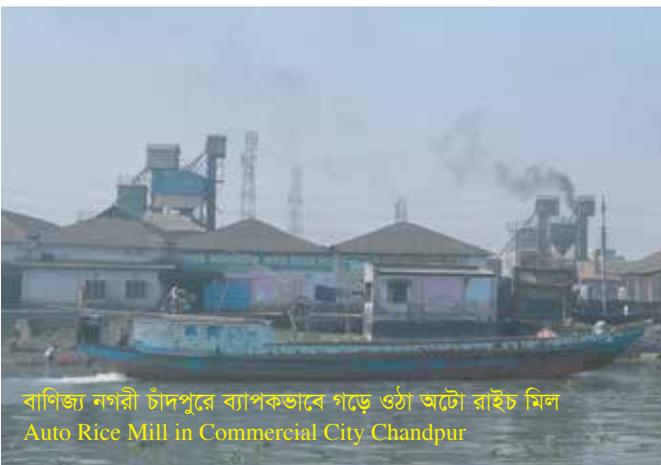
সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট  
Surface Water Treatment Plant

### সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

চাঁদপুর পৌরবাসীর বিশুদ্ধ পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর জন্য চাঁদপুর পৌরসভার মাধ্যমে পুরানবাজার এলাকার শ্রীরামদীতে তেত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার নির্মিত হচ্ছে। এটি ঘন্টায় ৩৫০ ঘনলিটার পানি শোধন করতে সক্ষম। এটি দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা চালু রাখা যাবে। ২০১৪ সালে প্লান্টটির শুরু হওয়া নির্মাণ কাজ ২০১৭ সালের মাঝামাঝি শেষ হচ্ছে বলে জানা যায়। বর্তমানে চাঁদপুর পৌরবাসীর দৈনিক পানীয় জলের চাহিদা ২০ লাখ গ্যালন এবং এর অংশবিশেষ মেটানো হয় নতুন বাজারের দুটো ও পুরানবাজার পূর্ব শ্রীরামদীর একটি ভূগর্ভস্থ পানি শোধনাগারের মাধ্যমে।

### Surface Water Treatment Plant

To meet the demand of pure drinking water of citizens under Chandpur Municipality, a surface water treatment plant was built at East Sriramdee, Puranbazar, Chandpur. It is a high capacity plant which costs 33 crores of BDT to be built. It is able to purify 350sq litres of water per hour. The plant can run for 24hrs. It's construction was started in 2014 and completes by mid of this year. Now a days, daily need of pure drinking water is about 20 lac gallons and it is partly met by two underground water purifying plants one at Natunbazar and one at East Sriramdee.



বাণিজ্য নগরী চাঁদপুরে ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠা অটো রাইস মিল  
Auto Rice Mill in Commercial City Chandpur



## হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত চাঁদপুরের প্রাচীনতম এবং ঐতিহ্যবাহী হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি শহরের প্রাণকেন্দ্রে কুমিল্লা সড়কের পাশে অবস্থিত। এটি আগে জুবিলী স্কুল নামে পরিচিত ছিলো।

## Hasan Ali Government High School

Founded in 1885, Hasan Ali School is the oldest and traditional high school that is situated in the heart of Chandpur by the Comilla road. Previously it was known as Jubilee School.



হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়  
Hasan Ali Government High School

## গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে শতবর্ষের ঐতিহ্য নিয়ে জীবন্ত কিংবদন্তী রূপে দাঁড়িয়ে আছে গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয় ২০১৭ সালে শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। দেশের স্বাধীনতা পূর্বকালে এ অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে অত্র বিদ্যালয়ের অবদান অবিস্মরণীয়।

## Gani Model High School

In the heart of Chandpur town, Gani Model High School, a living legend with a hundred years of tradition and heritage, upholds the light of education. It was founded in 1917 and achieves 100 years of establishment in 2017. The role of this school to spread light of education in this region is memorable forever.



গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়  
Gani Model High School



মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়  
Matripeeth Government Girl's High School

## মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

চাঁদপুর শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সড়কে লেকের পাড়ে এক মনোরম পরিবেশে মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত। চাঁদপুরে নারী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র এ বিদ্যালয়টি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

## Matripeeth Government Girl's High School

Matripeeth Govt. Girl's High School is situated in the Shahid Muktijodha Road in front of the lake, in a charming atmosphere. The school, the pioneer of women's education, was founded in 1921.

## ১৯' ৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সার্কেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চাঁদপুর

চাঁদপুর শহরের গুণরাজদী বালুর মাঠে ২০১০ সালের ২৫ এপ্রিল পাওয়ার হাউজ স্থাপন করা হয়। ১ হাজার ২৯' কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯' ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি এ কেন্দ্র থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা হয়। পাওয়ার হাউজ স্থাপনে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে 'চায়না চেংদা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড'।

## 150 Megawatt Combined Cycle Power Plant, Chandpur

The first gas-based Power House of Chandpur was built on 25 April 2010 at Balurmath of Gunarajdi of Chandpur town. The 150 Megawatt Power House was set up at a cost of Tk 1200 crores and Hon`ble Prime Minister Sheikh Hasina laid the foundation stone of this Power House. The Power House started its test production of electricity on 11 February 2012. China Chengda Engineering Company Limited was the construction contractor of the Chandpur 150 Megawatt Combined Cycle Power Plant.





## চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

নৌ, সড়ক ও রেলপথ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ত্রিমুখী সুবিধার কারণে চাঁদপুর বাণিজ্য বন্দর তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলের অন্যতম বাণিজ্য বন্দর হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। তৎকালীন সময়ে এই বন্দরকে গেইট ওয়ে অব ইস্ট বেঙ্গল বলা হতো।

বৃটিশ শাসন আমলের মধ্য ভাগে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে পারস্পরিক ব্যবসায়িক বিরোধ ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বণিক সমিতি নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে চাঁদপুর শিল্প ও বণিক সমিতি নামে তা পরিচিতি লাভ করে।

চাঁদপুর জেলার ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের এ শীর্ষ সংগঠনটি ১৯৮৫ সালে আলহাজ্ব মোঃ জাহাঙ্গীর আখন্দ সেলিমের আন্তরিক প্রচেষ্টায় চাঁদপুর শিল্প ও বণিক সমিতি থেকে চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাভ করে এবং একই সময় ব্যবসায়ীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন এফবিসিসিআই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আলহাজ্ব মোঃ জাহাঙ্গীর আখন্দ সেলিম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম এ ক্লাস চেম্বারের মর্যাদা লাভ করে। বর্তমানে চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির কার্যক্রম তার নিজস্ব ত্রিতল ভবন হতে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই ভবনটি নির্মাণে আংশিক অর্থ অনুদান হিসেবে সহযোগিতা করেছেন বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয় আর এ কাজে সহযোগিতা করেছেন এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি জনাব এ কে আজাদ। বর্তমানে চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জনাব সুভাষ চন্দ্র রায়।

চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স শুধু তাদের কার্যক্রম ব্যবসায়িক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। চেম্বার নেতৃবৃন্দ চেম্বারের সহযোগিতায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ চাঁদপুরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছেন।

## Chamber of Commerce and Industry, Chandpur

Because of three way advantage of communication by river, road and railway, Chandpur became famous as one of the important commercial ports of the then Eastern region of united India. At that period, this port was known as the 'Gateway of East-Bengal.'

As an origination named 'Banik Samiti' was introduced to meet the interest of the businessmen and to solve the problems of them in the mid of the British period. This organization became known as Chandpur Chamber of Commerce and Industry in course of time. As the founder president of the leading organization of the industrialists and businessmen of Chandpur, it was led by Alhaj Md. Jahangir Akhand Salim for a long time since 1985 and achieved approval as Chandpur Chamber of Commerce and Industry from Ministry of Commerce. At the same time it become included as a member of FBCCI, the largest organizations of the businessmen of the country. In the year 1991, it achieved the honour of 'A' class Chamber first ever is greater Comilla district. Now, the activities of this chamber are directed from a three storied building of their own. Part of the cost of constructing the building was donated by Ministry of Finance, Bangladesh Government and Co-operated by A.K. Azad, Ex-President of FBCCI. At present Mr Subash Chandra Roy leads the Chamber of Chandpur as president. The organization didn't limit their activities within business-circle. It has been taking part in socio-cultural and educational development activities too.



ঐতিহাসিক বেগম জামে মসজিদ  
Historical Begum Mosque

Courtesy : A. H. M. Ahsan Ullah

### ঐতিহাসিক বেগম জামে মসজিদ

চাঁদপুর জেলা শহরের সবচে' প্রাচীনতম তথা দুশো বছরেরও অধিককালের পুরানো ঐতিহাসিক 'বেগম জামে মসজিদ'টি ব্রিটিশ শাসনামলে ঢাকার এক নবাব পত্নী 'লুৎফুননেছা বেগম'-এর বদান্যতায় নির্মিত হয়। সে হিসেবে এ মসজিদের নামকরণ 'বেগম মসজিদ'। এটির নির্মাণকাল বর্তমান মসজিদ গেটের শ্বেত পাথরে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ লেখা থাকলেও অনেকেই বলেছেন এটি ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছে। বিশাল আকারের তিনটি গম্বুজ নিয়ে মসজিদটি নির্মিত হলেও আধুনিকতার ছোঁয়ায় নবাবদের নির্মিত এ মসজিদটির পুরানো কোনো স্মৃতিই এখন নেই। এর পুনঃনির্মাণ হয় ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর। এ মসজিদে বিজ্ঞ আলেম ও বুজুর্গগণ ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আল্লামা রুহুল্লাহ্ (রঃ) (কার্যকাল : ১৯৬৪-১৯৯০) ও আল্লামা আব্দুল গণি জাওহারী (রঃ)। পুরানো ঐতিহ্য হিসেবে এ মসজিদটি জেলাবাসীর কাছে খুব আকর্ষণীয় একটি ইবাদতখানা।

### Historical Begum Mosque

Begum Mosque is one of the oldest mosques in Chandpur Town. This historical Jam-e-Mosque, as old as more than 200 years, was built in honour of a wife-Lutfunnessa Begum of the Nawab of Dhaka during the British period. She donated the piece of land for the mosque. Accordingly, the mosque was named Begum Mosque. Though on the marble stone laid inside the mosque, the date of establishment of the mosque was inscribed as 1812 AD, many people say that the mosque was established at the end of the 17th century. The mosque was rebuilt on 6 October 2000. A number of pious and devoted Islamic scholars served the mosque as Imam and Khatib and of them Allama Ruhullah (R) (1964-1990) and Allama Abdul Gani Jawhari (R) are the most remarkable. The mosque being ancient and architecturally a beautiful, calm and quiet place of prayer, huge number of people come to offer their prayer here.



স্টার আল কায়েদ জুট মিল মিলস্ লিঃ  
Star Al Quayed Jute Mills Ltd.



ডাব্লিউ রহমান জুট মিল মিলস্ লিঃ  
W. Rahman Jute Mills Ltd.



চাঁদপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ  
Chandpur Collectorate School and College

### চাঁদপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ

চাঁদপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজটি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। চাঁদপুর প্রেসক্লাব রোডের পুরাতন জেলখানার ভবনগুলো সংস্কার করে এই স্কুলটির অবকাঠামোগত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। বিদ্যা নিকেতনটির অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন সিনডি মায়ার।

### Chandpur Collectorate School and College

Chandpur Collectorate School and College was established in 2011. The infrastructure of this institution was formed by repairing and renovating the old buildings of the old prison of Chandpur at Press Club Road. At present huge number of students are studying in this Institution. Cindy Meyer is the Principal of this Institution



২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ● 250 Bedded General Hospital



চাঁদপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল ● Chandpur Diabetic Hospital



মাজহারুল হক ডিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল ● Mazharul Haque BNSB Eye Hospital



কোস্টগার্ড স্টেশন ● Coast Guard Station



জেলা নির্বাচন কার্যালয় ● District Election Office



চাঁদপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ● Chandpur Regional Passport office



চাঁদপুর মেরিন একাডেমী ● Chandpur Marine Academy



বিটাক ● BITAC

## নাগলিঙ্গম বৃক্ষ

অতি বিরল এই বৃক্ষ বাংলাদেশের খুব বেশি স্থানে না থাকলেও চাঁদপুর শহরেই আছে গোটা দু'য়েক। এই বৃক্ষদ্বয়ের একটি চাঁদপুরের জেলা প্রশাসকের বাংলোর বাগানে এবং অন্যটি রামকৃষ্ণ আশ্রম, চাঁদপুরের বাগানে শোভা পাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। এদের সঠিক বয়স নির্ধারণ করা না গেলেও এদের নান্দনিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে আছে জেলার অধিবাসী এবং আগত পর্যটকবৃন্দ। এই গাছ সাধারণত পঁয়ত্রিশ মিটার উঁচু হয় এবং সারা বছর পুষ্পশোভিত থাকে, যদিও গ্রীষ্মকালে ফুলের অধিক সমারোহ মেলে। এদের আদিনিবাস মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বনাঞ্চল। এই বৃক্ষের ইংরেজি নাম Canon ball tree-এর বৈজ্ঞানিক নাম Couroupita guianensis উল্লেখ্য যে, নাগেশ্বর, নাগকেশর ও নাগলিঙ্গম তিনটি ভিন্ন প্রজাতি। নাগলিঙ্গম গাছে ফুল ধরার পর বেলের মতো গোল গোল ফল ধরে, যা হাতির খুবই প্রিয় খাদ্য। এই জন্য এই গাছের অন্য নাম হাতির জোলাপ গাছ।

## The Nagalingam Tree

The very rare tree Nagalingam, which are not found in many places of Bangladesh indeed, are seen two in numbers in the Chandpur town. One of these two trees besseems in the garden adjacent to the residence of the Deputy Commissioner of Chandpur for a pretty long time and the other besseems at Ramkrishna Ashram-garden. Though the actual age of these two trees isn't determined yet, the inhabitants of the district and the tourists are kept enchanted watching their classic beauty. This tree usually becomes 35 metres high and besseems with flowers round the year though flowers are abundant during summer. Their original harbour is in the forests of middle and south America. English name of the tree is Canon ball tree and its scientific name is Couroupita guianensis.

It is to be noted that Nageshwar, Nagakeshor and Nagalingam are three different species. After blooming in full form, the flowers of the tree gives way to bear fruits which are round shape almost and look like woodapples. These fruits are very favourite food of the elephants and that's why the other name of this tree is 'Elephant's Laxatives'.





মেঘনায় নৌ ভ্রমণ  
Boat Ride in the Meghna

## মেঘনায় নৌ-ভ্রমণ

প্রবহমান জলসুন্দরী মেঘনা অনন্য রূপের আঁধার। বিস্তীর্ণ জলরাশির ঐশ্বর্যময় মেঘনার বুকে বিকেলের কোমল রোদ্দুরে নৌ-ভ্রমণ সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। ডিঙি নায়ে বৈঠা বাওয়া খেয়া মাঝির পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতার প্রজ্ঞায় বিনোদন-পিয়াসী মানুষ ভিড় করে মেঘনার তীরে বিস্তীর্ণ জলের তরঙ্গে ভ্রমণের অনাবিল আনন্দতে। ওপরে উদার নীলাকাশ, দুই পাড়ে ব্যস্ত বিপণী আর সামনে কেবল চেউ তোলা জল-এ যেন বিরহিনী নদীর হৃদয়ের মাতাল দোলা। পশ্চিম আকাশে কপালের টিপ হয়ে ডুবে যাওয়া সূর্যের লালিমায় জলের বুকে যেন বিদায়ের রক্ত ঝরে। এমনই মায়াবী আবেশে মেঘনার বুকে নৌ-ভ্রমণ সত্যিই এক স্বর্গীয় অনুভূতি।



হরিণা ফেরিঘাট  
Harina Ferry Ghat

## Boat Ride in the Meghna

Flowing aqua-beauty The Meghna is an unparallel source of natural glamour. It feels very charming to ride on boat in the gentle sun of late afternoon in the wide and vastly expanded watery treasures of the Meghna. Refreshment-crazy peoples gather by the bank of the Meghna for a boat-ride sailed by an extremely expert boatman with his wisdom to get pure feelings in the waves of vastly expanded water. The blue sky over the heads, busy rows of temporary shops on the both banks and wave generating water in front create the feelings as it were the crazy swings of broken heart of the river. Reddened water that reflects the setting glow of the round dot-in-forehead sun in the western sky seems to be a bleeding heart. Boat-ride in such a spell-bound nature is really a divine feeling.



ডাকাতিয়ায় নৌ ভ্রমণ  
Boat Ride in the Dakatia

Photo Courtesy : Ahmed Russell

# চাঁদপুর সদর

## CHANDPUR SADAR





চাঁদপুর সেতু  
Chandpur Bridge



চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের নানুপুর স্লুইস গেট  
Nanupur Sluice Gate at Chandpur Irrigation Project

### চাঁদপুর সেচ প্রকল্প

বন্যা ও খরার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর এবং লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলা, রায়পুর ও রামগঞ্জ উপজেলার কিছু অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে দেশের অন্যতম বৃহৎ সেচ প্রকল্প 'চাঁদপুর সেচ প্রকল্প'। এটি চাঁদপুর শহর হতে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

### Chandpur Irrigation Project

To get rid of flood and drought, one of the irrigation projects of the country named 'Chandpur Irrigation Project' was built under which Chandpur Sadar, Faridgonj, Haimchar and Sadar upazila of Laxmipur, Raipur and part of Ramgonj upazila are being irrigated. It is three kilometres away to the south from the city.

মেঘনা হলো বড় নদী তার বুকেতে চর  
চরের মাঝে বীর বাঙালি বানায় ছনের ঘর ।  
সবুজ ঘাসের মধুর হাসি নদীর জলে সুর  
সব অবসাদ ক্লান্তি-বিষাদ হয় নিমিষে দূর ।  
আকাশ জোড়া নীলের ছাতা মেঘের সাদা বক  
চরের বুকে অবকাশের যায় মেটানো শখ ।  
রাতের আকাশ তারার চাদের হাসির বান  
সব দুঃখ দেয় ভুলিয়ে জল-জোছনার গান ।  
চরের বালি রোদের ফালি জলে আলোর নাচ  
যন্ত্রে চলা জীবন ছেড়ে আসল জীবন বাঁচ ।  
সন্ধ্যা রাতে বার-বি-কিউ সতেজ ইলিশ খিল  
মেঘনা-চরে অবকাশের ফাঁক গলে পায় খিল ।  
জোছনা-ইলিশ, আশুন-রাতে গানের জলসা ঘরে  
মজার দু'দিন পেতে হলে সব চলো যাই চরে ।







ধীরে বহে মেঘনা...  
Meghna flows silent...



মেঘনায় ইলিশ ধরা  
Catching Hilsha in the Meghna

## মেঘনায় ইলিশ ধরা

মেঘনার রূপালি জলজ ফসল ইলিশ। জেলেদের কাছে ইলিশ শিকার এক মহা উৎসবের মতো। চার ধরনের জাল দিয়ে ইলিশ ধরা যায়। ফাঁস জাল, জগৎবেড় জাল, চরঘেরা জাল এবং বেহুন্দী জাল দিয়ে মেঘনার জলজোছনাকে ফাঁদে আটকে জেলেরা শিকার করে ইলিশ। মাঝ নদীতে জাল ফেলে জেলেরা দল বেঁধে টানতে থাকে জাল। সেই জালের মধ্যে ইলিশের পালানোর ব্যর্থ নাচে চোখে হাজার তারার জ্যোতি জ্বলে উঠে জেলেদের। ইলিশ এমনই ক্ষীণ প্রাণ, জলের উপরে বেশিক্ষণ জীবিত থাকে না। মেঘনার বুকে ইলিশ ধরার দৃশ্য যেন শিল্পীর তুলিতে ফুটিয়ে তোলা এক অনিন্দ্য মহাকাব্য।



*Photo courtesy : Dr. Md. Anisur Rahman*

সোনার খনি পাইনি বটে রূপার খনি আছে  
মেঘনা নদীর বুক ভরা আজ রূপার ইলিশ মাছে।  
ইলিশ যখন তষী হয়ে হয় ষোড়শী জলে  
জোছনা তখন মেঘনা চুয়ে তরল হয়ে গলে।  
লাবণ্য তার তষী দেহে যখন ঝলক তোলে  
চোখের জলে লোভের আগুন পলক তখন ভোলে।  
জিভের জলে বন্যা নামে ঘ্রাণের তোড়ে মন  
হয় উতলা ইলিশ যদি পায় পুরো যৌবন।  
সোনার খনি নাই তবে কি ইলিশ আছে ঢের  
জোছনা-গলা ইলিশ দিয়েই আসবে সুদিন ফের।  
ধন্য স্বাদে, রূপ-আহ্লাদে বিশ্বজয়ীর তাজ  
ইলিশ দিলো চাঁদপুরকে বিশ্বখ্যাতি আজ।  
অনেক দেশেই স্বর্ণ আছে নেইকো ইলিশ মাছ  
যে পায়নি ইলিশ সে আজ করতে পারে আঁচ  
সোনার খনির অস্ত আছে নয়কো সোনা দামী  
সোনার চেয়ে রূপোর ইলিশ বিশ্বে অনেক নামী।

## **Catching Hilsha in The Meghna**

Hilsha is the silvery aqua crop of the Meghna. It is no less than a grand festival to the fishermen to catch Hilsha. Hilsha can be hunted with four types of fishing nets. Fishermen hunt Hilsha, the aqua moonlight, trapping them into the Fansh Jaal, Jagatber Jaal, Charghera jaal and Behundi Jaal. Fishermen spread their fishing net in the middle of the river and pull it together. Seeing the entrapped Hilsha failed to escape, thousands of stars ablaze conjointly in the sight of the fishermen. Hilsha is such a short-lived creature that it cannot breathe long out of water. Catching Hilsha in the Meghna as if it were a unique epic of an artist's unparallel brush.

মেঘনার জল তারে দেয় হাতছানি  
আকাশের নীল যেন গৃহ-রাজধানী।  
ধীরে চলা মেঘনার জলের তলে  
ইলিশের শিশুদল নীরবে চলে।  
সুন্দরী মেঘনার নাচার তালে  
অনুরাগ জাগে তার ডানার পালে।  
টেউ ভাসা জল জুড়ে মাছে কিলবিল  
প্রসারিত ডানা মেলে নামে গাংচিল।



মেঘনায় গাংচিলের উড়াল  
Albatross of the Meghna

# হাজীগঞ্জ

## HAZIGONJ



## অলিপুনের দুটি মসজিদ

চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কের কৈয়ারপুল বাস স্টপেজ থেকে তিন মাইল দক্ষিণে এলেই একটি সুন্দর দিঘির পাড়ে ৫০০ গজ দূরত্বে দুটি প্রাচীন মসজিদ দেখা যায়। একটির নাম শাহ সুজা মসজিদ এবং অপরটির নাম শাহী বা আলমগিরি মসজিদ। একটি থেকে অপরটি ৫৪ বছরের প্রাচীন।

## Two Mosques of Olipur

There are two ancient mosques within the range of 500 yards' distance by a beautiful charming pond at three miles south of Kaier Pool Bus stoppage by the Chandpur-Comilla regional highway. The name of one mosque is Sha Suja Mosque and the name of the other one is Shahi or Alamgiri Mosque. The first one is 54 years older than the other one.



অলিপুর শাহী মসজিদ  
Shahi Mosque of Olipur



হাজীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের পুকুরে নির্মিত বিজয় স্তম্ভ  
The Victory Monument on the pond of Hazigonj Upazila



হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ  
Hazigonj Historical Baro (Big) Mosque



## হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ

হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদটি চাঁদপুর জেলার একটি প্রাচীন মসজিদ। কেবল প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে নয়, আয়তনের দিক দিয়েও এই মসজিদটি উপমহাদেশের অন্যতম সর্ববৃহৎ মসজিদ। এছাড়াও জুমাতুল বিদার বৃহত্তম জামাতও এই মসজিদে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। এসব কারণে এই মসজিদটির ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মসজিদটি বর্তমানে ২৮,৪০৫ বর্গফুট ভূমির উপর সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। এই বিশাল মসজিদটির রয়েছে ১৮৮ ফুট উচ্চতার একটি মিনার। মসজিদটি আহমাদ আলী পাটোয়ারী ওয়াক্ফ এস্টেটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বাংলা একাদশ শতকের গোড়ার দিকে মকিম উদ্দিন (রঃ) আরব দেশ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হাজীগঞ্জে আসেন। তাঁর নামানুসারেই পরবর্তীতে এই স্থানের নাম হয় মকিমাবাদ। তাঁর বংশের শেষ মানুষ হাজী মনিরুদ্দিনের নাম বিবর্তিত হয়ে এই অঞ্চলের নাম ‘হাজীগঞ্জ’ রূপ পায়। তাঁর প্রপৌত্র হাজী আহমাদ আলী পাটোয়ারী (রঃ) হাজীগঞ্জ বড় মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে মসজিদটি খড়ের নির্মিত একচালা ছিলো। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৭ আশ্বিন মাওঃ আবুল ফারাহ জৈনপুরী (রঃ) পাকা মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নির্মাণ কাজ শেষ হলে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ১০ অগ্রহায়ণ এই মসজিদে প্রথম জুমার নামাজ পড়ানো হয়। সেই নামাজে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ বরণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

## Hazigonj Historical Baro (Big) Mosque

Hazigonj Baro Mosque is an historical mosque of Chandpur district. Not only in respect of old age, it is the largest mosque in this subcontinent in respect of its area too. Besides this, the largest congregation of Holy Jumma prayer during Ramadan takes place here in every year. That's why this mosque bears the significance of both historical and religious background. The mosque at present stands on about 28,405 sft of land area applauding the glory of its own. This great mosque has a Minar of 188 ft high. The Mosque has been directed by the waqf State of Ahmed Ali Patwary. Various sources acquainted that, at the onset of 11th hundred Bangla year, Makim Uddin (R) came Hazigonj from Arab to preach Islam. His name contributed to name this locality Mokimabad. In the time of Hazi Moniruddin, the last descendent of Mokim Uddin dynasty, Hazigonj got her present name. Hazi Ahmed Ali Patwary (R), great grandson of Hazi Moniruddin, built the Baro Mosque of Hazigonj. At that time the Mosque was only a one shedded straw roof built structure. Mawlana Abul Farah Jainpuri (R) laid the foundation-stone of the brick-built mosque in 17 Ashwin, 1337 Bangla. After the completion of the mosque, the first ever Jumma prayer in the mosque was held in Augrohayon 10,1344 Bangla. That Jumma prayer was attended by Sher-E-Bangla A K Fazlul Haq, the then Chief Minister of United Bengal along with Hossen Shahid Suharawardi.



নাসিরকোট স্মৃতিসৌধ  
Nasircoat Mausoleum

### নাসিরকোট স্মৃতিসৌধ

হাজীগঞ্জের বাকিলা থেকে ১০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে যেতে হয় নাসিরকোট স্মৃতিসৌধ। মুক্তিযুদ্ধের সময় সাব সেক্টর ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত এ স্থানটি মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনাবল্ল স্মৃতি বিজড়িত। এই নাসিরকোটেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন স্বাধীনতা যুদ্ধের ৯জন শহীদ। এই শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্যে এখানে নির্মিত হয় 'নাসিরকোট স্মৃতিসৌধ'। ১৯৮১ সালে এ সৌধটি নির্মিত হয়। প্রতিদিন অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে বহু মানুষ স্মৃতিসৌধ দেখতে নাসিরকোট আসেন।

### Nasircoat Mausoleum

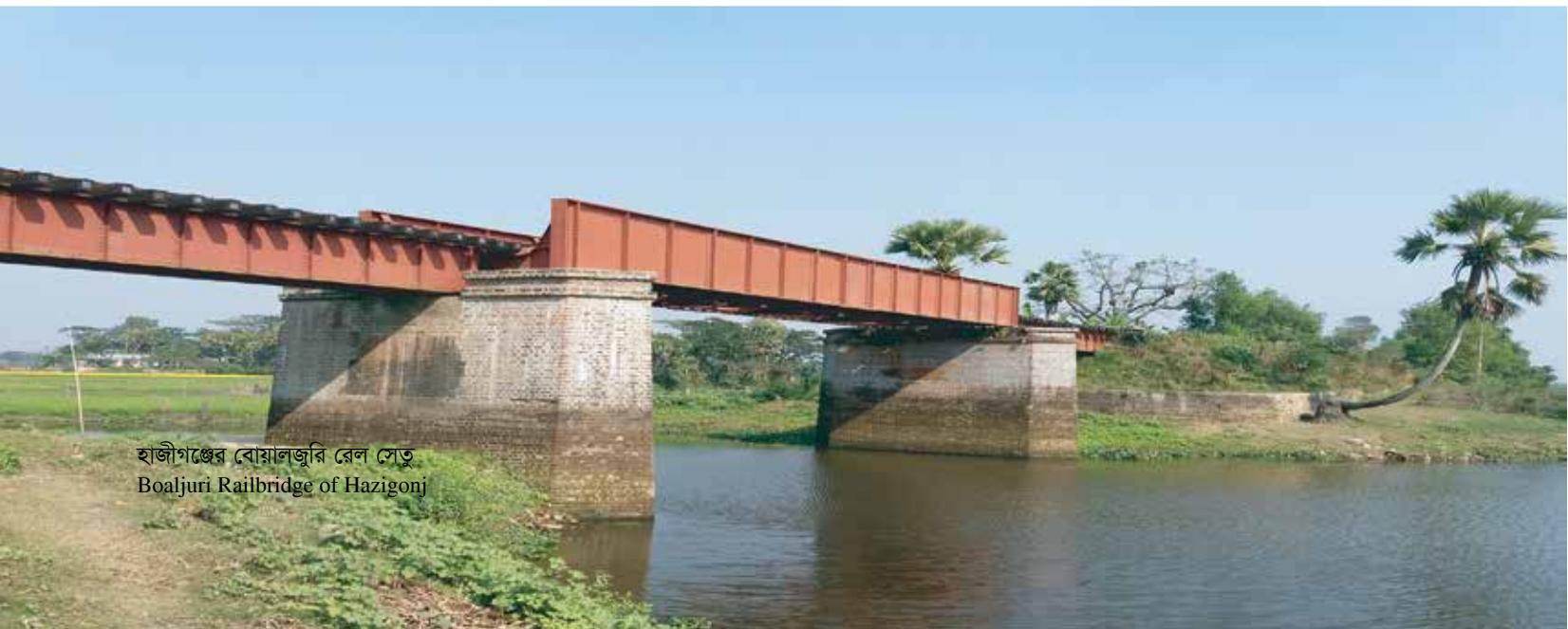
It needs to go for 10 kilometres from Bakila of Hajigonj to reach Nasircoat Mausoleum. This is the Nasircoat where 9 martyrs of War of Independence remained lying in eternal sleep. Nasircoat Mausoleum was built to preserve the memory of these martyrs. The mausoleum was built in 1981. Everyday many people come here passing a long way to visit the mausoleum at Nasircoat.



হাজীগঞ্জে পর্যটন মানসম্মত রেস্তোরাঁ  
Tourist Standard Restaurant in Hazigonj



রেললাইনের পাশে বাকিলার একটি কফি হাউজ, যেটি নিত্য পর্যটক আকর্ষণ করে  
Railline adjacent Coffee House of Bakila



হাজীগঞ্জের বোয়ালজুরি রেল সেতু  
Boaljuri Railbridge of Hazigonj

## মাদ্দাহ খাঁ (রঃ)-এর মাজার

হাজীগঞ্জের আলিগঞ্জে কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়কের পাশে শাহ মাদ্দাহ খাঁ (রঃ)-এর মাজার রয়েছে। তাঁকে কেউ কেউ মাদ্দাহ খাঁ বলে অবহিত করেন। তাঁর মাজার সংলগ্ন একটি মসজিদ রয়েছে। যা মাদ্দাহ খাঁ মসজিদ নামে পরিচিত। জানা যায়, হযরত মাদ্দাহ খাঁর মৃত্যুর সাড়ে তিনশ' বছর পর ১৭৩৮ সালে এই মসজিদটি স্থাপিত হয়। তৎকালীন বলাখালের জমিদার লক্ষ্মী নারায়ণ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এ মসজিদটি নির্মিত হয়। এতো বছর পরও মসজিদটি সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

## Maddha Khan (R) Mazar

Beside the road from Comilla to Chandpur, a shrine of Shah Maddha Khan is there at Aligonj of Hazigonj. Some of the people call him Maddha Khan. There is a mosque adjacent to his shrine. It is known that this mosque was built in 1738, after three hundred and fifty years of the death of Hazrat Maddha Khan. Laxmi Narayan Chowdhury, the Zaminder of Balakhal at that time, patronized to build this mosque. The mosque still stands with its glory.



মাদ্দাহ খাঁ (রঃ)-এর মাজার  
Maddha Khan (R) Mazar

## হাজীগঞ্জ ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফ

ইসলামের ২য় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর বংশধর আল্লামা সৈয়দ আবেদ শাহ মোজাদ্দেরী আল মাদানী (রঃ)-এর সমাধিস্থল হাজীগঞ্জের ধেররা গ্রামে। এটি লোকমুখে 'ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফ' নামে পরিচিত। ১২৮৪ হিজরী সনে মদিনা শরীফের জান্নাতুল বাকি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চাচা আল্লামা সৈয়দ ইব্রাহীম মোজাদ্দেরী মদিনার মসজিদে নববীর খতিব ছিলেন। ভারতের রামমর স্টেটের নবাব কলবে আলী খাঁর অনুরোধে তিনি সৈয়দ আবেদ শাহ মোজাদ্দেরকে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠান।

পরে একদিন প্রিয় নবী (দঃ)-কে স্বপ্নে দেখার পর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের হাজীগঞ্জ উপজেলায় চলে আসেন। তিনি ঐতিহাসিক হাজীগঞ্জ বড় মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালনকালে দরসে নেজামী পদ্ধতিতে 'মাদ্রাসাতুস্ সালালাইন' নামে একটি মাদ্রাসা চালু করেন। কথিত আছে এ মাদ্রাসা থেকে শুধু মানুষ নয় জ্ঞানও শিক্ষা গ্রহণ করতো। এই আলেমে দ্বীন ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের ২৩ আশ্বিন ১২৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

## Hajigonj Imame Rabbani Darber Sharif

Awladee Rasul Allama Syed Abed Shah Mozaddedi Al Madani (R), decendant of Hazrat Omar (Rh.)-the 2nd Chaliph of Islam, is a luminous star of religious arena. The grave of him situated in Dherra village of Hazigonj Upazila is known as the Imame Rabbani Darber Sharif. This great pious devotee was born in the area of Jannatul Baaki of Madina Sharif in 1284 Hijre year. During his stay at Jannatul Baki, he acquired deep knowledge on different subjects including Hadith, Fikah, Tafsir and Tasauf. His uncle Syed Ibrahim Mozaddedi was the Khatib of the Mashjide Nabobi.

He came to preach Islam in the Indian Sub-Continent upon the request of Nabab Kolbe Ali Khan of the Rammor Estate of India. Being highly affected for dreaming Prophet (Sm.), he came to Haziganj Upazila of after the partition of Indian-sub-continent in 1948. After his arrival here, he began to perform the duty of the Khatib of Hajigonj Baro (Big) Mosque. This real pious religious teacher died in 1384 Bangla on 23 Ashwin at the age of 126 years.



হাজীগঞ্জ ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফ  
Hazigonj Imam Rabbani Dorbar Shorif





রূপসা জমিদার বাড়ির ফটক  
Gate of Rupsha Zamindar Bari

## রূপসা জমিদার বাড়ি

ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা ইউনিয়নে এ দৃষ্টিনন্দন জমিদার বাড়িটি অবস্থিত। এটি চাঁদপুরের একমাত্র ব্যবহারযোগ্য জমিদার বাড়ি। অন্য সকল জমিদার বাড়িই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। মূলত খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরীর পূর্ব পুরুষগণই এ বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। জমিদারের বংশধরগণ ঢাকায় থাকে বলে জানা যায়।

## Rupsha Zamindar Bari

The Rupsha Zamindar Bari (House), situated in Faridgonj Upazila, is a piece of exquisite beauty. This Zamindar House is the only useable mansion in existence. Mainly the predecessors of Khan Bhadur Abidur Reza Chowdhury established the Rupsha Zamindar Bari. At present the inheritors of the Zamindar Bari reside in Dhaka.



রূপসা জমিদার বাড়ি  
Rupsha Zamindar Bari



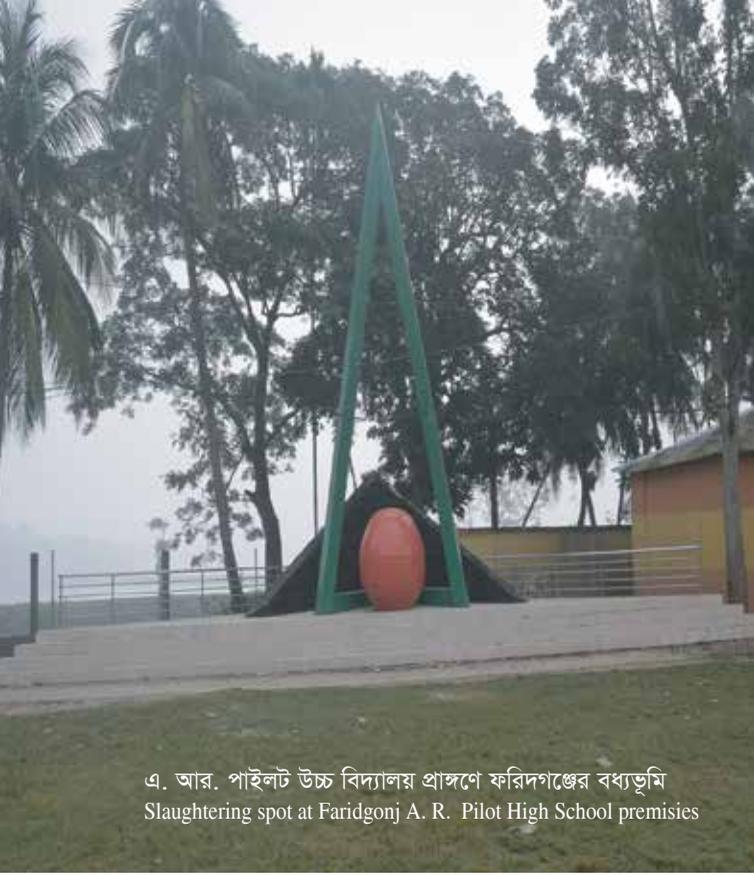
লোহাগড়া মঠ  
Lohagora Moth

## লোহাগড়া মঠ

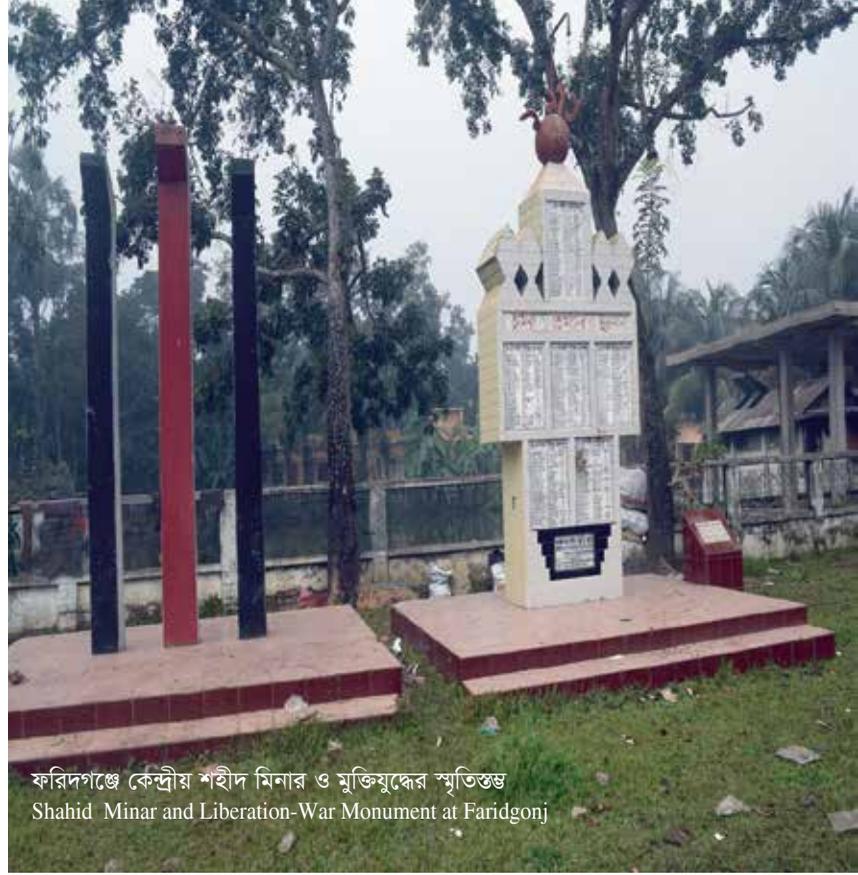
ফরিদগঞ্জ উপজেলার চান্দ্রা বাজার থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে 'লোহাগড়া' গ্রামের মঠটি কিংবদন্তীর সাক্ষী হিসেবে এখনও দণ্ডায়মান। পরম প্রতাপশালী জমিদার পরিবারের দু'ভাই 'লোহা' ও 'গহড়' এতেই প্রভাবশালী ছিলো যে, এরা যখন যা ইচ্ছা তাই করতেন এবং তা করে আনন্দ অনুভব করতেন। এ দু'ভাইয়ের নামানুসারে গ্রামের নাম রাখা হয় 'লোহাগড়া'। 'লোহাগড়া' লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে গ্রামের নাম হয়েছে 'লোহাগড়া'। কথিত আছে যে, জনৈক ব্রিটিশ পরিব্রাজক লোহাগড়া গ্রাম পরিদর্শনে গেলে উক্ত জমিদার ভ্রাতাঘন নদীর কূল হতে তাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা (যার প্রস্থ ২ হাত, উচ্চতা ১ হাত, দৈর্ঘ্য ২০০ হাত) সিকি ও আধুলি মুদ্রা দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন। এ রাস্তাটি বর্তমানে বিলুপ্ত। সাধারণ মানুষ এদের বাড়ির সামনে দিয়ে ভয়ে চলাফেরা পর্যন্ত করতো না। বাড়ির সামনে দিয়ে ডাকাতিয়া নদীপথে যাতায়াতকারী নৌকাগুলোকে নিঃশব্দে চলাচল করতে হতো। ডাকাতিয়া নদীর কূলে তাদের বাড়ির অবস্থানের নির্দেশিকাস্বরূপ সুউচ্চ মঠটি তারা নির্মাণ করেন। তাদের আর্থিক প্রতিপত্তির নির্দশনস্বরূপ মঠের শিখরে একটি স্বর্ণদণ্ড স্থাপন করেন। এ বৃহৎ স্বর্ণদণ্ডটি পরবর্তীকালে বাড় তুফানে মঠ শিখর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীতে পড়ে যায় এবং নদী তটের জমি চাষ করার সময় একজন কৃষক পেয়েছিলেন বলে লোকমুখে জানা যায়। লোকমুখে এও শোনা যায়, এ স্বর্ণদণ্ডটি প্রায় আড়াই মণ ওজনের ছিলো। মঠটি এখন দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন বহু মানুষ মঠটি দেখতে আসে। মঠটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে দুই ভাইয়ের দোদণ্ড প্রতাপের নীরব সাক্ষী হয়ে। ফরিদগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে এ মঠটির দূরত্ব ৫ কি.মি. মাত্র।

## Lohagora Moth

The Lohagora Moth is still standing as a legend in the village of Lohagora situated in one and a half kilometer southwest of Chandra Bazar of Faridgonj Upazila. The two brothers 'Loha' and 'Gohor' of the local mighty Zamindar family were such influential that they didn't hesitate to do whatever to fulfill their whims and caprices. According to the name s of these two brothers, the name of the village became Lohagor. Later on, with the passage of time 'Lohagor' took the form of Lohagora as the name of the village. There is a legend that when a British traveler arrived to visit the village, the brothers paved the way from the bank of the Dakatia river upto their homestead whose length was 300 feet, width was 2 feet and height 1 foot with the coins of half ana and quarter ana worth. This road is now abolished. The common villagers would fear to move or cross in front of their house. The boats in the river Dakatia would have to ply soundlessly out of fear of these two brothers. They built this high Moth as a signpost of their house in front of the river Dakatia. The legend regarding the Zamindar family is that a goldstand of 2.5 maunds was fixed at the peak of the Moth as symbol of their pelf and power. The Moth is standing as a silent example of the autocracy and atrocity of the two brothers Loha and Gohor.



এ. আর. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফরিদগঞ্জের বধ্যভূমি  
Slaughtering spot at Faridgonj A. R. Pilot High School premises



ফরিদগঞ্জে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ  
Shahid Minar and Liberation-War Monument at Faridgonj



ওনূআ স্মৃতিস্তম্ভ  
ONUA Memorial Monument

## পঞ্চদশ শতকের সাহেবগঞ্জ দুর্গ

চাঁদপুর জেলা সদর থেকে ডাকাতিয়া নদী পার হয়ে চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক ধরে ১৬ কি. মি. দক্ষিণ পূর্বদিকে ফরিদগঞ্জ উপজেলা সদর। উপজেলার সর্বদক্ষিণের ইউনিয়ন ১৬নং রূপসা, যার ঐতিহ্যবাহী একটি জনপদের নাম সাহেবগঞ্জ। এখানে রয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক পর্তুগীজ দুর্গ। ১৫৪০ থেকে ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি স্থাপন করেছিলেন পর্তুগীজ দুর্ধর্ষ সেনানায়ক এন্টেটিও ডি সিলভা (মেনজিস)। এ দুর্গটি স্থাপনের প্রায় তিনশ' বছর এটি নীলকুঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো, তাই স্থানীয় জনগণ এটিকে সাহেবগঞ্জ নীলকুঠি হিসেবেই জানে। সাহেবগঞ্জ দুর্গটি দুশ' একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। এখানে আজ অবধি বিদ্যমান আছে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ, একটি পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু পর্যবেক্ষণ মিনার পাহারাদারদের ব্যবহৃত চৌকি, বিভিন্ন পর্যায়ের সৈনিকদের আবাসের ভগ্নাংশ। মিনারটির পাদদেশের পরিধি ১০.০৩ মিঃ। চারটি ধাপে উর্ধ্বগামী এ মিনারের প্রতিটি ধাপের পশ্চিম ও পূর্বদিকে খিলান দরজা রয়েছে। মিনারের ভেতরের অংশে চুন-সুড়কির প্রলেপ রয়েছে।

## Shahebgonj Fort of 15th Century

Travelling along the Chandpur-Laxmipur regional highway, Faridgonj Upazila is 16 km south east away from Chandpur District Sadar which is to reach after crossing the river Dakatia. 16 No. Rupsha Union is the farthest southern union of the upazila and Shahebgonj is the name of an historic locality. Shahebgonj contains the relics of a Portuguese Fort. Antonio De Silva (Menzish), a daring Portuguese General founded the Fort between 1540 to 1546. The Fort had been used for long 300 years as 'Nilkuthi' (Farm house of cultivating Indigo), as a result the locals called it Shahebgonj Nilkuthi. The Shahebgonj Fort was founded within an area of 200 acres of land. Here still lies the relics of underground tunnel, a 45 feet high watch tower, the Choki used by the security forces, and the dormitories of the soldiers. The circumference of the watch tower is 10.03 metres. The uprising tower contains arch doors in both the East and West of each level. There is a coating of lime and gravel inside the watch tower.



সাহেবগঞ্জ দুর্গ  
Shahebgonj Fort



কড়ৈতলী জমিদার বাড়ি  
Koraitali Zamindar Bari

### কড়ৈতলী জমিদার বাড়ি

কড়ৈতলী গ্রামে রয়েছে একটি জমিদার বাড়ি। বাড়িটিতে রয়েছে দুর্গা মন্দির, ভগ্ন ত্রিতল প্রাসাদ, মনসা মন্দির, আন্ধার মানিক ও সুড়ঙ্গ পথ। ১২২০ বঙ্গাব্দে বরিশাল জেলার অধিবাসী হরিশচন্দ্র বসু নিলাম সূত্রে কড়ৈতলী জমিদার বাড়িটির ভূমি ক্রয় করেন এবং ৪১.১০ একর জমির উপর এ বিশাল বাড়িটি নির্মাণ করেন। ১২৯০ সালে শতাব্দী হরিশচন্দ্র বসু পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র গোবিন্দ বসু জমিদারির মালিক হন। অত্যাচারী এই জমিদারের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীগণ হীনবল হয়ে পড়ে এবং ভারত স্বাধীন হলে ১৯৫১ সালে তারা জনরোষে পড়ে রাতের অন্ধকারে বিষয়-সম্পত্তি ফেলে রেখে ভারতে চলে যায়। এ বাড়ির জমি এখন নানা লোকের দখলে চলে গেছে। বাড়িটিও ভগ্নপ্রায়।

### Koraitali Zamindar Bari

There is a Zamindar House at the village of Koraitoli in Faridgonj Upazila. There are Durga Mandir (Temple), a three-storyed dilapidated palace, Manasa Mandir, AndherManik (wealth in secret dark room) and a cave in the House. Harish Chandra, an inhabitants of Barishal bought the land of the Koraitali Zamindar House in an auction in 1220 Bengali year and built this enormous house on 41.10 acres of land. Govinda Chandra Basu inherited the Zamindari after the death of his father Harish Chandra Basu in 1290 Bengali year. After the death of the autocratic Zamindar, the heirs of the family became weak and powerless and the family members left the country in the dead of night falling to the vehement protest of the villagers in 1951 after the Independence of India.

### সাধু যোসেফের গির্জা

ফরিদগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জে এ গির্জাটি অবস্থিত। সাহেবগঞ্জে পর্তুগীজ দুর্গের কারণে বহু পর্তুগীজ ও স্প্যানিশ নাগরিক এক সময়ে সাহেবগঞ্জে আসেন এবং বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে দুর্গের পতন ঘটলে এ সকল ব্যক্তি এখানেই থেকে যান। কালের পরিক্রমায় তারা বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে যান। তবে যেহেতু এরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী তাই তাদের প্রয়োজনে এখানে গির্জাটি গড়ে তোলেন। এটি সাধু যোসেফের গির্জা নামে পরিচিতি লাভ করে। এলাকার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ এখানে তাদের ধর্ম পালন করেন।

### Shadhu Josheph's Church

The Church of Shadhu Josheph is in Shahebganj of Faridgonj Upazila. A lot of Portuguese and Spanish citizens and merchants arrived here because of this Fort. Later on, these people decided to stay here after the fall of the Fort. In course of time, they became the citizens of Bangladesh. As they were the people of Christian religion, a church was set up for their prayer. In that way, the church got introduced as the Shadu Josheph's Church. The Christian people of Shahebganj observe their religious rituals in this Church.



সাহেবগঞ্জে অবস্থিত সাধু যোসেফের গির্জা  
Shadhu Josheph's Church at Shahebganj



### ফরিদগঞ্জের মিষ্টি

ফরিদগঞ্জের হাজী আউয়ালের বিখ্যাত রসগোল্লাই আউয়ালের মিষ্টি নামে পরিচিত। খাঁটি দুধ আর অনন্য স্বাদের জন্য এই মিষ্টি অত্যন্ত সমাদৃত। বয়োবৃদ্ধ হাজী আবদুল আউয়াল তার বিখ্যাত মিষ্টির ইতিহাস বলতে গিয়ে বলেন, উনিশশো একান্ন সালে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে জিলাপীর দাম নিয়ে পূর্বের মালিকের সাথে বচসা হয়। তিনি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি একটি মিষ্টির দোকানের মালিক হবেন। উনিশশো বায়ান্ন সালে পূর্বের মালিক বিক্রি করে দিলে তিনি ঐ দোকানটি কিনে নেন এবং খাঁটি দুধ হতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রসগোল্লা তৈরি শুরু করেন। কালের আশীষ পেয়ে এই রসগোল্লার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

### Sweets of Faridgonj

The renowned Rassogolla (spongy sweets) of HaziAwal of Faridganj Upazilais known as Awwal's Sweets. The sweets has got huge applause as it is made of pure milk and unique taste. Age old Hazi Abdul Awal recalls the background of his famous sweets. He tells that in 1951, when he was a student of class six, he got involved into a brawl with the previous owner of this shop regarding the price of Jilapi and at that time he promised to open a sweet shop. After some days, the previous owner left the shop and he purchased the shop in 1952 and began to produce Rossagolla (spongy sweets) with pure milk in a neat and clean atmosphere. And in course of time, the name and fame of this Rassogolla spreads far and wide.



অনার্স কোর্স প্রবর্তিত জেলার একমাত্র মাদ্রাসা ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা  
Faridgonj Alia Madrasa, only Madrasa of the district with Honours courses

# হাইমচর

## HAIMCHAR





## নদী-শাসন

হাইমচরের দুঃখ-মেঘনা। মেঘনার বিক্ষুব্ধ প্রবাহ, প্রবল স্রোত ও উত্তাল তরঙ্গের প্রবল গ্রাসে নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে চাঁদপুর পুরাণবাজার ও হাইমচরের বিস্তীর্ণ জনপদ। নদীভাঙ্গন থেকে চাঁদপুর পুরাণবাজার ও হাইমচরকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার নদী শাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেমতে সিমেন্টের পাকা বোল্ডার দিয়ে মেঘনার দক্ষিণ তীর অর্থাৎ হাইমচরের নদীতীর বেঁধে দেয়া হয়। এতে একদিকে যেমন নদী ভাঙ্গন রোধ করা গেছে, তেমনি নদীতীর বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে প্রকৃতিপ্রেমীদের আকৃষ্ট করতে পেরেছে।

## River Training

The Meghna is the sorrow of Haimchar. Vast expansion of Haimchar and Puranbazar, Chandpur has gone into the Meghna due to ominous bite of her fiercely and devastating tide and flow. To save affected Haimchar and Puranbazar-Chandpur, the Government of Bangladesh took steps to control river and the south bank of the Meghna, that is the river bank in Haimchar is firmly covered with cement boulders. Thus, in one hand, land slide due to river flow is stopped and on the other hand river Meghna and her bank can attract more people as a spot for refreshment.







হাইমচরের পান  
Betel Leaf of Haimchar

## পান

বাংলাদেশের যে ক’টি এলাকা পান চাষের জন্য বিখ্যাত তার মধ্যে চাঁদপুরের হাইমচর একটি। এ অঞ্চলের ‘চালতা গোটা’, ‘নলভোগ’, ‘মহানলী’ ও ‘কালিভোগ’ পান বেশ প্রসিদ্ধ। বর্তমানে হাইমচরের প্রায় ২২০ হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়ে থাকে। নদী ভাঙন, জলাবদ্ধতা ও পোকামাকড়ের আক্রমণে এ অঞ্চলের পান চাষ নানা সময় বাধাপ্রাপ্ত হলেও এ চাষাবাদের উপরই জীবিকা নির্বাহ করছে শতাধিক পরিবার।

## Betel Leaf

Of the places renowned for cultivation of Betel leaf, Haimchar is one them. In this region, ‘ChaltaGota’, ‘Nolbhog’, ‘Mohanoli’ and ‘Kalibhog’ are very famous. At present, beetle leaf is being cultivated in 220 hectares of land. Struggling with river erosion, water logging, and attacks of pests and insects, still more than a hundred families earn their livelihood by cultivating betel leaf.

## সুপারি বাগান

রঙিন সুপারির রঙিন স্বপ্নে জীবিকা চলে হাইমচরের হাজারো পরিবারের। এ উপজেলার প্রায় ৩১০ হেক্টর জমিতে সুপারি বাগান রয়েছে। সব মিলিয়ে এখানে প্রায় ৫০ হাজার সুপারি গাছ রয়েছে। প্রতিটি গাছ গড়ে ২০-২৫ বছর বাঁচে বলে সুপারি ব্যবসায় তেমন একটা লোকসানে পড়তে হয় না চাষীদের। প্রতি বর্ষার আগে ও পরে বছরে দু’বার পাকা সুপারি ফল সংগ্রহ করে চাষিরা। খুদে ব্যবসায়ীরা সবুজ-হলদে রঙের পাকা সুপারি বিক্রি করে সাবলীলভাবেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। বড় ব্যবসায়ীরা তা ক্রয় করে শুকিয়ে শুষ্ক মৌসুমে বিক্রি করে থাকে। প্রতি বছর এ অঞ্চলের সুপারি চাঁদপুরের চাহিদা মিটিয়ে জেলার বাইরেও রপ্তানি হয়ে থাকে।

## Betel Nut Orchards

Hundreds of families manage their livelihood with the colorful dream of colorful betel nut. Betel nuts are cultivated in about 310 hectares of land. Altogether, there are approximately 50000 Betel Nut trees. As the life span of a betel nut tree is about 20-25 years, the farmers usually never incur any financial loss in their business. The farmers collect the ripe betel nuts twice in a year-before and after the rainy season. The small businessmen manage their family in a fairly solvent way by selling green-yellow betel nuts. The big entrepreneurs buy the betel nuts and sell them in dry season after drying them up. The betel nuts of Haimchar are exported to other areas of Chandpur after fulfilling the demand of Chandpur District.



হাইমচরের সুপারী  
Betel Nut Orchards of Haimchar

বিশেষাঙ্গী, সামাজিক কোনো দাওয়াতে  
মেজবানে বাড়ে মান পান খাওয়াতে।  
একা শুধু পান হয় কেবল পাতা  
সুপারি ও চুনে তার মর্ম গাঁথা।  
হাইমচর-চাঁদপুর পানের বরজ  
কৃষক ফলায় পান নিজের গরজ।  
গ্রামে-গ্রামে, ঘরে-ঘরে এলে মেহমান  
মান বাড়ে উভয়ের পেলে খিলি পান।  
পেটপুরে ইলিশের যে খায় পোলাও  
মান তার বাড়ে পান পায় যদি ফাও  
মেহমান-মেজবান ইলিশের মান  
একসাথে বাড়ে পেলে এক খিলি পান।



মেঘনা বক্ষে ঈশানবালা চর  
Eshan Bala Char in the middle of Meghna



সবজি উৎপাদনে প্রসিদ্ধ মেঘনা বক্ষে মধ্যচর  
Madhyachar, a famous vegetables producing land in the middle of Meghna

# কচুয়া KACHUA





## মনসা মুড়া

চাঁদপুর জেলাধীন কচুয়া উপজেলার সহদেবপুর ইউনিয়নের দোয়াটি গ্রামের ‘মনসা মুড়া’। এ অঞ্চলের মানুষদের কাছে এটি একটি ভীতিকর স্থান। গ্রামের মধ্যখানে একটি বিস্তৃত মাঠ, এর মধ্যে ১৩টি বাঁশঝাড়। ঝাড়ের চতুর্দিকে অসংখ্য ছোট বড় গর্ত। গ্রামের মানুষদের বিশ্বাস প্রতিটি গর্তেই রয়েছে ভয়ঙ্কর কিছু সাপ।

এ মনসা মুড়া আজ থেকে কত শত বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে তা জানে না কেউ। রূপকথার গল্পের মত কেউ শুনেছে তার দাদার কাছ থেকে, তার দাদা শুনেছে তারও দাদার কাছ থেকে। এভাবেই ইতিহাস বয়ে বেড়িয়েছে কাল থেকে কালান্তরে।

যতটুকু জানা যায়, এক সময় এ অঞ্চলটি ছিল পুরোটাই নদী। মনসার নির্দেশে লক্ষ্মীন্দরকে সাপে কাটার পর তার স্ত্রী বেহুলা তাকে বাঁচাতে ভেলায় চড়ে নদী পথে রওনা হয়। কলাগাছ ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নির্মিত ভেলাটি এ স্থানে এসে থামে। ঐ বাঁশের কঞ্চি থেকেই সৃষ্টি হয় এ বাঁশ ঝাড়ের। সেই থেকে ঝাড়ের নাম ‘মনসা মুড়া’।

এ মুড়া নিয়ে বহু কাহিনী ঘটনা লোকমুখে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর পূর্বে দু’জন সাপুড়ে তাদের নৌকার লগি (বৈঠা) বানানোর জন্য এ মুড়া থেকে দু’টি বাঁশ কেটেছিল। যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে পূজা করতো, তাই বাঁশ কাটার অপরাধে তাদেরকে এ মুড়া থেকে ১টি সাপ ধরে আনার নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশানুযায়ী সাপুড়ে দু’জন এ মুড়ার সামনে এসে বাঁশি বাজালে গর্ত থেকে শত শত সাপ উঠে আসে। এগুলোর মধ্যে আড়াই থেকে তিন হাত লম্বা একটি সাপ ধরে ফেলে তারা। সাপটি ঝড়িতে ঢোকানোর পূর্বেই এক সাপুড়ের বুক হোবল মারে সাপটি। ওঝা কবিরাজদের তন্ত্র-মন্ত্র বাঁচাতে পারেনি ঐ সাপুড়েকে। পরদিন সে মারা যায়।

এ ঘটনার কিছুদিন পর শুরু মৌসুমে খবর আসে, দেশের শীর্ষ এক সাপুড়ে সর্দার দলবল নিয়ে এ মুড়ায় সাপ ধরতে আসবেন। নির্ধারিত দিনে শত শত উৎসুক মানুষ অপেক্ষা করলেও সাপুড়েরা সাপ ধরতে আসেনি। জানা যায়, আগের দিন রাতে ঐ সাপুড়ে সর্দার স্বপ্ন দেখে, সাপ ধরতে আসলে তার জীবননাশ করা হবে। তাই ভোরবেলা তিনি এক পাতিল দুধ-কলা মনসা মুড়ার সামনে রেখে দলবল নিয়ে চলে যান।

আবার জানা যায়, আজ থেকে প্রায় ২০ বছর পূর্বে ভূঁইয়ারা গ্রামের ‘তইনু পাগলা’ নামক এক মুসলিম যুবক এ মুড়া থেকে বাঁশ কেটে গোয়ালঘর তৈরি করে। পরদিনই তার দু’টি গরু মারা যায় এবং রাতে সে স্বপ্ন দেখে, বাঁশ ফেরৎ না দিলে সেও মারা যাবে। তাই পরদিন সে গোয়ালঘরের সকল বাঁশ ও সাথে এক পাতিল দুধ ও কলা এ মুড়ার সামনে রেখে যায়।

এ মনসা মুড়ার কৌতূহল এখনও কমেনি। সম্প্রতি (২০১৫ সালে) ঘটে আরেকটি ভৌতিক ঘটনা। গভীর রাতে কয়েকজন এখানে বিশাল একটি গর্ত করে। গর্তের কাজ অসমাপ্ত রেখেই শাবল-কোদাল রেখে তারা রাতেই পালিয়ে যায়।

এ অঞ্চলের মনসা মুড়া শুধু যে হিন্দু ধর্মালম্বীদের কাছে ভৌতিক তা কিন্তু নয়। এ গ্রামের হিন্দুর-মুসলিম সকলেই এ মুড়ায় দুধ কলা দিয়ে যান। মনসা মুড়ার পাশে একটি মন্দির বানানো হয়েছে। সেটি বানাতে বিশেষ অনুদান রয়েছে শাহরাস্তির একজন মুসলিম ব্যক্তির। অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক এ বাঁশ মুড়াটি টিকে আছে যুগ যুগ ধরে।



মনসা মুড়া  
Manasa Mura

## Manasa Mura

‘Manasa Mura’ is situated in the Doati village under Sahadebpur Union of Kachua Upazila of Chandpur District. The place is a supernaturally haunting place to the people of this locality. There is a vast open field where there are 13 bamboo clusters. There are numerous large and small holes around the bamboo clusters. People of the village are of the belief that there are some deadly poisonous snake in those holes.

No body knows about the creation of this Manasa Mura. Like the fairy tales, one has heard the story from one’s grandfather, he had heard it from his grandfather. Thus the story runs from generation to generation bearing a mythical history.

As far as learnt from the myths, once this region was totally a river. The wife of Laxmindar set on a journey in the river on a raft in an effort to save the life of her husband who was bitten by a snake because of the curse of Manasha, the goddess of snakes. The raft made of banana shaft and bamboo stick reached at the spot of Doati village. From that bamboo stick, the bamboo cluster was born and since then bamboo cluster was named Manasha Mura.

Many folk-tales are rife among the local people. It is said that 30-35 years ago two snake charmers cut two bamboos for making a rowing stick for their boat from this bamboo cluster. As the people of Hindu religion worshipped here, they were asked to catch a snake from this bamboo cluster as their punishment of cutting bamboos. As per the order, hundreds of snakes came out of the holes when the two snake charmers began to play their flutes. They succeeded to catch a snake of two and a half to three feet long just before the moment of keeping the snake into the basket, it bit a snake charmer in the chest. The snake charmer died on the next morning defying all the wizardry of the snakes charmers.

After this incident the next day news spread that the top brass of the snake charmers would gather here in the Manasa Mura to lure the snakes. On the fixed day, the snake charmers did not appear there though hundreds of inquisitive people were waiting. It is learnt that the leader of snake charmers dreamt that he would be killed if he tried to catch the snakes. On the morning, he kept a pot full of milk and bananas and left the place with his team of snake charmers.

Furthermore, it is learnt that 20 years ago, a Muslim named ‘Tainna Pagla’ of Bhuiara village made a cattle pen by cutting bamboos from this Manosa Mura. On that very night his two cattle died and he dreamt that he himself would die if he did not return the bamboos. So, on the next day, he also left a pot full of milk and bananas and returned all the bamboos at his cattle pen before the Manosa Mura.

The myth of Manasa Mura and its mystery is not reduced a bit today. Recently in 2015, another fearful event took place, some people of the area began to dig a big pit. But they fled the place and that night leaving their spades and spuds.

The Manasa Mura is not only a deadly place to the traditional Hindus, Both the Hindus and Muslims offer their homage with milk and bananas. A temple has been built by the Manasa Mura. To build the temple, a Muslim of Shahrasti Upazila gave a charity. The Manasa Mura exists as an embodiment of non-communal spirit for ages.



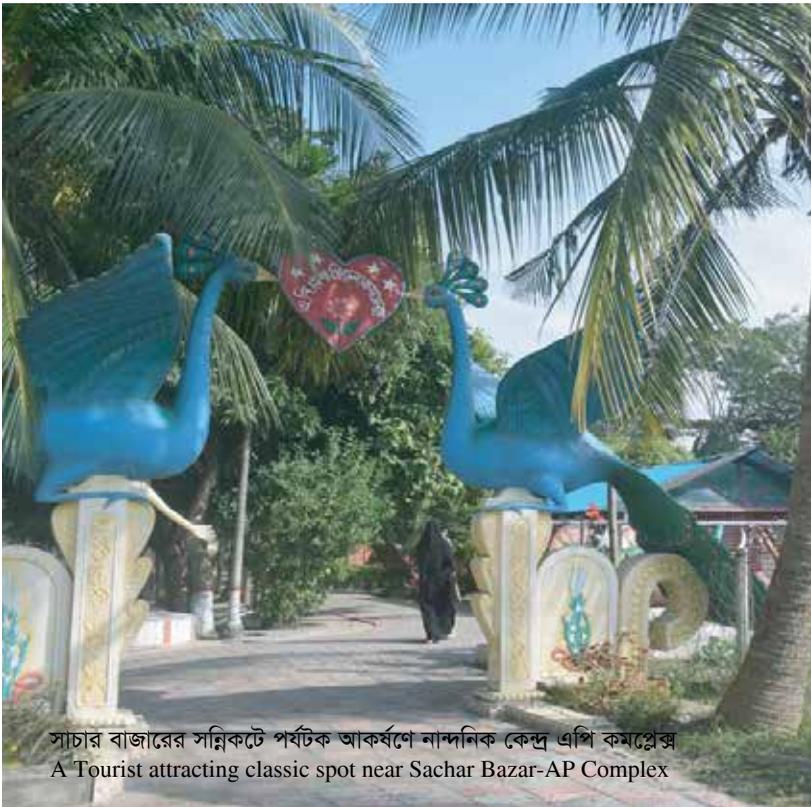
পালগিরি মসজিদ  
Palgiri Mosque

### পালগিরি মসজিদ

কচুয়ার পালগিরিতে একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি পাঁচশত বছরের প্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। এখানে রয়েছে বিরাট আকারের অসম্পূর্ণ একটি দিঘি। দিঘির পাড়ে থানা বিবি ও দুলাল রাজার কবর ও পাকা ঘাট রয়েছে। দুলাল রাজার দিঘিটি ১৯ একর আয়তনের। ক্যা. আঃ রব খন্দকারের দাদা জাহ্নী খন্দকার ১৮০২ সালে মসজিদটি বোম্বের মধ্যে দেখতে পেয়ে পুনঃসংস্কার করেন।

### Palgiri Mosque

There is a one-dome mosque at Palgiri, Kachua. It is guessed that the mosque is 500 years old. A big incomplete tank is there. The tank comprises the grave of Thana Bibi and Dulal Raja along sides of it and there is a brick built ghat too. Jahni Khandaker, grandfather of Capt. Abdur Rab Khandaker renovated the mosque in 1802 after he had seen it in the bush.



স্যাচার বাজারের সন্নিকটে পর্যটক আকর্ষণে নান্দনিক কেন্দ্র এপি কমপ্লেক্স  
A Tourist attracting classic spot near Sachar Bazar-AP Complex





Bakhtiar Khan Mosque of Ujani  
উজানী বখতিয়ার খাঁ মসজিদ

## ঐতিহাসিক উজানী বখতিয়ার খাঁ মসজিদ

কচুয়া উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অনন্য উদাহরণ উজানীর ঐতিহাসিক বখতিয়ার খাঁ মসজিদ। ধারণা করা হয়, এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন উজানী গ্রামের তৎকালীন প্রখ্যাত ফৌজদার বখতিয়ার খাঁ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দীর্ঘদিন এ মসজিদটি অব্যবহৃত ছিলো। পরবর্তীতে বিশিষ্ট আলেম ক্বারী ইব্রাহিম নতুন করে এ মসজিদটির সন্ধান পান এবং বনজঙ্গল পরিষ্কার করে মসজিদটিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলেন। কথিত আছে, একবার ক্বারী ইব্রাহিম দেখলেন, মসজিদের ভেতরে এক বাঘিনী তার বাচ্চাদের দুধ পান করছে। তখন তিনি বাঘকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘হে বাংলার বাঘ! এখানে মানুষের বসতি এসেছে। কাজেই তুমি তোমার বাচ্চাদের নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও।’ তাঁর কথা শুনে বাঘ তার বাচ্চাদের ঘাড় কামড়ে ধরে লালমাই পাহাড়ের দিকে চলে যায়।

বখতিয়ার খাঁ মসজিদটি স্থানীয়রা ‘বজার খাঁ শাহী মসজিদ’ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মসজিদটির দু’পাশে দুটি বিশাল দিঘি ছিলো, যা বর্তমানে নেই।

স্থাপত্য শিল্পের প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মসজিদটিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করে।

## Historic Bakhtiar Khan Mosque of Ujani

Bakhtiar Khan Mosque of Ujani, established in Kachua Upazila, is a unique instance of architectural beauty. It is assumed that the one-domed mosque was established in 1782 by the then renowned general Bakhtiar Khan. Due to natural calamity, the mosque remain unused during the middle of 19th century. Later on veteran religious leader Qwari Ibrahim discovered the mosque and made it useable by clearing the woods and forest. According to a legend once Qwari Ibrahim came to see that a tigress was feeding milk to her cubs. Addressing to the tigress, he told, ‘Hi, Tigress of the jungle, here arrives the human inhabitants, so you go to the jungle with your cubs.’ Listening the order, the tigress went towards the Lalmai Hills with the cubs in her mouth.

The locals call the Bakhtiar Khan Mosque as ‘Bakter Khan Shahi Mosque’. It is learnt from history that there were two large ponds around the mosque which are missing now.

Considering the importance of antiquity and its architectural design, the Directorate of Bangladesh Archeology declared the mosque as a conserved archeological site.

## সাচারের রথ

কারুকার্যখচিত দৃষ্টিনন্দন কচুয়ার ঐতিহ্যবাহী সাচার রথটি, যা প্রায় ৪০ ফুট উঁচু। এর চারধারে চার যুগের ভবিষ্যদ্বাণী চিত্রখচিত। বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতেও এ রথটি সমান পরিচিত। এ রথটি বাংলা ১২৭৫ সনে তৎকালীন জমিদার স্বর্গীয় গঙ্গা গোবিন্দ সেন তৈরি করেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ভারতের পুরাধামে জগন্নাথ দর্শন পাওয়ার জন্যে গঙ্গা গোবিন্দ সেন আমরণ অনশন আরম্ভ করেন। তখন ভগবান জগন্নাথ তাঁকে স্বপ্নে আদেশ করেন। তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে নিজ গ্রাম সাচারে ফিরে এসে মূর্তি নির্মাণপূর্বক জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রা'র বিগ্রহগুলো প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে, গঙ্গা গোবিন্দ সেনকে স্বপ্নাদেশে বলা হয়, 'তোমার বাড়ির উত্তর পাশের বড় খালে দেখবি তিন টুকরা নিম কাঠ ভেসে আসবে। তুই সেই নিম কাঠ দিয়ে বিগ্রহ নির্মাণ করবি।' এমন আদেশ পেয়েই গঙ্গা গোবিন্দ সাচারে ফিরে এসে প্রথমে বিগ্রহ ও মন্দির এবং পরে রথ স্থাপন করেন।

সেই সময় থেকেই হিন্দু সম্প্রদায় সাচারের এই রথগুলোকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হানাদাররা রথটি পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে। পরে রথটি পুনর্নির্মাণ করা হলেও আগের রূপে ফিরে আসেনি। প্রতি বছরের আষাঢ় মাসের প্রথম শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথ এক সপ্তাহ পরে উল্টো রথ যাত্রা উপলক্ষে মাসব্যাপী মেলা বসে। এ মেলা উপলক্ষে হাজার হাজার দোকান বসে। রথযাত্রা উপলক্ষে বহু ভক্ত সাচার এসে সমবেত হয়।

## Rath (Chariot) at Sachar

Traditional, art and design carved and lucrative Rath at Sachar, which is about 40 feet high and four sides are carved in pictures and figures with the fore-sayings of four era, is equally known to both Bangladesh and India. It was built in 1275 Bangla by Sree Ganga Govinda Sen, a pious Zamindar at that time. According to different authors, Ganga Govinda started fasting till death with an oath to get the holy chance to see god Jagannath at Puradham, India. Then god Jagannath ordered him in dream to build holy statues of Jagannath, Baloram and Shuvadra and a temple of Jagannath too in his village. It is said that, the order in dream was that, three pieces of Nim wood will appear to him floating in the big canal north to his home. He had to built three holy statues of it and then a temple to the west of his home to install them in it. Ganga Govinda did it accordingly and built a Rath too, to carry the holy statues. Since then, the Hindu community started to value it in special devotion. In 1971, the Pakistani army torched the Rath and turned it into ashes. Though it was rebuilt later on, it couldn't reach the same shape as before. Every year, during rath and return rath procession on the second day of growing moon in the month of Ashar, a fair takes place with festivity and numbers of devotees from home and abroad to congregate at Sachar.



রথযাত্রা শুরুর পূর্বে সুসজ্জিত সাচারের রথ  
Well decorated Rath of Sachar before starting its drawing



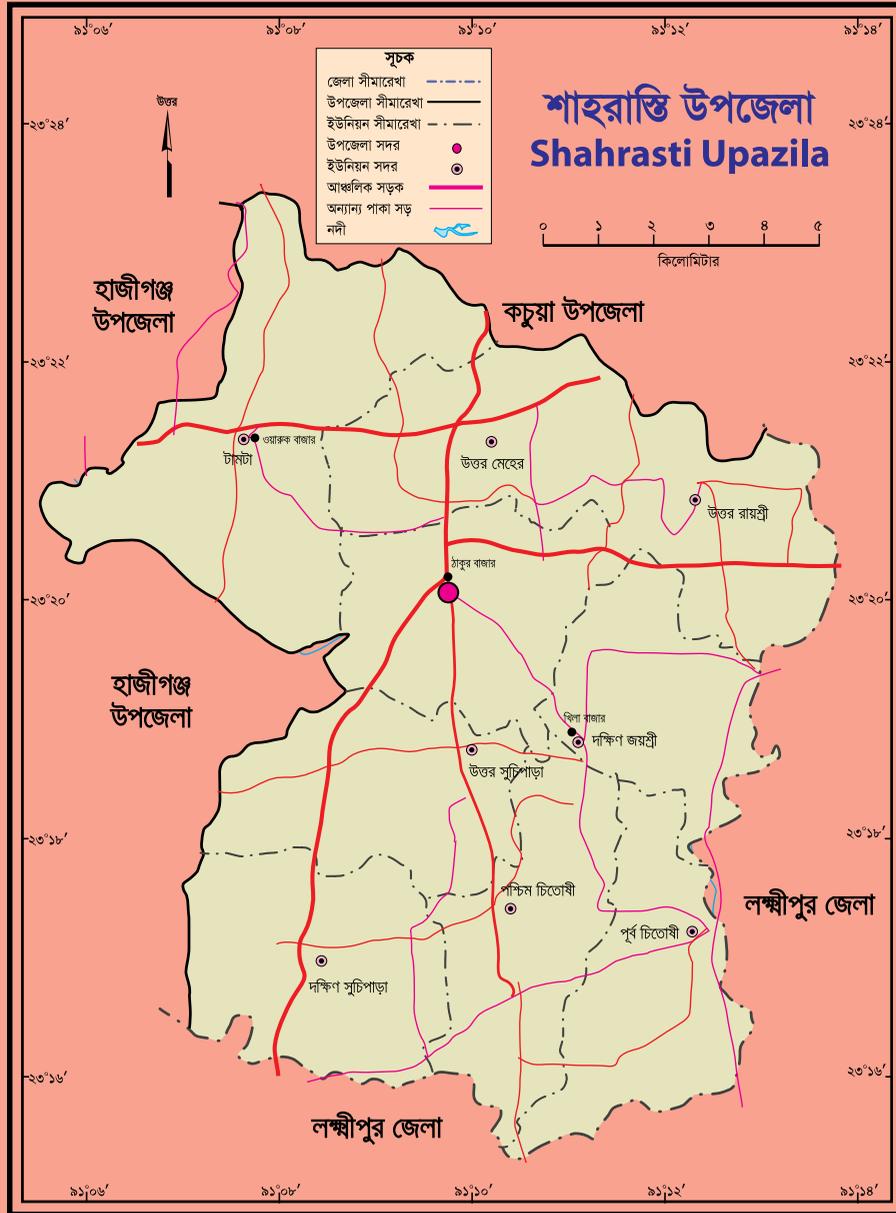
সাচারের সুস্বাদু প্যারা সন্দেশ  
Delicious sweets named Para Sandesh of Sachar

বাঙালির কথা মিঠে, মিঠে অন্তর  
পরকে আপন করে কেউ নয় পর।  
অতিথির করে মুখ মিষ্টি-মিঠে  
পায়েস-পরমান্ন এবং পিঠে।  
সুখবর কানে নেয় মিষ্টি-রসে  
আত্মার প্রীতিমায়া মরমে পশে।  
তার সাথে সাচারের প্যারা-সন্দেশ  
পেলে মাতে তুষ্টিতে প্রাণ-মন-দেশ।  
ইলিশের ভাজা খেয়ে খেয়ো সন্দেশ  
দেখলে ইলিশ তবে আরো লাগে বেশ।



মনসা মুড়া অভিমুখী সুদৃশ্য একটি খাল  
Naturally beautiful canal flowing towards Manasa Mura

# শাহরাস্তি Shaharasti





রাস্তি শাহ (রঃ)-এর মাজার  
Mazar of Rasti Shah (R)



### হযরত রাস্তি শাহ (রঃ)-এর মাজার ও দিঘি

ইরাকের বাগদাদ থেকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্যে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর সাথে যে ১২ জন আউলিয়া বাংলাদেশে আসেন, তাদের মধ্যে হযরত রাস্তি শাহ (রঃ) অন্যতম। তিনি ১২৩৮ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর আত্মীয় ছিলেন। তিনি ১৩৫১ সালে এদেশে আসেন। লখনৌ-এর মুসলিম রাজ্যের সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৩০১-১৩২২ খ্রিঃ) আমলে রাস্তি শাহ (রঃ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্যে এসে মেহার শ্রীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর অলৌকিক গুণ ও আধ্যাত্মিকতা দেখে তৎকালীন ত্রিপুরার মানুষজন তাঁর মুরিদ ও ভক্ত হতে শুরু করে। হযরত রাস্তি শাহ (রঃ)-এর নাম অনুসারেই ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ 'শাহরাস্তি' উপজেলা গঠিত হয়।

সাধক পুরুষ হযরত রাস্তি শাহ (রঃ) ১৩৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। শাহরাস্তি উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে তাঁর মাজার অবস্থিত। মাজারের কাছে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট প্রাচীন একটি মসজিদ আছে। জনশ্রুতি আছে, হযরত রাস্তি শাহ (রঃ)-এর মৃত্যুর সাড়ে তিন বছর পর সুবেদার শায়ের্তা খানের মেয়ে পরী বিবির আদেশে কাজী গোলাম রসূল এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। তাঁর মাজার রক্ষার জন্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক দশ' দশ টাকা হারে অনুদান দিতো। মাজারের উত্তর দিকে ৩০ একর জমির উপর বিশাল একটি দিঘি রয়েছে। এই দিঘিটি হযরত রাস্তি শাহ (রঃ) জ্বীনের মাধ্যমে খনন করা হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মাজারে বার্ষিক ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। এ ওরশে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ হযরত রাস্তি শাহ (রঃ)-এর মাজার জেয়ারত করার জন্যে উপস্থিত হন।

### Mazar and pond of Hazrat Shah Rasti (R)

Among the companions of Hazrat Shah Jalal (R), the twelve awlia, who came from Baghdad of Iraq to Bangladesh, Hazrat Rasti Shah was one of them. He was born in Baghdad in 1238. He was a relative of Baro Pir Hazrat Abdul Qader Jilani (R). He came in Bangladesh in 1351. During the ruling of Sultan Shamsuddin Firoz Shah in Lucknow, Rasti Shah came to Comilla and Noakhali to preach Islam and became a permanent resident at Meher, Sreepur. People of Tripura at that time, came to follow him after meeting his spiritual power. Shah Rasti Upazila was formed in 1987, March 13.

Hazrat Shah Rasti (R) was died in 1388. His Mazar is situated in Sripur of Shah Rasti (R). There is an ancient three-dome mosque near the Mazar. Hearsay says that after three and a half years after the death of Hazrat Shah Rasti (R), the mosque was built by Quazi Golam Rasul under the order of Pari Bibi, the daughter of Subedar Shaesta Khan. British East India Company would make a charity of taka two hundreds only to save the mosque. There is a tank in about thirty acres of area, North to the Mazar and it is believed that the tank was dug by Jin of Hazrat Shah Rasti (R). Every year, in the last Thursday of Magh, annual O'rosh is held. Thousands of devotees come here to attend the O'rosh and to pay their respect to his holy Mazar.



সাধক সর্বানন্দ ঠাকুরবাড়ি  
Sadhak Sarbananda Thakurbari



মেহের কালীবাড়ির অভ্যন্তর ভাগ  
Inside view of Meher Kalibari

## মেহের কালীবাড়ি

ধারণা করা হয়, আজ থেকে আটশ' বছর পূর্বে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিখ্যাত সাধক সর্বানন্দ ঠাকুর শাহরাস্তি উপজেলার মেহার শ্রীপুর অঞ্চলে এসে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। জানা যায়, কালীসাধক সর্বানন্দ ঠাকুর সাত জনম তপস্যার পর অষ্টম জন্মে (১৪২৬ খ্রিঃ) বহু সাধনা ও তিতিক্ষার পর কালীমাতার দেখা পান। তাঁর সিদ্ধিলাভের স্থানটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মেহের কালীবাড়ি। এটি বর্তমানে ভারত উপমহাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ তীর্থস্থানে রূপ নিয়েছে। কেবল তা-ই নয়, এটি সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র 'দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধ পীঠস্থান'।

প্রতি বছর মেহের কালীবাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে এখানে মাসব্যাপী মেলা বসে ও দিপালী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বলা হয়, স্বয়ং মা কালী এখানে উপস্থিত থাকেন বলে এখানে কোনো কালীমূর্তি স্থাপন করা হয় না। এখানে মেলা ছাড়াও প্রতিনিয়ত বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পুন্যার্থীরা প্রণতি জানাতে আসেন। এটি চাঁদপুরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

## Meher Kalibari

It is assumed that the renowned devotee of the Hindu religion, Sarbananda Thakur came to Meher Sreepur and achieved spiritual enlightenment since 800 years form today. It is learnt that Sarbananda Thakur, the devotee of Kali came accross Kali Mata after worshipping of Kali Mata for long seven ages and after his eighth birth (1426 A). Meher Kalibari has been erected centering the place of devotion of Sarbanada Thakur. This shrine has turned to be one of the greatest spot of worship for the traditional Hindu devotees. Not only holy place of achieving ten great knowledge about God and creation.

Every year a month long fair or Mela and candle lighting festival are held on the occasion of Kali puja at Meher Kalibari. It is said that during the worship Kali Mata (Mother Kali) remain present physically herself and that's why on that occasion no effigy/replica of kali set up there. Besides the Mela, thousands of devotees throng here to pay their homage to Ma Kali trim the different parts of Bangladesh as well as rest of the word. This is an inevitable part of social and cultural life of Chandpur.



শের শাহের আমলে নির্মিত প্রাচীন রাগৈ মসজিদ  
Ancient Ragai Mosque built in Sher Sha's rule



নাওড়া মঠ  
Naora Moth

### নাওড়া মঠ

আনুমানিক তিন শতাব্দিক বছরের প্রাচীন একটি মঠ রয়েছে শাহরাস্তি উপজেলার নাওড়া গ্রামে। সাহাপুর রাজবাড়ির দেওয়ান সত্যরাম মজুমদার ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে মঠটি নির্মাণ করেছিলেন। এখনও মঠটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

### Naora Moth

There is a Moth of about three hundred years old in the Noara village of Shahrasti Upazila. Dewan Sataram Majumder of Sahapur Rajbari built the Moth in 1199 AD. The Moth is still in a fresh look.

# মতলব দক্ষিণ

## MATLAB SOUTH





বিজয় ভাস্কর্য 'দীপ্ত বাংলা'  
Dipta Bangla, a Statue of Victory

### বিজয় ভাস্কর্য 'দীপ্ত বাংলা'

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'দীপ্ত বাংলা' মতলবের উল্লেখযোগ্য একটি স্থাপত্যশিল্প। ১৯৯৬ সালের ৪ ডিসেম্বর মতলব মুক্ত দিবসে এ ভাস্কর্যটি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। মতলবগঞ্জ জেবি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় 'দীপ্ত বাংলা' স্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় ভূমি প্রদান করে। ১৯৯৭ সালের ৪ ডিসেম্বর এটির নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ী বীর বিক্রম এমপি। তিনিই ১৯৯৯ সালের ৪ ডিসেম্বর 'দীপ্ত বাংলা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। যদিও এটি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য, কিন্তু এতে বাঙালির সামগ্রিক সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি রয়েছে। রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের অংশও। স্থপতি রবিউল হোসাইনের পরিকল্পনায় এর শিল্পকর্ম করেছেন শিল্পী হাশেম খান। সমন্বয়ক ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক ড. মুনতাসীর মামুন।

### Dipta Bangla, a Statue of Victory

Dipta Bangla, a statue in the memory of Liberation War, is a notable art of architecture at Matlab. It was attempted to install the sculpture on the day of freedom of Matlab in December 4, 1996. Matlab J.B. Pilot High School Authority donated the needful area of land to establish 'Dipta Bangla'. Mofazzal Hossen Chowdhury Maya, (Bir Bikrom) MP, laid the foundation stone of the construction in December 4, 1997. He was the official inaugurator of 'Dipta Bangla' too, on December 4, 1999. Though it is a memorial sculpture of War of Liberation, it reflects the overall fight of Bangalees. There is also inscripted part of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's speech of 7 March. Artist Hashem Khan created this artwork under the planning of architect Rabiul Hossain. Famous researcher Dr. Muntasir Mamun was the coordinator of this noble work.

### ক্ষীর

চাঁদপুরের বিশেষ খাবারগুলোর মধ্যে মতলবের ক্ষীর অন্যতম। ব্রিটিশ আমল থেকে মতলব বাজারে ঘোষ পরিবার এ ক্ষীর তৈরি করে আসছে। মতলবের ক্ষীর কেবল চাঁদপুরেই বিখ্যাত নয়, এটির প্রসিদ্ধি উপমহাদেশব্যাপী রয়েছে।

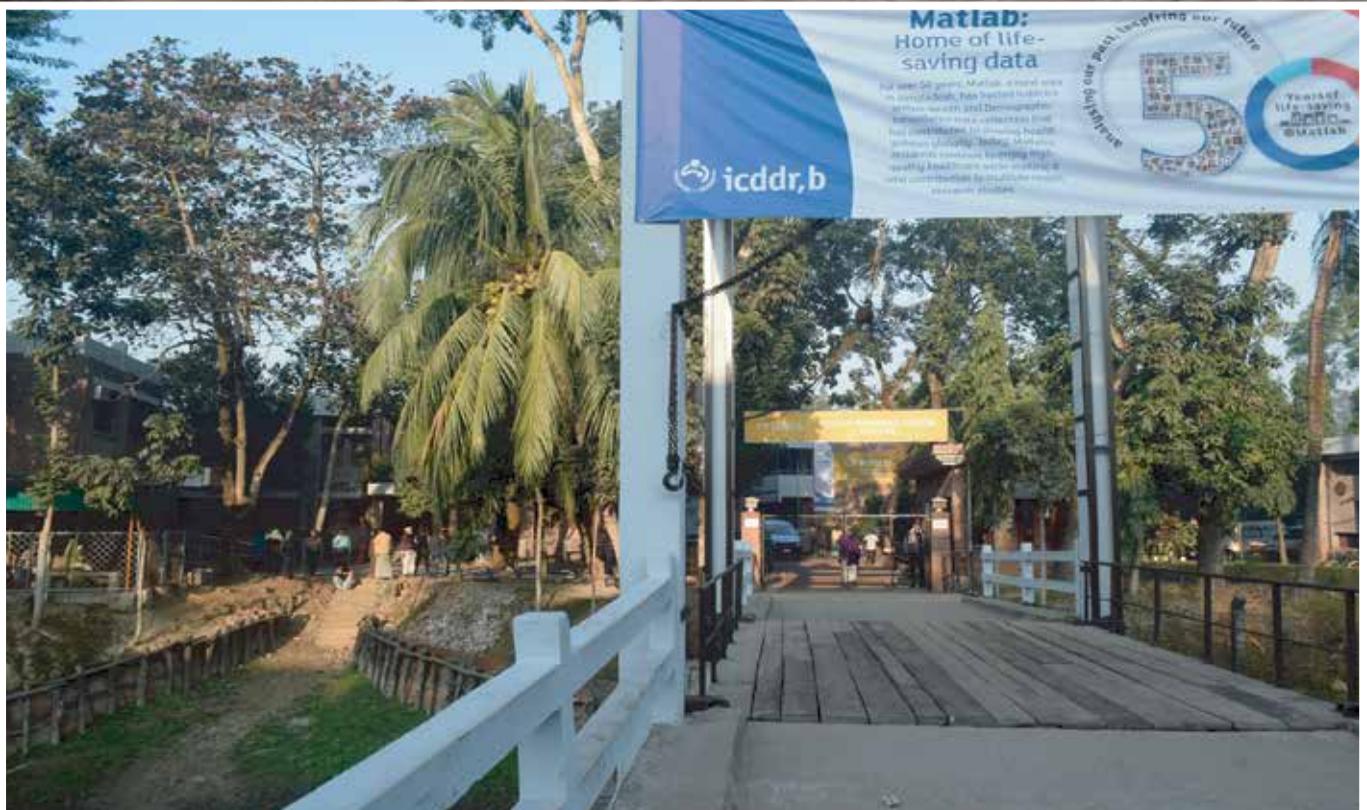
### Khbir

Khbir of Matlab is one of the token food items of Chandpur. A Ghosh family at Matlab Bazar has been preparing this renowned Khbir since British period. It is not only famous in Chandpur. It has conquered this subcontinent by din't of its name and fame.



মতলবের ক্ষীর  
Khbir of Matlab

আইসিডিআর,বি  
ICDDR,B





## আইসিডিডিআর,বি

চাঁদপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশীর্বাদ হয়ে আবির্ভূত আইসিডিডিআর,বি মূলত ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি, যা ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক সেবামূলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। শুরুর দিকে মতলবগঞ্জ জেবি পাইলট স্কুলের পাশে অস্থায়ী কেন্দ্র রূপে চালু হলেও ১৯৯২ সালে বিশাল পরিসরের নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। এই উপজেলার নায়েরগাঁও ও খাদেরগাঁও এলাকায় দু'টি উপ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী মাঠ-কেন্দ্র, যাতে বর্তমানে ১৪টি গবেষণা চলমান এবং এর অন্যতম হচ্ছে ভ্যাকসিন ট্রায়াল ও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। কলেরা নিয়ে সবচে' বড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এই কেন্দ্রে এবং ওআরএস-এর কার্যকারিতা পরীক্ষা মতলব ট্রায়ালের মাধ্যমেই সাফল্য অর্জন করেছে। এখানে একটি মানসম্পন্ন সেবা সম্বলিত হাসপাতাল আছে, যার দুটি অংশ। একভাগে শুধু কলেরা রোগীর চিকিৎসা দেয়া হয় আর অন্যভাগে সাধারণ রোগীরা চিকিৎসা পায়। উদরাময়জনিত গবেষণা ছাড়াও এই কেন্দ্র হতে জনমিতি সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাত্ত পাওয়া যায়। পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান মডেলের পরীক্ষা এই কেন্দ্রে মতলবে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাংলাদেশের বয়স কাঠামোতে পরিবর্তন ও যুবলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত জাতীয় উপাত্ত এই কেন্দ্র চালিত গবেষণা হতেই পাওয়া। মতলব কেন্দ্রে বর্তমানে ৭০০ জনবল আছে। তন্মধ্যে ৩২জন চিকিৎসক।



এই ভাসমান নৌযানেই মতলবে আইসিডিডিআর,বির কার্যক্রম শুরু হয়  
ICDDR,B in Matlab started its function in this floating boat

## ICDDR,B

ICDDR,B which was established as a boon of medical science for people of Chandpur and adjacent area, was actually known as Cholera Research Laboratory founded in 1963 and later on it was announced as International Diarrhoea Disease Research Centre. This is an international service oriented non-profit organization. In the earlier days, it was a temporary centre in the tent beside Matlabgonj J.B. Pilot School. In 1992, it was transferred to own campus with large area. Two sub-centres are established in Nayergaon and Khadergaon of this upazilla.

This is the largest field-centre of the world where 14 researches are now running and vaccine trial and clinical trials are notable among them. The biggest trial on Cholera was conveyed here and ORS efficacy trial was successful because of Matlab trial. There is a standard hospital with two sections. Only Cholera affected are treated in one part while general patients are treated in the other section. Besides diarrhoeal research, demographic data are also obtained from here. Present family planning model was trailed at Matlab Station and we get data on age-frame change and young population increase in Bangladesh from here. There are at present a total of 700 staffs here and among them 32 are doctors.



কাশিমপুর রাজবাড়ি বারদুয়ারি  
Kashimpur Rajbari Barduari

### কাশিমপুর রাজবাড়ি বারদুয়ারি

মতলব দক্ষিণ উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের কাশিমপুর গ্রামে রয়েছে নাগরাজদের বাড়ি। এটি একসময় ছিল নারায়ণপুর পরগণার সদর দফতর। পাঁচ শতাধিক বছরের পুরানো নাগরাজ বাড়িতে রয়েছে অনেক প্রাসাদ ও স্থাপনা। বাড়িটি বারদুয়ারী নামে প্রসিদ্ধ। এখানে একটি সুউচ্চ মঠ রয়েছে। লোকে বলে রাজার মঠ। পাশেই ছোট একটি মঠ রয়েছে, যা বাঁদীর মঠ নামে পরিচিত। নাগরাজদের জমি ছিল ৮৫৩১ একর, মহালের সংখ্যা ছিল ১০টি, রাজস্ব ছিল ৪৩৮৭ টাকা। এ হিসাব ১৭৮৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দের।

### শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির

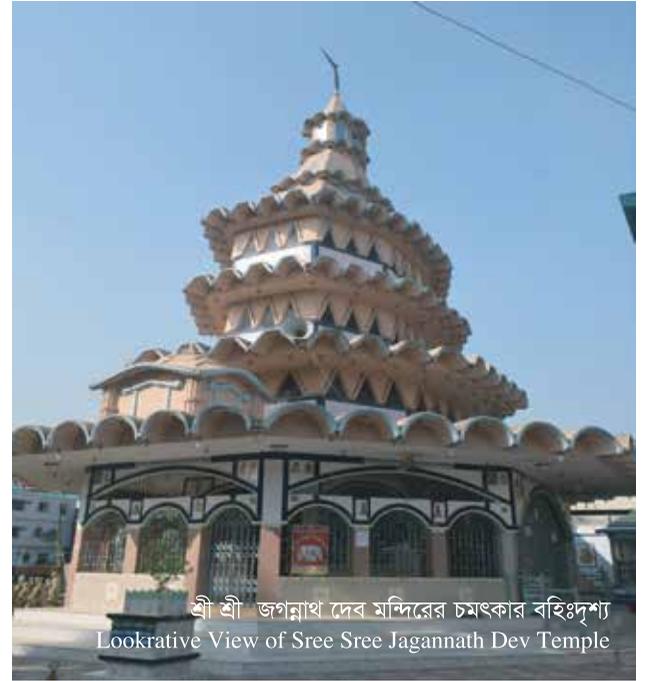
মতলবের দক্ষিণের স্থাপত্য শিল্পকে আলোকিত করে আছে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির। ১৯২৮ সালে তৎকালীন বোয়ালিয়ার জমিদার রাজকুমার রায় চৌধুরী মতলবের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিত্য পূজা-অর্চনার জন্যে বৈরাগীর হাটে ১ একর ৬২ শতক জমি শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের নামে দানপত্র করে দেন। পরে দানকৃত জমির উপর জগন্নাথ দেবের মন্দির, নাট মন্দির, কাঠের তৈরি রথ, রথ যাত্রার মাঠ ও তীর্থ যাত্রীদের জন্যে আবাসিক স্থান নির্মাণ করা হয়। এই মন্দিরটি স্বাধীনতার স্মৃতি বহন করে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির, কাঠের রথ পুড়িয়ে ফেলে। দেশ স্বাধীনের পর মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে ৫ তলা গম্বুজ বিশিষ্ট বিশাল আকৃতির মন্দির নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে জগন্নাথ দেবের মন্দিরসহ এখানে নাট মন্দির, দুর্গা মন্দির, শিব মন্দির, জুলন মন্দিরও রয়েছে। প্রতি বছর এ মন্দিরের পক্ষ থেকে জগন্নাথ দেবের রথা যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, বিশ্ব কর্মা পূজা, কালী পূজা, শারদীয় দুর্গা পূজা, মহাদেব পূজা, দামোদর মাস, কৃষ্ণের রাস উৎসব, দোলন যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

### Temple of Sree Sree Jagannath Dev

The Temple of Sree Sree Jagannath Dev is situated at Matlab as an enlightened architectural art of Matlab South. In 1928, the Zamindar of Bowalia at that time, Raj Kumar Ray Chowdhury donated a land of one acre and sixty two decimals of area in the name of Sree Sree Jagannath Dev for the daily worship by the Sanatan community people of Matlab. Next the temple of Jagannath Dev, the Nast Temple, Rath made of wood, ground for Rath Procession and a place of residence for the pilgrims were built on the donated land. This temple is still alive with the memories of War of Independence. In 1971, the Pakistani army of invasion torched the Temple of Sree Sree Jagannath Dev and the wood-made rath too. The temple was rebuilt after the independence of the country. Next in 2007, a five storied large temple with dome was built here. At this time there are Naat Temple, Durga Temple, Shiv Temple and also a Jhulan Temple including Temple of Jagannath Dev. Every year the authority of the temple arrange Rath procession of Sree Sree Jagannath Dev, Janmastomi of Sree Krishna, Bishwakarma Puja, Kali Puja, Sharadio Durga Puja, Mohadev Puja, Damodar Month, Raas Utsab of Sree Krishna and Dolan Yatra etc.

### Kashimpur Rajbari Barduari

There is an ancient home of Naagraj at Kashimpur, Narayanpur union under Matlab South. Once upon a time it was used as the Sadar Office of Narayanpur Pargana (estate). There are many palaces and buildings in this home of Naagraj of 500 years old. This home is famous as Barduari. There is a Moth here which is very high. People call it Moth of the King. There is a small Moth beside this which is known as Moth of maid servant. The Naag Rajas had 8531 acres of land area, 10 mohals and 4387 taka revenue only as per calculation done in 1783-1784 AD.



শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব মন্দিরের চমৎকার বহিঃদৃশ্য  
Lookrative View of Sree Sree Jagannath Dev Temple

# মতলব উত্তর

## MATLAB NORTH



## মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প

মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে ফসল চাষ হয়, সেই ফসলের জন্যে প্রয়োজনীয় পানি সাপ্লাই ও নিষ্কাশনের জন্যে দুটি পাম্প হাউজ রয়েছে। এর অন্যতম উদমদী পাম্প হাউজ। এই প্রকল্পের কারণে আগে ফসল না হওয়া এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্তমানে তিনটি ফসলের চাষ হয়। ফসলের ফলনের সাথে উদমদী পাম্প হাউজের কার্যক্রম গভীরভাবে জড়িত। এই পাম্প হাউজটি বন্ধ থাকলে ফলনের মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়।

## Meghna-Dhonagoda Irrigation Project

There are two pump houses to supply the needful and to excrete the extra water to cultivate in the expanded area under the Meghna-Dhonagoda Irrigation Project. One of these two is Udamdi Pump House. Benefited from this project, the surrounding area now can cultivate three crops every year. The function of Udamdi pump house is deeply related with the production of crops. When this pump house becomes out of function, the production of crops get seriously harmed.



উদমদী পাম্প হাউজ

Udamdi Pump House



কালিপুর পাম্প হাউজ

Kalipur Pump House



মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের কালিপুর পাম্প হাউজ  
Kalipur Pump House of Meghna-Dhonagoda Irrigation Project



ফরাজিকান্দি কমপ্লেক্স মসজিদ  
Mosque of Farajikandi Complex

### ফরাজিকান্দি কমপ্লেক্স

মতলব উত্তর উপজেলার পীরে কামেল শায়খ বোরহান উদ্দিন তাঁর গ্রাম ফরাজিকান্দিতে ১৯৪৯ সালে ‘ফরাজিকান্দি উয়েসিয়া মাদ্রাসা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসাটি ঘিরেই পরবর্তীতে একটি কমপ্লেক্স গড়ে উঠে, যা ফরাজিকান্দি নেদায়ে ইসলাম কমপ্লেক্স নামে পরিচিত। এলাকাবাসী কমপ্লেক্সটিকে ‘ফরাজিকান্দি কমপ্লেক্স’ বলে থাকেন। শায়খ বোরহান উদ্দিনের মাজার এখানে হওয়ায় এই কমপ্লেক্সটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।

মেঘনার তীরে অবস্থিত ফরাজিকান্দি কমপ্লেক্স-এর ফরাজিকান্দি উয়েসিয়া মাদ্রাসাটিতে শত শত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও সংস্কৃতি, গবেষণা, চিকিৎসা ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে কমপ্লেক্সটি শুধু মতলব উপজেলা নয়, সমগ্র চাঁদপুরেই বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। এই কমপ্লেক্সটির মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছে।

### Farajikandi Complex

Pir-e-Kamel Shayakh Borhan Uddin of Matlab North established ‘Farajikadi Uyesia Madrasa at his own village Farajikandi in 1949. A complex named Farajikandi Nedayet Islam Complex is built keeping the Madrasa in centre. Local people call it Farajikandi Complex. This complex attained speciality because of the shrine of Shayakh Borhanuddin which is situated in the complex. Hundreds of students are now studying in the Farajikandi Uyesia Madrasa of Farajikandi Complex by the bank of the Meghna. Not only with education, but also with culture, research, healthcare and social activities, the complex has spread its name and fame in whole Chandpur spating over Matlab. Every moment, thousands of people are facilitated through this complex.



মনকাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশে ফরাজিকান্দি কমপ্লেক্সের রওদা শরীফ  
Rawda Sharif of Farajikandi Complex in attractive natural environment

## লেংটার মেলা

কথিত আছে, খ্যাতনামা আউলিয়া হযরত সোলায়মান শাহ (রঃ) কোনো পোশাক পরিধান করতেন না। তাই তাঁর মাজারকে ‘লেংটার মাজার’ হিসেবে স্থানীয়রা অভিহিত করে থাকেন। বাংলা ১২৩০ সনে কুমিল্লা জেলার আলীপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় মতলবের বিভিন্ন অঞ্চলে কাটিয়েছেন। তাঁকে ঘিরে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

বাংলা ১৩২৫ সনের ১৭ চৈত্র তিনি তাঁর বোনের বাড়ি বদরপুর গ্রামে মৃত্যুবরণ করলে সেখানে তাঁর মাজার স্থাপিত হয়। তাঁর মাজারকে কেন্দ্র করে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, যার প্রথম তলায় তাঁর মাজার ও দ্বিতীয় তলায় মসজিদ রয়েছে। হযরত সোলায়মান শাহ (রঃ)-এর মাজারকে কেন্দ্র করে চারদিকে দুই শতাধিকের বেশি আস্তানা গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর ১৭ চৈত্র তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে লেংটার মেলা বসে। এ ওরশে প্রতি বছরই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষাধিক ভক্তের জমায়েত হয়। এ সময় আস্তানাগুলোতে আশেকানদের জিকির চলে। ভক্তরা মাজারে এলে সকলেই লাল গামছা ধারণ করে।

## Langter Mela

There is a legend that renowned saint Hazrat Solaiman Sha (R) would not put on any dress. That's why his mazar (shrine) is called by the local people as the Legntar Mazar. This saint was born in Bangla 1230 in Alipur of Comilla District. He spent most of his life in different parts of Matlab Upazila. There are a lot of myths regarding his life. His Mazar (Shrine) was established in the Bangla year 1325 in the house of his sister in Badarpur village. A mosque has been founded around his Mazar. The Mazar is in the first stair and the mosque is in the second. More than 200 huts have been set up by his followers around his Mazar. On 17th Chaitra of every year a seven day long O'rash (religious fair) is held to observe his death anniversary. Every year more than one hundred thousand followers and devotees are gathered on the occasion of this O'rash Mubarak. During this time, Zikir (uttarances of God's name) remains going on in the huts of the devotees and followers.



হযরত সোলায়মান শাহ (রঃ) জামে মসজিদ ও মাজার শরীফ  
Jumma Mosque and Shrine of Hazrat Solaiman Sha (R)

Photo Courtesy : Monirul Islam

## ষাটনল পর্যটন কেন্দ্র

মতলব উত্তর উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে ষাটনল পর্যটন কেন্দ্রটি অবস্থিত। এখানকার নদী পাড়ের সবুজে ঘেরা দীর্ঘ মাঠ, সারিসারি গাছ আর নদীর বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য পর্যটকদের খুবই আকৃষ্ট করে। চাঁদপুর জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে ২০০০ সালের ২৩ এপ্রিল ষাটনলে তিন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে পর্যটন কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তরের ফলক উন্মোচন করা হয়। চাঁদপুর জেলা পরিষদ ১০০ একর ভূমির ওপর এখানে একটি পিকনিক স্পট নির্মাণ করে। এখানে রয়েছে বিশ্রামাগার, রন্ধনশালা ও ডাইনিং ভবন। এছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা আসে এই পর্যটন কেন্দ্রে।

## Shatnal Tourism Spot

Shatnal tourism spot is at the meeting point of the rivers Padma and Meghna under Matlab North Upazila. The open stretched field with lush natural beauty, plenty of green trees and the sun-set scene at the rivers enchants the visitors. Being a high demand of the people of Chandpur district, the foundation stone of the tourist spot was laid down with the presence of the then 3 ministers. Chandpur Zila Parishad established a picnic spot on 100 acres of land adjacent to the river bank. In this spot there are a Rest House, a Dining Room and a big Kitchen. Everyday visitors from different parts of the country come to enjoy holiday at this picnic spot.



ষাটনল পর্যটন কেন্দ্রের উন্মুক্ত প্রান্তর  
Vast open field of Shatnal Tourism Centre



ষাটনল পর্যটন কেন্দ্রের পিকনিক স্পট  
Picnic spot of Shatnal Tourism Centre



ছুটির দিনে ষাটনলে পর্যটকদের ভীড়  
Big crowd of tourists at Shatnal



## স্থানীয় ঐতিহ্য ও উৎসব Local Traditions and Festivals

### মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা, চাঁদপুর

বীর বাঙালির অত্যন্ত গৌরবের অর্জন একান্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের অর্জিত বিজয়। সেই স্মৃতিকে মননে লালন করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারের মহৎ উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের ৮ ডিসেম্বর, চাঁদপুর হানাদারমুক্ত হওয়ার দিবসে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য (অঙ্গীকার)-এর পাদদেশে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হয় মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা। শহীদ জননী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত এই মেলায় প্রথম দিকে ৯ দিন ব্যাপ্তি অর্জন করলেও ১৯৯৪ সাল থেকে মাসব্যাপী উদ্বোধিত হয়ে আসছে। প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলাকালীন সময়ে মেলায় মহান মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ, শ্রীতি বিতর্ক, সাংস্কৃতিক ও নাট্য সংগঠনের পরিবেশনা এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়ে থাকে। পাশাপাশি এতে মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়। সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণে উৎসবে পরিণত হওয়া এ মেলা বিভিন্ন স্টলে বিকিকিনির পসরা সাজায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সঞ্চারের পাশাপাশি বিনোদনের চাহিদা মেটানো এ বিজয় মেলা বিগত বছর তার গৌরবের রজতজয়ন্তী উদ্বোধন করেছে।

### Muktijuddher Bijoy Mela, Chandpur

Victory in the great War of Independence is a very glorious achievement of heroic Bangalees. Bearing this memory in mind, Muktijuddher Bijoy Mela was started first on December 8, 1992, putting floral offerings on the altar-bed of a liberation-war memorial sculpture (Aungikar) in the date of freedom of Chandpur from Pakistani invasion army, with a noble view of conducting the great spirit of War of Independence among the next generation. The fair opened by the mother of a martyr, got a life-span of 9 days only in the first year and later on extended upto a month since 1994. The fair runs from 4 to 10 pm everyday and recalling memories of the liberation war by the freedom fighters, friendly debate competition, cultural performance and drama presentation along with competition on different literary-cultural events are arranged. Besides these photographs on liberation war are also exhibited. Several stalls decorate their products in this fair that is turned into a festival through the enthusiastic participation of people of all class. The fair besides spreading spirit of liberation war, observed silver jubilee last year and meets the demand of recreation of the people of the district.



## মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব

তিন নদীর সঙ্গমে গড়ে উঠা অনিন্দ্য চাঁদপুর শিল্প-সংস্কৃতির লীলাভূমি। ঐতিহ্যের পাল তুলে উৎসবের তরণী এখানে বছর জুড়ে চলতে থাকে। এরই এক জ্বলজ্বলে দৃষ্টান্ত চাঁদপুর মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব তথা সাংস্কৃতিক মাস উদ্‌যাপন। এই উৎসবের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার বর্তমান উন্নয়নবান্ধব জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল। ২০১৫ সালের পহেলা ডিসেম্বর-এর শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সূচিত। প্রথম বারের মত এই উৎসব ১ জানুয়ারিতে সমাপ্ত হয়। হাসান আলী স্কুলের মাঠে স্থাপিত বিজয় মেলা মঞ্চে শুরু হয়ে তা মাস শেষে জেলা শিল্পকলা মঞ্চে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে উপযুক্ত সময় বিবেচনায় তা ১ বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল-২০১৬ তে শুরু হয়ে ২১ মে পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ৩ মে-২০১৬ তারিখ জেলা শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চে-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। জেলাবাসীকে উৎসবে আনন্দে মাতোয়ারা করে তোলা এই অনন্য উৎসবে নাটক, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা পাঠ, বিতর্ক, চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। জেলার ৩৫টি সাংস্কৃতিক সংগঠন এতে অংশগ্রহণ করে এবং প্রতি বছর সাংস্কৃতিক মাস উদ্‌যাপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাঙালি সংস্কৃতির শেকড় সন্ধান, আগামী প্রজন্মের মধ্যে শুদ্ধ সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিস্তার ঘটানোর জন্য এই উৎসব এক বিপুল সাংস্কৃতিক জাগরণতার সৃষ্টি করেছে। যার মাধ্যমে নতুন ও প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী তৈরি হবে।

## Festival of Cultural Month in Chandpur

Chandpur, the land that appears from the summit of the three rivers, is a play ground for art and culture. The boat of festivity runs here round the year fluttering the sail of tradition and heritage. The Cultural Month observation is an blazing example of that. This festival is The brain child of present development friendly Deputy Commissioner Mr Abdus Sabur Mondal. The festival that was started for the first time on December 1, 2015 ended in January 1, 2016. It was inaugurated from Bijoy Mela dias at Hasan Ali School ground and finished at Shilpokala Academy auditorium. Concerning the optimum time, it was arranged next from Boishakh 1,2423 Bangla and lasted till May 22, 2016. The prize giving ceremony took place on May 3, 2016 at District Shilpokala Academy. The unique festival that overwhelms the people of the district with enjoyment presents the performances of drama, songs, dances, poem recitation, read out own composed poems, debate, drawing exhibition and cultural programs. Thirty five cultural organizations of the district took part in it and uttered commitments to keep it continued next. This festival has created enormous cultural awakening to quest for root of Bengali culture, to keep in force of original cultural practice among next generation and to spread the practice and thus can play the role to produce new and talented artists.



### চতুরঙ্গ সাংস্কৃতিক সংগঠনের ইলিশ উৎসব

ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর। তাই এখানে ইলিশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক চর্চা এবং উদ্‌যাপিত হয় উৎসব। এই রকম একটি উৎসবের নাম 'ইলিশ উৎসব'। ১৫মে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী সংগঠন চতুরঙ্গের মহাসচিব হারুন আল রশীদ এই উৎসবের রূপকার। টেলিভিশনে ২০০৮ সালে নিউইয়র্কের বাঙালি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ডিপ ফ্রিজে চাঁদপুরের ইলিশের বিজ্ঞাপন দেখে তার মনে এই উৎসবের চেতনাবীজের অঙ্কুরোদগম হয়। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী এই লোকজ উৎসব বর্তমানে সপ্তাহকাল ব্যাপ্তি অর্জন করে ৮ম আসর অতিক্রম করেছে। মা ও জাটকা রক্ষা, প্রান্তিক জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, জনগণের মধ্যে জাটকা ও মা ইলিশ নিধনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও ইলিশ বিষয়ক সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চাকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে এই উৎসবে র্যালী, ইলিশ ভাবনা ও সেমিনার, ইলিশ বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক, ইলিশ রেসিপি প্রতিযোগিতা, ইলিশ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রীতি বিতর্ক, ইলিশ বিষয়ক কবিতা পাঠের আসর, কবি, সাহিত্যিক ও গুণিজন সংবর্ধনা, লোকগান ও লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা, ইলিশ ঘুড়ি উৎসব, ইলিশ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিবেশনা ইত্যাদি বিবিধ মৌলিক কর্মসূচির সমন্বয় ঘটে। সাধারণত সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ কিংবা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কেননা এ সময় ইলিশের প্রচুর উৎপাদন অব্যাহত থাকে।

### Ilish Utsab by Chaturanga

Chandpur is the City of Hilsha. That's why Cultural practice and festivals pivoting Hilsha are observed. Ilish Utsab is such type of a festival related to Hilsha. The Secretary General of Chaturanga, Harun Al Rashid is the dream-maker of the festival. Seeing an advertisement of Hilsha of Chandpur on the deep freeze of a departmental store in New York, the spirit-seed germinated in the thought of the dream-maker. The first festival, which was started on July, 2009 had a life span of three days only which has now become a seven day-long festival till the eighth appearance in the last year. Bearing the noble goal to save mother Hilsha and jatka, to create awareness among root-level fishermen, to create mass opinion against killing jatka and mother Hilsha, a colourful rally, debate, seminar, round table talk, Ilish recipe competition, poems recitation on Hilsha, folk songs, dances, Ilish-kite exhibition, drawing Hilsha competition, photography exhibition on Hilsha and performances of different cultural organizations of home and abroad are-the basic events of the festival. Usually the last of September or the first of October is the high time to arrange the festival as this is the peak period of Hilsha production.



### জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চাঁদপুর

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চাঁদপুর জেলার শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য লালন ও প্রতিপালনকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে দীর্ঘ বছর যাবৎ সংস্কৃতি চর্চার বিকাশে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতীয় দিবস উদযাপন ও ঋতুভিত্তিক নানা আয়োজনের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর সাংস্কৃতিক মাস উদযাপন এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা প্রদান করে থাকে। দেশের মূল ধারার সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে 'সৃজনশীল বাংলাদেশ' গঠনই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যই জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চাঁদপুর বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পাদন করে।

### District Shilpokala Academy, Chandpur

Shilpokala Academy, Chandpur has been playing its role as the vital organization of nursing and bearing the tradition and heritage of the district for a pretty long time. Besides participating in national day observation and the arrangements of different season-based programs, the Academy observe cultural month and announce District Shilpokala Academy Award every year. The aim of Bangladesh Shilpokala Academy is to build a 'Creative Bangladesh' through the practice of mainstream culture of the country. Shilpokala Academy, Chandpur perform different activities round the year to turn that aim into a success.

### সাহিত্য একাডেমী, চাঁদপুর

১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে সাহিত্য একাডেমী, চাঁদপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালের ৬ মে তৎকালীন জেলা প্রশাসক এসএম শামসুল আলম সাহিত্য একাডেমী ভবন, চাঁদপুর-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৯৫ সালের ২৬ মার্চ চাঁদপুর শহরের জোড়পুকুর পাড়স্থ এ একাডেমীর উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দর খান। সাহিত্য একাডেমীর প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি হিসেবে এসএম শামসুল আলম দায়িত্ব পালন করেন। এর প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন প্রফেসর কবি খুরশেদুল ইসলাম। মাসিক সাহিত্য আড্ডার আয়োজন, মুখপত্র 'উছল' প্রকাশসহ নানা সাহিত্য সংশ্লিষ্ট সেমিনারও আয়োজন করে থাকে সাহিত্য একাডেমী কর্তৃপক্ষ।

### Shahitto Academy, Chandpur

Shahitto (Literature) Academy, Chandpur was established in 6 July 1986. S M Shamsul Alam, then the Deputy Commissioner of Chandpur laid the foundation stone of the Shahitto Academy, Chandpur on 6 May, 1987. Ali Haider Khan, the Commissioner of Chittagong Division inaugurated the Academy Bhaban in Jorepukur pair of Chandpur town on 11 July 1988. S. M. Shamsul Alam was the founder President of Shahitto Academy, Chandpur. The first Director General of the Academy was Professor Poet Khorshedul Islam. Shahitto Academy, Chandpur organizes monthly literary gathering, publication of little magazine 'Uchal' including literature related seminars etc. on regular basis.



কবি নজরুলের স্মৃতিধন্য কবি নজরুল সড়কে চাঁদপুর রোটারী ভবন  
Chandpur Rotary Bhaban at Kabi Nazrul Sarak named after poet Nazrul's memory

## দুই দিন ঈদ ও আগাম রোজা পালন

হাজীগঞ্জের সাদ্রা গ্রামের মরহুম পীর মাওলানা ইসহাক (রঃ) প্রবর্তিত ধারায় চাঁদপুরের পাঁচ উপজেলার চল্লিশটি গ্রামে একদিন আগে রোজা ও একদিন আগে ঈদ পালন করা হয়। সৌদি আরবের সাথে সঙ্গতি রেখেই এই চল্লিশ গ্রামের অধিবাসী এভাবে ঈদ ও রোজা পালন করে থাকে। গ্রামগুলো হলো : হাজীগঞ্জের সাদ্রা, সমেশপুর, অলীপুর, বলাখাল, মনিহার, জাকনি, প্রতাপপুর, বাসারা, ফরিদগঞ্জের ভুলাচৌ, সোনাচৌ, উভারামপুর, উটতলী, মুঙ্গিরহাট, মূলপাড়া, বদরপুর, আইটপাড়া, সুরঙ্গচাইল, বালিথুবা, কাইতপাড়া, নূরপুর, সাচনমেঘ, শোলা, হাঁসদা, গোবিন্দপুর, মতলবের দশানী, মোহনপুর, পাঁচানী এবং শাহরাস্তি ও কচুয়ার কয়েকটি গ্রাম।

পাঁচ উপজেলা জুড়ে চল্লিশ গ্রাম ঈদ হয় এইখানে একদিন আগাম অলীপুর, সাদ্রা, উটতলী নাম গ্রামগুলো আগে ঈদে হাঙ্গে উদ্দাম শেষ রোজা রেখে যারা চাঁদের আশায় চেয়ে থাকে যদি কেউ তার দেখা পায় তারই আগে চল্লিশ গ্রামের মাঝে খুশি নামে ভোরবেলা ঈদ-নামাজে দুইদিন ঈদ আর ইলিশের স্রাণ পেতে হলে চাঁদপুর শিগগির যান ইলিশের যতো পদ আঙুল চেখে খাও আর ঈদ করো ভাবনা রেখে।

## Advance Ramadan and Eid in forty villages of Chandpur

Late pir Mawlana Ishaq of Sadra, Hazigonj, with his followers in forty villages of five upazilas, started a practice of observing holy Ramadan one day before the regular date and observe Eid in the eve of Eid as per state daclration. They do it to follow Saudi Arabia according to their opinion. That is Chandpur enjoys two days of Eid. The villages of advanced Eid are : Sadra, someshpur, olipur, Balakhal, Monihar, Jakni, Pratappur, Basara of Hazigonj, Vulachown, Sonachown, Uvarampur, Uttali, Munshirhat, Mulpara, Badarpur, Aytepara, Surangachyle, Balithuba, Kaithpara, Nurpur, Sachanmegh, Sholla, Hansa, Govindapur of Faridgonj, Doshani, Mohanpur, Panchani of Matlab and a few other villages of Shahraasti and Kachua.



## ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠী

ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রায় সাড়ে চারশো পরিবার চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বাস করে। যার সিংহভাগ ৯নং বালিয়া ও ১০নং লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। তারা সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। এরা বাংলা ভাষাভাষী হলেও নিজেদের মধ্যে নিজস্ব ত্রিপুরা ভাষায় কথা বলে। যেমন : তারা ভাত কে বলে 'মাই', ছেলেকে বলে 'ছেলা বেশা', মেয়েকে বলে 'বিরি বেশা' ইত্যাদি। ত্রিপুরা নারী-পুরুষ উভয়েই বেশ পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত। তারা শতভাগ কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করে।

চাঁদপুর জেলায় এদের নিজস্ব সংগঠন আছে, যার নাম 'ত্রিপুরা জাতি উন্নয়ন সংস্থা'। ১৯৯৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটি ৯নং বালিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচির পাশাপাশি সংগঠনটি ৯ আগস্ট বৈশ্ব আভিজাতিক আদিবাসী দিবস পালন করে।

ত্রিপুরা জাতি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন এবং কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

## Tipra Ethnic Group

The Tipra Ethnic group of peoples are almost four hundred and fifty families in number living in different upazillas of Chandpur and lion's part of them are concentrated in 9 no Balia and 10 no Laxmipur union. They believe in Sanatan Hinduism and use their own mother tongue during conversation among them but they are Bengali speaking people otherwise. As for example, they call rice-'mye', boy-'Chela besh', girl-'biri besh' etc. Both Tipra male and females are of trust worthy and very hard working. They complete their duty with cent percents of sincerity at their job station.

They have their own organization in Chandpur, named 'Tipra community development organization'. It was established in 1997 at 9 no Balia union, 3 no ward. It observes the international Day for Aborigines with colours besides, the other national activities celebration. The Tipra population and their children are given trainings on computer skills, sewing training, cattle and poultry farming and cottage industry training through 'Tipra community development organization'.



## মাসব্যাপী ক্রীড়া উৎসব

জাতীয় পর্যায়ে চাঁদপুর হতে কৃতি খেলোয়াড় তৈরি করে উপহার দেয়া এবং অবিরাম দক্ষ স্থানীয় খেলোয়াড় তৈরি করার মহৎ প্রয়াসে বর্তমান জেলা প্রশাসকের দূরদর্শী আয়োজনে মাসব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে চলমান আছে। বিগত দুই হাজার পনের সাল হতে যাত্রা শুরু করে ক্রীড়া মাস এ পর্যন্ত জেলার সকল ক্রীড়াবিদের মধ্যে এক অসামান্য উদ্দীপনা তৈরি করেছে। এই ক্রীড়া মাসে ফুটবল, বাস্কেটবল, কাবাডি, ক্রিকেট, সাঁতার, লন টেনিস, টেবিল টেনিস, স্নুকার, ক্যারাম প্রভৃতি খেলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই ক্রীড়া মাসের মাধ্যমে মাদকমুক্ত যুবসমাজ নির্মাণের প্রত্যয় ঘোষিত হয়।

মাস জুড়ে ক্রীড়া তাই ক্রীড়াপল্লী চাঁদপুর মেতেছে সাথে অলি-গল্লি ইলিশের বাড়ি এসে দেখো দলে দলে মাসব্যাপী উঠো মেতে সবে ফুটবলে ব্যাট আর বলে দেখো মারে চার-ছয় হাতে তালি মেরে বলো ইলিশের জয় গোল যদি দেয় কেউ করো উল্লাস ইলিশের গ্রীল রেখো দুহাতের পাশ মাঠে বসে খেলা দেখো মাস জুড়ে খাও ইলিশের ভাজা সাথে মুড়ি আর চা-ও বিরতির মাঝে নাও ইলিশ কাবাব পরোটোর সাথে তার দম্পতি-ভাব রাতে দেখো টেনিসের ফোরহ্যান্ড লনে ইলিশের ভাপা খাও মাতো বিনোদনে।



## Month-long sports festival

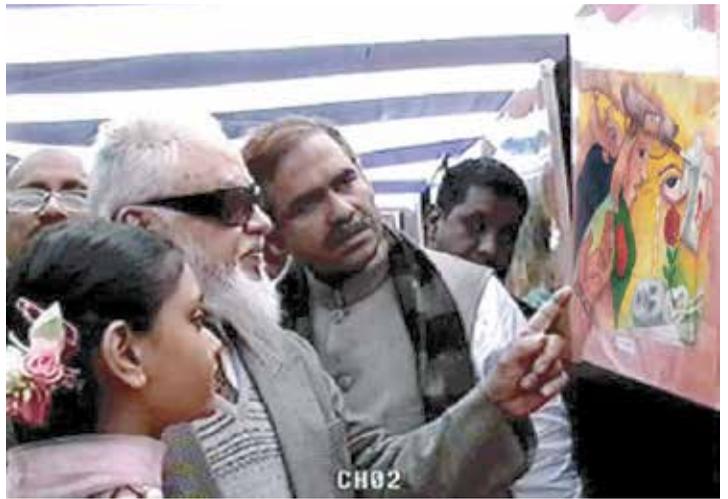
To present accomplished sportsmen in the national level from Chandpur and to generate skilled players continuously, a festival of month-long sports competition has been carried by the district sports authority for last few years which is the brain child of farsightful deputy commissioner of Chandpur. The sports-month, started from since 2015, has created enormous encouragement among all sportsman of the district.

## চিরঞ্জীব'৭১ শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিশুদের ছবি আঁকা চিত্র প্রদর্শনী

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও তার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের চেতনা সম্ভারের মহৎ অভিপ্রায়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ক্ষুদ্রে চিত্রশিল্পীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০০৯ সাল হতে আয়োজন করে চলছেন চিরঞ্জীব'৭১ শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিশুদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনের। এই আয়োজনে চিত্রকলার মাধ্যমে শিশুদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ-তিতিক্ষাকে অঙ্কুরিত করে সোনার বাংলা নির্মাণে আদর্শরূপে গড়ে তোলার প্রত্যয় বিবৃত হয়।

## Chiranjib'71 Titled drawing exhibition by children artists

Bearing the noble determination to circulate the spirit of great liberation war and independent Bangladesh, an artist, son of a freedom fighter, has been arranging an exhibition of liberation-war related drawings drawn by the children-artists trained By him since 2009 which is titled as Chiranjib'71. By din't of this arrangement, a commitment is expressed to build a worthy Bangladesh by carving the sufferings and sacrifices for our great war of independence into the heart of the baby artists through their drawings.





## বিতর্ক প্রতিযোগিতা

যুক্তির নিরিখে জ্ঞানস্বন্ধ আলোকিত সমাজ ও প্রজন্ম বিনির্মাণের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে চাঁদপুরে জেলাব্যাপী সনাতনী ধারায় স্কুল ও কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক বৃহৎ-পরিসরে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে অদ্যাবধি। অষ্টম আসর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করা এ বিতর্ক আন্দোলন মূলত হয়ে উঠেছে এ জেলায় বিতর্কিক নির্মাণের আদর্শ কারখানা। এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিকশিত বিতর্কিকরা আজ জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য ছিনিয়ে এনে সমৃদ্ধ করেছে চাঁদপুরের ইতিহাস। সর্বোচ্চ ২৬৬টি দলের সমন্বয় ঘটানো এ প্রতিযোগিতা আদর্শ মানুষ তৈরির এক নান্দনিক কর্মযজ্ঞ। উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতার নাম পাঞ্জেরী-চাঁদপুর কন্ঠ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, যা প্রথম দিকে সিডিএম এবং পরবর্তীতে সিকেডিএফের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## Debate Competition

To build a knowledge-rich, enlightened society and next generation, a debate competition in large platform has been continuously arranged among school and college going students in traditional format since 2009. This debate movement which has become an ideal laboratory of producing debaters, completed her eighth year quite successfully. The debaters bloomed through this competition are enriching the history of Chandpur in national levels today. This event, that completed a competition among 266 teams, is a classic work to build ideal human beings. It is to be noted that, the competition is known as Panjeree-Chandpur Kantha Debate Competition which was arranged by CDM at first for few years and next by CKDF.



## ছড়া উৎসব

আধুনিক নগর সভ্যতার দাপটে এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের ক্রম বিস্তৃতির কারণে শিশুদের জীবন হতে আজ মুছে যাচ্ছে শৈশব। তার সাথে মুছে যাচ্ছে শৈশবের চিরন্তন আবেদনের ছড়াগুলো। চিরন্তন শৈশব ও চিরকালীন ছড়াগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে বাঙালি সংস্কৃতিকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহন-বাঁশি স্মৃতি সংসদের আয়োজনে ২০১৪ সালের অক্টোবরে শুরু হয় 'ছড়া উৎসব'। এই ছড়া উৎসব অদ্যাবধি তৃতীয় উৎসব অতিক্রম করেছে। ছড়াগান, র্যালী, ছড়া আবৃত্তি, স্বরচিত ছড়া পাঠ, ছড়ায় ছড়ায় ছবি আঁকার মাধ্যমে এই উৎসব সোনারমনি শিশু ও অভিভাবকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ছড়া উৎসব চাঁদপুর জেলার এক অনন্য সংস্কৃতির নিদর্শন।

## Rhyme Festival

Children are losing their childhood due to the modern town based civilization and gradual spread of competitive world. Along with that we are losing our ever appealing childhood rhymes. To spread the spirit of Bengali Culture among the next generation, Bir Muktiyoddha Mohanbanshi Memorial Sangsad arranged the first Rhyme Festival in October, 2014. This festival achieves her third year by now. This festival has created enormous encouragement and inspiration among the loving kids and their guardian through rhyme-song, rally, rhyme recitation, reading self composed rhyme and drawing picture while listening to rhymes. 'Rhyme Festival' is a token of unique culture of Chandpur district.



### ডাকাতিয়া নদীর তীরে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন

পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ডাকাতিয়া নদীর তীরে মনোরম পরিবেশে তিন দিনব্যাপী এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে বর্ণিল আনন্দ-শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচির সূচনা হয়। নদী তীরের শোভায় পহেলা বৈশাখের আনন্দ বহুগুণে বিবর্ধিত হয়।

### Observing Pohela Boishakh by the bank of Dakatia

Pohela Boishakh is the festival of heart to the Bangalees. The three day long festival of secular spirit, arranged by district administration, is held in the charming atmosphere of The Dakatia. The program starts with a colourful procession of merriments. The merriments of The Pohela Boishakh increases by many folds with the natural decoration of the river banks of the Dakatia.



মোলহেডে ত্রিনদীর মিলনস্থলে নৌ ভ্রমণের প্রতীক্ষায়...  
Waiting for boat ride at meeting point of three rivers by Molehead...



সর্ষে ফুলের হাসি...  
Abloomed Mustard flower...

নদীর নিবিড় মায়ায় ধীবর-জীবন  
চেউয়ের রুদ্র-রূপে মরণের পণ।  
তারই মাঝে হাতে উঠে বড়শির ছিপ  
গতিহীন ছোট তরী মেঘনায় দ্বীপ।  
কখনো বা ফাঁদ পেতে বিবিধ জালে  
আশায় তাকায় জেলে ভাঁজ কপালে।  
উঠে মাছ, ছুটে মাছ ধীবরের সুখ  
মাছহীন ফেরায় না মেঘনার বুক।  
মেঘনার বুক ভরা ইলিশের বাঁক  
পৃথিবীর সব দেশে তার নাম-ডাক।



মেঘনায় মাছ ধরা  
Catching of fishes in the Meghna